জাতিকথা

শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, প্রকাশক ও সম্পাদক সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি। গ্রাম—বহরপুর, পোঃ বহরপুর, জেলা ফরিদপুর।

। শ্রীপ্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, গ্রাম—নলিয়া, পোঃ নলিয়া, জেলা ফরিদপুর।

৩। শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাহায্য—পাঁচ আনা মাত্র।

এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ বিক্রয়ের দ্বারা যে অর্থ লাভ হইবে তাহা স্বামীজীর আদেশে ও উপদেশে সৎকার্য্যে এবং সজ্জন সাহায্যে ব্যয়িত হইবে।

এ বিষয়ে জন-সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে আমরা শীঘ্রই স্বামীজীর লেখা অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থগুলি প্রচার করিয়া লোক সমক্ষে দিতে পারিব।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, প্রকাশক,

সম্পাদক—সৎগ্রন্থ প্রচার সমিতি

গ্রাম—বহরপুর, পোঃ—বহরপুর

(ফরিদপুর)

ওঁ

লেখকের নিবেদন

প্রায় আট দশ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালন্দ পল্লী-মঙ্গল সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দেই তাহারই অঙ্গস্বরূপে এই 'জাতি কথা' ছোট আকারে জন্মলাভ করে। পরে ইহা আরও বর্দ্ধিত হইয়া আমার লিখিত "পল্লী বোধন" নামক গ্রন্থের "দশম প্রস্তাব"রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। সন্ন্যাস লইয়া অন্যত্র সাধন স্বাধ্যায়াদিতে নিমগ্ন থাকায় উহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। সাময়িক প্রয়োজনে সম্প্রতি ফরিদপুর অঞ্চলে আসিয়া পড়ায় অনেক সদাশয় ও সজ্জনগণের অনুরোধে বহু স্থানে বক্তৃতায় ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কথাও চলিতে থাকে। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগের সহিত তাহাদেরই মত হইয়া প্রাণ খুলিয়া মেলা মেশার ফলে তাহাদের জীবন-বেদনার ভাগী হই। সেই হইতে জাতির এই বেদনা দূর করিবার একটা বাসনাও মনে জাগিয়াছিল। সম্প্রতি ফরিদপুর 'জেলা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সমিতি'র সভাপতি করিয়া ইঁহারা আমার উপর যে সেবার গুরুদায়িত্ব দিয়াছেন তাহার জন্যও 'জাতি কথা'র প্রয়োজন বোধ করি। সাধনার কথা জানিবার জন্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে যাইয়াই সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ বা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে আর্য্য শাস্ত্রের বিশাল উদার মতের সঙ্গে পরিচিত হই। তাই জাতির ব্যথা দূর করিতে পূর্ব্বলেখা বর্দ্ধিতায়তন করিয়া 'জাতি কথা'তে তাহাদের স্থান দিয়াছি। বহু সভা

সমিতিতে আমার প্রাণের ব্যথা মনের কথা নিবেদন করিবার সময় এই 'জাতি কথা' হইতে আমি অনেক কথাই বলিতাম। তাহাতে অনেকের মনে ইহা ছাপিবার জন্য পিপাসা জাগে। তাঁহাদিগের আগ্রহে এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে 'জাতি কথা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া লোক-কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে। আশা করিতেছি যে ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ সাহায্যাদি দ্বারাও লোক কল্যাণ সাধন করিতে পারা যাইবে।

আমি ধর্ম্মের দিক্ দিয়া জাতির চিত্ত শুদ্ধির দিক্ দিয়াই অকপটে 'জাতি কথা' লিখিয়াছি। প্রাণের গভীর বেদনাতেই আমাকে আমাদেরই কলঙ্ক কাহিনী রচনা করিতে হইয়াছে সত্যের খাতিরে। তাহাতে হয়তো কেহ কেহ ব্যথিত হইতে পারেন। এই জন্য বলিতে হইতেছে যে আমিও রাঢ়ীয় কুলীন চট্টোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লইয়াছিলাম। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে আমারই কুলকলঙ্কের 'অপ্রিয় সত্য' আমাকেই বলিতে হইয়াছে। আমার সান্ত্বনা এই যে আমি লোক প্রিয় হইবার লোভেও প্রিয় মিথ্যা বলি নাই এবং সত্যের মানহানি করি নাই। উচ্চ ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় আত্মশুদ্ধির দিক্ দিয়াই 'জাতি কথা' রচিয়াছি জাতির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া। এই কথা মনে করিয়া পাঠক পাঠিকারা যেন আমার দোষ ত্রুটী বিবেচনা ও মার্জ্জনা করেন। সর্ব্ব জাতির ভিতর যদি ইহাতে কিছু মনের পরশ লাগে এবং চেতনা জাগে তবেই আমার পরিশ্রম ও সেবা সার্থক হইবে।

পূজারীরূপে নানাগ্রন্থের নানা ফুল দিয়া বিশ্বদেবকে পূজা করিয়াছি। বড় তাড়াতাড়িই পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে যথেচ্ছ ফুল

তুলসী বিল্বদল চয়ন করিয়া। বাগান স্বামী গ্রন্থকারগণের অনুমতি লইতে পারি নাই এবং এত বহু গ্রন্থকারের অনুমতি লওয়া সম্ভবও নহে; কারণ তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার পূজার সময় চলিয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আর হরিজনদের এই পূজায়োজন যে তাঁহাদেরও। "হরিকো হরিজন বহুৎ হৈঁ হরিজনকো হরি এক।"

'জাতি কথা' প্রকাশের মূলে রহিয়াছে প্রেম যোগাদি গ্রন্থলেখক মরমী ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার সরকার কবিরত্ন কবিরাজ, হৃদয়বান্ উদার কর্ম্মী ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের 'টিউবওয়েল ইন্সপেক্টর' শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী, উচ্চপ্রাণ ত্যাগব্রতী শ্রীমান মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টা, উদ্যোগ ও যত্ন। খাদি প্রতিষ্ঠানের লব্ধ প্রতিষ্ঠ দেশবরেণ্য নায়ক ত্যাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী মহাশয়েরা ছাপিবার খরচ সম্বন্ধে অনেক আনুকূল্য করাতেই 'জাতি কথা' সহজেই ছাপা হইল। এইজন্য ইঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

পাঠক পাঠিকাদিগের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ জন সেবার্থে ছাপাইয়া প্রকাশিত করা যাইবে।

'জাতি কথা'র অধিকাংশ বিখ্যাত দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। অসম্পূর্ণ কেবল তাহা দেখিয়াই যেন পাঠক পাঠিকারা 'জাতি কথার' বিচার না করেন। পাঠক পাঠিকারা এই 'জাতি কথা' সম্বন্ধে তাঁহাদের সমালোচনা বা মতামত আমাকে লিখিয়া জানাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং তদনুযায়ী দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার সংশোধন,

পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা রহিল। ইচ্ছামত জাতিকথাকে ছাপার ভুল হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া পড়িবার পূর্ব্বে শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন। ওম্।

নলিয়া (ফরিদপুর)
১লা বৈশাখ, ১৩৪০

শ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্য
C/o শ্রীপ্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ্রাম—নলিয়া, পোঃ—নলিয়া (ফরিদপুর)

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩- ৭	pertaking	partaking	২৩- ১২	বৃংস্পতি	বৃহস্পতি
৩- ৭	festivitives	festivities	২৪- ১৩	ব্রহ্ম	ব্রাহ্ম
৪-১২	অনাচারণীয়	অনাচরণীয়	” - ২১	৭১১	৭।১১
”-২০-২১	vide- ৫পৃঃ৩য়পং	reports	২৭-১৬	স্বীয়	স্বায়
	1354-70	এর পরে বসিবে	২৮- ৩	যজ	যজ্ঞ
৫-১৩	বংলায়	বাংলায়	” - ৬	রূপিনে	রূপিণে
৬-১৪	পোল	পাল	২৯- ৯	স্বভাবম্প্রমেয়	
৯-১১	তাঁহা	তাহা			স্বভাবমপ্রমেয়
১০-১০	মালে	মালো	৩২-২০	কসলংযোগাৎ	
১৬-১৮	গঠিত	গর্ব্বিত			ফলসংযোগাৎ
১৮-১৪	ধর্ম্ম	ধর্ম্মঃ	৩৩-১৫	১২৬	১৬২
১৯- ৫	কল্যাণ	কল্যাণে	৩৪- ৪	ঋগ	ঋগ্
”- ৬	শারীরিক	শারীরক	”- ২১	বিন্দনাত	বিন্দনাভ
”- ১৭	বিজুগুপসতে	বিজুগুপ্‌সতে	৩৬- ২	জাতি	জাতিঃ
২১- ৬	মহদাদি	মহদাত্মা	৩৬-১১	অধর্ম্মচর্য্যায়া	অধর্ম্মচর্যায়া
”- ১৪	letilitaria-	Utilitaria-	”-২২	লুজ্জো	লুব্ধো
	nism	nism	৩৭- ৬	দংশকু	দংশক
”- ১৮	মুথায়···স্নানম্	সুথায়···স্‌সানম্	৩৯-১৫	কোন	কেনে

পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৪২- ৮	মহাভারতের	মহাভারতে	৬১- ৪	শোন	শোণ
৪২-১৫	ভবৈচ	ভবৈব	৬৬-১১	রমণ দাস	রমণচরণ দাস
৪৩- ৬	পুরুরাজাকে	পুরূরবাকে	৬৭-১৫	পাহয়া	পহেয়া
৪৩-২১	লোংর্ষণ	লোমহর্ষণ	৬৯- ৩	পোরদা	পারদা
৪৪-১১	তপোবন	তপোধন	৭১-১৮	ক্ষীনী	ক্ষীণী
৪৬-২০	উপবস্তি	উপযন্তি	৭২-১৫	বাচস্মৃতি	বাচস্পতি
৪৭-১৩	।১৩	।১৬	৭৬-১৪	কনিষ্ঠো	কামষ্ঠৌ
”- ১৪	সম্ভত	সম্ভৃতে	৭৮-২০	গাঙ্গুল	গাঙ্গুর
৪৮-১২	স্বক্ষপং	স্বপক্ষং	”- ২১	গড়গড়গ্রাম	গড়গড় (বীর-
৪৯- ১	প্রবসন্নো	প্রসন্নো	—২২		ভূমের গড়গড়গ্রাম)
”- ২২	মৃগীন্ত্র	মৃগীন্দ্র	”- ২২	বাড়া	বোড়া
৫০- ৬	দর্শণ	দশন	৮২-১৪	৩৮—৪৯	৩৮—৪৫
৫২-১৯,২০	ব্রহ্মায়	ব্রহ্মায়ু	৮৩-১২	বর্ম্মকঃ	কর্ম্মকঃ
৫৭- ৩	ম্নংম্ন নং	ম্নং বম্নানং	”-১৩	উপরিভাগ ১৭।১৭	কুর্ম্মপুরাণম্ উপরিভাগ১৭।১৭-১৯
”- ৪	অকৃথরাতি	অকৃথরাতি	৮৩-২২	দ্রাস	দাস
”- ২২	(মহাভারত …দ্রষ্টব্য)	ইহা উঠিয়া যাইবে	৮৪- ৫	শূদ্রবর্ণে	শূদ্রবর্গে
৫৮-২০	সুনীতা	সুনীত	৮৫-১৪	গ্রাম্যং	গ্রামং
৫৯-২১	উচ্চারি	উব্বিবরি	৮৬- ৮	বক্তব্যঃ	বক্তব্যং
৬০-১৪	পাতক	জাতক	৮৭- ৩	পৃষ্ঠা	পৃষ্ট্বা
”-১৮	মুক্তা	মুণ্ডা	”- ১৪	নিবেদিতা	নিবেদিত

পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৯৩- ৮	ভোজন	ভোজনঃ	৯৮-১৯	ব্রহ্মোতি	ব্রহ্মেতি
”- ১২	সন্ততি	সন্ততিঃ	১০০-১২	বিষ্ণবীশ	বিষ্ণ্বীশ
৯৪-১১	প্রিয়	প্রিয়ঃ	১০১- ২	সর্গস্তিত্যন্ত	সর্গস্থিত্যন্ত
”- ১৩	যুক্ত	যুক্তঃ	১০৩- ৭	উদাহরণ	উদাহরণে
”- ২২	তাহাকেই	তাঁহাকেই	১০৬-২০	আক্তিতিঃ	আকৃতিঃ
৯৬-১৩	চর্টান	চর্টান			

৩১ পৃষ্ঠায় ৭ম পংক্তির “বিকার” এর পরে বসিবে—(“অস্তিত্ব, জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয়, নাশ”—বরাহোপনিষদ্, ৮)।

৮৩ পৃষ্ঠায় ১১শ পংক্তির “আছে ঃ—”এর পর বসিবে—আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালোদাস নাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

৮৩ পৃষ্ঠায় ১৩শ পংক্তির ‘উপরিভাগ ১৭।১৭-১৯’এর পর বসিবে—অর্থাৎ ঃ—বর্গাহত (যাহারা অর্দ্ধেক ফসল দেয়), কুলমিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত ও যে আত্মনিবেদন করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়। কুশী-লব (বাদ্যকার, নট) কুম্ভকার, ক্ষেত্রকর্ম্মক (কৃষক) শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগকে অল্প মূল্য দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়। পায়স, তৈল, বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য, গোরস (দুগ্ধ) শক্তু (ছাতু) পিন্যাক (পিঠা) ও তৈল এই সকল বস্তু দ্বিজাতিগণ শূদ্র হইতে গ্রহণ করিতে পারেন।

সূচীপত্র

ওঁ

জাতি কথা

জাতি সমস্যা মীমাংসার প্রয়োজন। আর্য্য শাস্ত্রের
উদার মত। ধর্ম্ম দীক্ষায় চরিত্রের উন্নতিতে
শূদ্র অশূদ্রের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব বিধানে
ভারত উদ্ধার।

(১) ভারতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধী।

পল্লীর, ভারতের অবনতির একটা প্রবল কারণ হইতেছে তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়' জাতিদিগের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা উচ্চজাতির উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও অত্যাচার। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ৩৫ কোটীর মধ্যে প্রায় ৭ কোটী মুসলমান এবং তিন কোটীর অধিক শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টানাদি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা। বাকী প্রায় ২৪ কোটী হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৪ কোটীই 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়'। হিন্দুর এই ষষ্ঠাংশকে বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি একেবারেই পঙ্গু হইয়া পড়িবে। বাংলায় এই অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার প্রভাব তীব্রতায় অনেক কম বটে, কিন্তু ব্যাপকতায় কম নহে; মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহা আরও ভীষণ প্রবলতা ধারণ করিয়াছে। পঞ্চম বর্ণের অস্পৃশ্য পঞ্চমেরা সে দেশে যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয় বা স্থান

ব্যবহার করিবে তাহা অপবিত্র হইবে। কি ভীষণ! শৃগাল কুকুরকেও মানুষকে এতটা ঘৃণা করে না। হিন্দুর নিকট মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতিও অস্পৃশ্য এবং অনাচরণীয়। হিন্দুরা যদি তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধাংশকে এইরূপ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করিয়া রাখেন তবে দেশের মঙ্গল সাধন কেমন করিয়া হইবে? মহাত্মা গান্ধী এই অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করিবার জন্য এবং হিন্দুতে হিন্দুতে ও হিন্দুমুসলমান প্রভৃতিতে প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুমুসলমানের একতার জন্য তিনি একুশ দিন ব্যাপী জীবন সঙ্কটাপন্ন উপবাসও করিয়াছিলেন এবং অনুন্নত ও উন্নত শ্রেণীর হিন্দুর অখণ্ড মিলনের জন্যও মরণপণ পূর্ব্বক সপ্তাহাধিক উপবাসও কিছু পূর্ব্বে করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশ নায়কগণের মীমাংসা ও প্রতিশ্রুতিবশতঃ তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। কিন্তু দেশবাসী সকলে তাঁহার প্রাণের কথা শুনিতেছে কই? সমগ্র হিন্দু তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিতেছে কই? ঘুমের নেশায় বিভোর হইয়া আমরা কি জড়, উদাসীন, নিশ্চেষ্ট থাকিব?

(২) সামন্ত রাজ্য ও বাঙ্গালায় মুসলমান আমলে হিন্দু মুসলমানে সেরূপ ভেদ বিবাদ ছিল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুমুসলমানে যত মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাহা এই ব্রিটিশ ভারতেই; হিন্দু বা মুসলমান সামন্ত নৃপতি-দিগের রাজ্যে (Native States এ) এরূপ ছিল না। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে ইহার বিপরীত ব্যতিক্রম যাহা কিছু হইতেছে তাহা অন্যের প্ররোচনায় কূটনীতিবশতঃ। স্বাধীন মুসলমান রাজ্য আফগানিস্থানের দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ। ভারতীয় নৃপতিদিগের রাজ্যে (Native States এ) যে

হিন্দুমুসলমান মনের প্রীতিতে বাস করেন তাহার সাক্ষ্য ভারত গভর্ণমেন্টের সংবাদ বিভাগের কর্ত্তা (Director of Information) মিঃ রাশব্রুক উইলিয়মস্ (Mr. Rush brook Williams) ও দিয়াছেন—"At an era when in British India communal disturbances are lamentably frequent, all creeds and castes contrive to dwell in amity under Princely rule.............To find a Hindu Prince pertaking in the particular festivitives of his Mahomedan subjects and vice versa, is the rule and not the exception." অর্থাৎ, যে যুগে, যখন ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ শোচনীয়ভাবে সর্ব্বদা ঘটিতেছে তখন (ভারতীয়) রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে সমস্ত জাতি ও বর্ণ মিত্রতায় বাস করিতে পারিতেছে। একজন হিন্দু রাজাকে তাঁহার মুসলমান প্রজার বিশিষ্ট উৎসব সমূহে যোগদান করিতে এবং মুসলমান রাজাকেও হিন্দু প্রজার উৎসব সমূহে যোগদান করিতে যে দেখা যায় তাহা নিয়মই, নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। স্থানে স্থানে বর্ত্তমানে যে ব্যতিক্রম হইতেছে তাহাও ঐ নিয়মেরই ব্যতিক্রম। ইংরাজ আগমনের ঠিক পূর্ব্বেও আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) সরকারী কর্ম্ম বিভাগেও হিন্দু মুসলমান তুল্যভাবে বিবেচিত হইত। ষ্টিওয়ার্ট সাহেব বলিয়াছেন:—"Such was the state of Bengal when Alivardy Khan......... assumed its Government. Under his rule the country was improved, merit and good conduct were the only passports to his favour. He placed Hindus

on an equality with Mussalmans, in choosing ministers and nominating them to high military and Civil Command."—Stewart quoted in India Reform Pamphlet No. 9, P. 22. * অর্থাৎ :—আলীবর্দ্দী খাঁ যখন শাসন ভার গ্রহণ করিলেন তখন বাঙ্গলার অবস্থা এইরূপ ছিল—তাঁহার শাসনাধীনে দেশটি উন্নত হয় ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে গুণ ও সচ্চরিত্রতাই এক মাত্র অনুমতি পত্র ছিল। মন্ত্রী নিয়োগে এবং উচ্চ সামরিক বা রাজ্য পালন সম্বন্ধীয় পদে মনোনীত করিতে তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের সহিত সমপদে রাখিতেন। কিন্তু ইংরাজ আমলে তাহা অনুরূপ হইয়াছে। অদূরদর্শী শাসন কর্ত্তা তাঁহার শাসন দণ্ড অব্যাহত রাখিবার জন্য ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করিবেনই; কিন্তু আমরা মহা মূর্খ সেই কুহক জালে বদ্ধ হইতে চাই কেন? এই কুহকজাল ছিন্ন করিতে হইলেই হিন্দু মুসলমান আচরণীয় অনাচারণীয়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলের মধ্যেই এই সঙ্কীর্ণ ভাব দূর করিয়া উদারভাব আনিতে হইবে; নতুবা পল্লীর ভারতের উন্নতি সুদূর পরাহত। ভারতবাসীর মহা মিলনের এই একটি প্রবল অন্তরায়কে জাতীয় একতা সাংনায় বিদূরিত করিতে হইবেই।

(৩) ফরিদপুরে ও বাংলায় অস্পৃশ্যতার বিপুলতা।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যা হিসাবে হিন্দুর

* এই পুস্তিকা ৩৭ জন পার্লামেন্টের মেম্বর বিশিষ্ট Indian Reform Socieiy কর্ত্তৃক প্রচারিত। Vide the Calcutta Gazette. July, 14, 1932 PP 1354—70.

মধ্যে নমঃশূদ্রের স্থান অনেক উপরে। কোন কোন স্থানের হিন্দুর চারি ভাগের তিন ভাগ ইঁহারা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর গণনায় (Census Reports-এ) ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৪,২৭,৬৯৮। আর ফরিদপুরে ব্রাহ্মণ ৫৫,৪৪৩; কায়স্থ ৯৪,৫৯১ ও বৈদ্য মাত্র ৫,৫১৬। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের এই তিন জাতি একত্রে কেবল নমঃশূদ্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আর ফরিদপুরে এক মুসলমানের সংখ্যাই ১৫,০৭,১৫৭। ফরিদপুরে ৮,৪৭,০৬৪ জন হিন্দুর মধ্যে প্রায় ২,১৮,৩৯১ জন স্পৃশ্য; সুতরাং ৬,২৮,৬৭৩ জন অস্পৃশ্য বা ফরিদপুর হিন্দুর শতকরা ৭৪ জন বা প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ অস্পৃশ্য এবং সমগ্র ফরিদপুর বাসীর প্রায় ২৪ লক্ষ লোকের মধ্যে মুসলমানদিগকে লইয়া ২১,৩৫,৮৩০ জন অস্পৃশ্য। অর্থাৎ :— ফরিদপুর বাসীর প্রায় ৮ ভাগের সাত ভাগ তারও বেশী অস্পৃশ্য বা শতকরা প্রায় ৯০ জন অস্পৃশ্য।

বংলায় অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা যে কত প্রবল তাহা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর গণনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা যে সমস্ত জাতি সংখ্যায় খুব কম তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া উচ্চ নীচ প্রায় সমস্ত বর্ণ বা জাতিরই সংখ্যা দিলাম। ইহা হইতে বাংলায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের গুরুত্ব বোধগম্যও হইবে এবং জাতিবাদের ভারকেন্দ্র কোন্ দিকে তাহাও সবিশেষ উপলব্ধ হইবে। (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৩৫৪—১৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নং	জাতি	লোক সংখ্যা	নং	জাতি	লোক সংখ্যা
১।	ব্রাহ্মণ	১৪,৪৭,৬৯১	৩।	বৈদ্য	১,১০,৭৩৯
২।	কায়স্থ	১৫,৫৮,৪৭৫	৪।	রাজপুত	১,৫৬,৯৭৮

নং	জাতি	লোক সংখ্যা	নং	জাতি	লোক সংখ্যা
৫।	গোয়ালা	৫,৯৯,২৮৩	২৬।	বাগ্দী	৯,৩৭,৫৭০
৬।	নাপিত	৪,৫১,০৬৮	২৭।	বাউরি	৩,৩১,২৬৮
৭।	কুম্ভকার	২,৮৯,৮১০	২৮।	চামার	১,৫০৪৫৮
৮।	মাহিষ্য	২৩,৮১,২৬৬	২৯।	মুচী	৪,১৪,২২১
৯।	বারুজীবী	১,৯৫,১৩৯	৩০।	কাপালি	১,৬৫,৫৮৯
১০।	সদ্গোপ	৫,৭১,৭৭২	৩১।	ডোম (মুদ্দফরাস)	১,৪০,০৬৭
১১।	পোদ(পৌণ্ড্র)	৬,৬৭,৭৩১	৩২।	মেথর	২৩,২৮১
১২।	পুণ্ডরী (পুণ্ড্র)	৩১,২৫৫	৩৩।	ভুঁইমালী	৭২,৮০৪
১৩।	সাহা	৪,২০,১৯৯	৩৪।	ভুইয়া	৪৯,৩৭০
১৪।	শুঁড়ী	৭৬,৯২০	৩৫।	ভুঁমিজ	৮৪,৪৪৭
১৫।	তিলি	২,০৭,৮৮৩	৩৬।	কুর্ম্মি	১,৯৪,৬৫২
১৬।	তেলি ও কলু	২,৯৫,৩০৬	৩৭।	মালী (মালাকার)	৭৯,০৮৪
১৭।	ধোপা(রজক)	২,২৯,৬৭২	৩৮।	পলিয়া (পোল)	৪৩,১৬৩
১৮।	কর্ম্মকার	২,৬৫,৫৩১	৩৯।	পাটনী	৪০,৭৬৬
১৯।	নমঃশূদ্র	২০,৯৪,৯৫৭	৪০।	বাইতি (চুনিয়া)	৮,৮৮৮
২০।	রাজবংশী	১৮,০৬,৩৯০	৪১।	মাল	১,১১,১৬৭
২১।	ঝালোমালো	১,৯৮,০৯৯	৪২।	মল্ল	২৬,২৫৪
২২।	জালি কৈবর্ত্ত বা আদি কৈবর্ত্ত	৩,৫২,০৭[illegible]	৪৩।	ব্যাধ	১৮,৯[illegible]৫
২৩।	তাঁতি ও তাতোআ	৩,৬০,৫১৩	৪৪।	বৈষ্ণব বৈরাগী বোষ্টম্	৩,৩৭,৭৭১
২৪।	যোগী বা যুগী	৩,৮৪,৬৩৪	৪৫।	সাঁওতাল হিন্দু	৪,৩৩,৫০২
২৫।	হাড়ি	১,৩২,৪০১			ইত্যাদি

ইহা ছাড়া বাংলায় মুসলমান ২,৭৮,১০,১০০ ; বৌদ্ধ ১,২৩,৪৯৭ ; শিখ ৭,২৬৪ ; জৈন—৮,৪৩২ ; ভারতীয় খৃষ্টীয়ান—১,০০,৭৭৭ ; ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo Indians)—২৭,৫৭৩ প্রভৃতিও আছেন। ইঁহারাও হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর গণনায় বাংলার মোট লোক সংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, রাজপুত, গোয়ালা, নাপিত, কুম্ভকার ও মাহিষ্যকে * মাত্র স্পৃশ্য বা জল আচরণীয় বলিলে (ইহা বাদে যে আর ২।৪টী জাতি জলচল আছেন তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য এবং এবারকার আদমসুমারীর গণনায় তাঁহাদিগের পৃথক সংখ্যা দেওয়া হয় নাই ; যেমন—গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, ময়রা ইত্যাদি) তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়ায়—৬৯,৯৫,৩১০। অর্থাৎ :—শতকরা প্রায় ১৩½ জন বাঙ্গালী মাত্র জল আচরণীয় বা স্পৃশ্য। মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতিও হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়। জাতির ৮/৯ অংশকে এইরূপ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় করিয়া রাখার ন্যায় বিরাট সামাজিক পাপ জগতে খুব কমই আছে। সমাজের এত বড় বৃহত্তম অঙ্গটা যদি অচল হয় তবে সমগ্র সমাজ দেহটা যে স্থাণুর ন্যায় পঙ্গু, অচল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হায় উচ্চবর্ণ, 'ছুৎবাই'তে আপনার সমাজ দেহটাই নষ্ট, মরণোন্মুখ করিতে বসিয়াছ। সমগ্র ভারতে প্রায় ২৪ কোটি হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় ; আর বাংলায় ২ কোটী

* এই মাহিষ্যেরা 'কৈবর্ত্ত' বলিয়াও খ্যাত। ইঁহারা প্রথমে জল অনাচরণীয় ছিলেন পরে বল্লাল সেনের কৃপায় ইঁহারা জল আচরণীয় হন।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৫৪ পৃঃ। ইঁহারা এখনও অনেক স্থলে জল আচরণীয় নহেন।

১১ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১ কোটী ৪১ লক্ষ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় ৩৫ কোটী ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানাদির মধ্যে প্রায় ১৫ কোটী অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়। অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর ষষ্ঠাংশ (১/৬) বা ভারতবাসীর প্রায় ৩/৭ অংশ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়; আর বাঙ্গালী হিন্দুর ২/৩ অংশ বা সমগ্র বাঙ্গালীর ৪/৫ অংশই অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। বাঙ্গলার পাপ ভারত হইতেও বেশী। বাঙ্গালী, এত বড় পাপ, এতবড় জটিল ব্যাধিটী লইয়া তুমি জাতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে কিরূপে, কোন্ আশায়, কোন্ বলে?

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বাদ দিয়া আর সমস্তকেই নিম্নবর্ণের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিলে এই গণ্ডীটী এত বৃহদায়তন হইবে যে উচ্চবর্ণদিগকে 'এক ঘরে'র মতই দেখাইবে। অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়দিগের সমস্যা ও মূল্য যে কত গুরুতর তাহা এই উপরোক্ত বিবরণই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে। ইঁহাদিগের অধিকাংশই (শতকরা প্রায় ৮৯ জন) আবার পল্লীবাসী। মুষ্টিমেয় সহরবাসীর নিকট এই সমস্যা শিথিল হইলেও বিপুল পল্লীবাসীর নিকট ইহা জটিলই রহিয়াছে। এই অবনতদিগকে শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞান গরিমায় সমুন্নত করিতে না পারিলে পল্লী মঙ্গল এবং ভারত উদ্ধার কোন ক্রমেই সংসাধিত হইবে না। জাতির এই 'শুচি বায়ু' রোগ দূর না করিলে জাতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে। ভারতের কল্যাণ মানে ভারতবাসীর কল্যাণ, ভারতবাসীর কল্যাণ মানে ভারতের অধিকাংশ লোকের কল্যাণ; আর ভারতের অধিকাংশ লোক যখন এই তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, তখন এই অস্পৃশ্য ব্যক্তিদিগের কল্যাণে, জাগরণে ভারতের মহাকল্যাণ নিহিত।

(৪) নানা প্রয়োজনে শূদ্রের অভ্যুত্থান বাঞ্ছনীয় ঃ

(ক) শূদ্র যুগের প্রয়োজন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ বা intellectual class দিগের প্রাধান্য চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ঋষি বা Spiritual classএর প্রাধান্য জগতে চিরদিন থাকিতেছে ও থাকিবে। সে ব্রাহ্মণত্ব দিব্য ত্যাগে, মহান্ চরিত্রে এবং জীবন্ত ধর্ম্মে। ক্ষত্রিয় বা military classএর প্রাধান্যের যুগও অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জগত সভায় যে বৈশ্য বা commercial classএর প্রাধান্য আছে তাহাও টলায়মান। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে শূদ্রের বা নিম্নবর্ণ শ্রমিকদিগের অভ্যুত্থান হইতেছে। তাঁহার ফলে 'বলশেভিজম্' (Bolshevism) 'সোস্যালিজম্' (Socialism) 'কম্যুনিজম্' (Communism) লেবারিজম্ (Labourism), 'রিপাব্লিকানিজম্' (Republicanism), 'সিন্‌ফিনিজম্' (Sien Feinism) 'ফ্যাসিজম্' (Facism) প্রভৃতিতে নিম্নবর্ণের অভুত্থান দেখিতেছি। ভারতের নিম্নবর্ণেরা 'Sleeping Leviathan' বা অতিকায় জানোয়ারের মত ঘুমাইয়া আছে। তাহারা যদি জাগ্রত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বা তাঁহাদিগকে 'বয়কট' করে, তবে এই উচ্চবর্ণের অবস্থা যে ভীষণ সঙ্কটাপন্ন হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অত্যাচারে, অবিচারে, হেলায়, অবজ্ঞায় উচ্চবর্ণ ইঁহাদিগকে বহুদিন পদদলিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধ শীঘ্রই আসিতেছে। কুম্ভকর্ণের ন্যায় এই ঘুমন্ত নিম্নবর্ণ যদি যথাকালে জাগে তবে সে নর, অমর, সুরাসুর সকলেরই অজেয় হইবে। ভারতের উচ্চবর্ণেরা প্রায় মৃত ; নিম্নবর্ণের ভিতরেই কেবল জীবনী শক্তি ধিকি ধিকি

স্পন্দিত হইতেছে। জলদ গম্ভীর স্বরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন:— 'তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হ'চ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি * যাদের "চলমান শ্মশান" বলে' তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘৃণা ক'রেছেন ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হ'চ্চ তোমরা।......এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। ভূত ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?......তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক্। বেরুক্ লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে. মালো', মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক্ মুদির দোকান থেকে—ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক্ কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার স'য়েছে, নীরবে স'য়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ ক'রেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা একমুঠা ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটী পেলে ত্রিলোকেও এদের তেজ ধ'রবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রিলোকেও নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ ক'রে দিন রাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম॥ অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।" পরিব্রাজক, ৫০—৫১ পৃষ্ঠা।

* মমি = ইজিপ্ট বা মিশর দেশে রাজা বা রাজকীয় বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যে মৃত দেহ তৈল মশলাদি দ্বারা বহুকাল রক্ষিত করা হয় তাহাকে 'মমি' বলে।

আর্য্য প্রতিনিধি সভার সভাপতি পণ্ডিত শঙ্কর নাথও বলিতেছেন :—Now if the Hindus, out of their stupidity hesitate to show sympathy with the legitimate aspirations of the socalled Low class Hindus and do not remove their untouchability etc. then these people are not ready to wait any longer and suffer the indignities, degradation and disgrace from the hands of those who in many cases are no way superior to them in learning and education and hence they are sure to lose not only the sympathy and material help from those people, but will turn them as the worst enemies of the race.—Hindu Sangathan and our Depressed Brethren, P. 23. অর্থাৎ :—এখন যদি হিন্দুরা তাঁহাদিগের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ এই তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের যথার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন এবং তাহাদিগের অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দূর না করেন তাহা হইলে এই সমস্ত লোকেরা আর অধিককাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে এবং যাহারা অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগের অপেক্ষা বিদ্যা ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাদিগের হস্ত হইতে অপমান, হীনতা এবং হেয়ত্ব ভোগ করিতে প্রস্তুত নহে এবং এই জন্য তাঁহারা এই সমস্ত লোকদিগের সমবেদনা ও আর্থিক সাহায্যই যে কেবল নিশ্চয় হারাইবেন তাহা নহে, তাঁহারা ইহাদিগকে জাতির নিকৃষ্টতম শত্রুতে পরিণত করিবেন। এই অবনত জাতিদিগকে শূদ্র যুগের প্রাধান্য কালে

যদি আমরা সমুন্নত না করি তবে যুগধর্ম্মের পশ্চাতে আমরা পিছাইয়া পড়িব। তাই এই অবনত জাতিদিগকে সমুন্নত করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক এবং ধর্ম্ম-নৈতিক প্রয়োজনও আসিয়া পড়িয়াছে।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন।

রাজকার্য্যে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি রাজনীতির আশ্রয় সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিপক্ষ পক্ষকে ভেদনীতির দ্বারা দুর্ব্বল ও পরাজিত করা চিরন্তন রাজনৈতিক প্রথা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই ইহা শত্রুপক্ষের সংহতি শক্তি ভঙ্গ করিবার জন্য অবলম্বিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজও ইহা করিতেছেন এবং যতদিন পারিবেন করিবেন। মুষ্টিমেয় ইংরাজ যে এই কোটি কোটি ভারতবাসীকে অঙ্গুলি হেলনে বিতাড়িত করিতেছেন তাহার মূলসূত্র এই হিন্দু-মুসলমানের এবং উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যে এবং সংহতি শক্তির অভাবে। বঙ্গভঙ্গের সময় তদানীন্তন বাঙ্গলার ছোট লাট স্যর ব্যামফীল্ড্ ফুলার প্রকাশ্যে হিন্দুদিগকে 'দুয়ো' (দুঃখী) রাণী এবং মুসলমানকে 'সুয়ো' (সুখী) রাণী বলিতে কুন্ঠিত হন নাই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রাম্জে ম্যাক্ডোনাল্ড বলিয়াছেন :—

"Sinister influences have been and are at work on the part of the Government ; that Mahammedan leaders have been and are inspired by certain British officials and that these officials have pulled and continue to pull, wires at Simla and in London,.

and malice afore thought sow discord between the Mahammedans and the Hindu communities by showing to the Mahammedans special favours."—The Awakening of India by Ramsay Macdonald, p, 283.

অর্থাৎ :—সরকার পক্ষ হইতে অসাধু প্রভাব নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছে; কতকগুলি ব্রিটিশ রাজপুরুষ দ্বারা মুসলমান নেতাগণ অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন; ঐ সব রাজপুরুষেরা সিমলায় ও লণ্ডনে তার নাড়িতেছেন এবং মুসলমানদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পূর্ব্বচিন্তিত বিদ্বেষ-বিবাদের বীজ বপন করিতেছেন। 'সাইমন কমিশন' ইহাতে আর এক নূতন ভেদ-সুর যোজনা করিয়াছেন। ইঁহারা অবনত সম্প্রদায়ের বন্ধু সাজিয়াছেন। হিন্দু উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ে যে মন কষাকষি চলিতেছে তাহা ইঁহারা আরও ঘষাঘষি করিয়া দিতেছেন। "Communal Award" বা সাম্প্রদায়িক ভোটদান ব্যাপারে ইহাকে আরও জটিল করিয়া হিন্দু-সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ঐ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের লেখক প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ কর্ত্তারাই কাজ হাসিল করিতেছেন। সামন্ত নৃপতিদিগকেও আয়র্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আলষ্টারের (ulster) ন্যায় ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে খাড়া করিবার চেষ্টাতেও তাঁহারা আছেন। আমাদের ভিতর যখন এই জাতীয় দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান তখন তাহার সুযোগ বিপক্ষ পক্ষ লইবে না কেন? জাতীয় মহামিলনে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সবল হইলেই আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে। আমাদিগের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদিগের প্রধান কর্ত্তব্য এখন এই অবনত সম্প্রদায়কে

তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবী দিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রেমের অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধন রচনা করা। অবনত সম্প্রদায়েরও প্রধান কর্ত্তব্য চির শত্রু বিদেশীর ক্রীড়া-পুত্তলিক হইয়া সোদরে সোদরে ঝগড়াঝাটি মারামারি না করিয়া আপনাদিগের ঘরোয়া বিবাদ আপনারাই মিটান। মুসলমান ভাইদিগেরও ইহাই কর্ত্তব্য। প্রীতির ভিতরেও আদান-প্রদান, দান-প্রতিগ্রহণ আছে। দায়ে ঠেকিয়া এক পক্ষকে কেবল যদি দাতাই সাজিতে হয়, তবে সেই দায় উদ্ধার হইয়া গেলেই প্রেমের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। উচ্চবর্ণকে যেমন নিম্নবর্ণের এবং হিন্দুকে যেমন মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবীদাওয়া স্বীকার করিতে হইবে, নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদিগকেও তদ্রূপ অসঙ্গত ও অন্যায্য অধিকার ও দাবীদাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চবর্ণকে সঙ্কীর্ণতা ও গোড়ামী ত্যাগ করিয়া উদার হইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া ইঁহাদিগের সহিত বিজয়ালিঙ্গন করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণকে নিম্নভূমি হইতে সমুন্নত হইয়া উচ্চে সমতল ভূমিতে আসিয়াই এই বিজয়ালিঙ্গনের বাহুডোরে নিবদ্ধ হইতে হইবে। এই রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকে মূর্ত্ত বিগ্রহে পরিণত করিতে পারিলেই জাতীয় শক্তি দুর্জ্জয় ও অমোঘ হইয়া দাঁড়াইবে। ভাবী স্বরাজের ইহাই ভিত্তিভূমি। নিখিল ভারতের মিলন-মন্ত্রই স্বরাজ-যুদ্ধের বিজয়-ভেরী, তূর্য্য-নিনাদ।

(গ) সামাজিক প্রয়োজন।

সামাজিক প্রয়োজনেও এই অবনত সম্প্রদায়দিগকে সমুন্নত করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। সমাজ-দেহের নিম্নাঙ্গকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া

ফেলিলে পরিণামে সমগ্র দেহটাই স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া পঙ্গু হইবে। এদিকে আবার গুণ ও কর্ম্ম, চরিত্র ও ধর্ম্মানুযায়ী নিম্নবর্ণের অনেকে সমাজদেহের উচ্চাঙ্গ স্বরূপ। তাঁহাদিগকে নিম্নাঙ্গের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিলে তাহাতে যে সামাজিক অপচয় হয় তাহা খুবই বেশী। শূদ্রজাত বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, কনাদ, নাভাজী, রুইদাস, হরিদাস প্রভৃতিকে যদি শূদ্র কর্ম্মেই নিয়োজিত থাকিতে হইত তবে যে বিপুল intellectual wastage বা মানসিক অপচয় এবং spiritual wastage বা আধ্যাত্মিক অপচয় হইত তাহার সামাজিক ক্ষতিটা কি সাংঘাতিকই না হইত! আনন্দের বিষয় যে প্রাচীন সামাজিকেরা তাহা করেন নাই। তদ্রূপ নিষ্ঠুর কসাই-প্রতিম গোয়ালাকে দুগ্ধ দান করিব না বলিয়া যদি গাভী নিত্য একাদশী আরম্ভ করে তবে কুলপাংশন গোয়ালাকুলের ধ্বংস যত হউক বা না হউক, তাহার নিজের ভবলীলা সাঙ্গের উপক্রম অতি আশুই হইবে। সমাজ-বিধানে নিম্নজাতিরা জাতির অন্ন-বস্ত্র বিধান, রক্ষণ-পোষণটাই কেবল করিবেন আর ধনবলে মদমত্ত ধনিক বা উচ্চবর্ণেরা কেবল দণ্ডবিধান এবং মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলাটাই আদায় করিবেন—ইহা অন্যায্য এবং অসঙ্গত। যে বলদ লাঙ্গল বহে তাহার স্বাস্থ্য ও দানাপানির ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের কর্ত্তব্যতা অস্বীকার করিলে গৃহস্থের কেবল অলক্ষ্মী লাভই হইবে। ধর্ম্মশীল, বুদ্ধিমান চাষীর গাভী নিত্য পূজা পাইয়াই মাতার ন্যায় কল্যাণী হয়। উচ্চবর্ণ যদি নিম্নবর্ণের প্রভু হন তবে নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের প্রভু-পালক-পিতা। তাঁহাদিগের শ্রমলব্ধ বিত্তেই উচ্চবর্ণের ধনাগম। মা লক্ষ্মীর আসন যে ধানের সেরে সে ধান চাষার কোল ভরিয়াই জন্মে তাহার মাথার ঘামে রস পাইয়া। সমগ্র

জাতির দেহে বল সঞ্চয় ও রসায়ন করিতে হইলে শিল্পী হস্তপদাদিকেও তাহাদিগের প্রাপ্য বলি, পূজা ও নমস্কারী দিতে হইবে। সমাজ-যন্ত্রের দুই এক চক্রে চক্রান্ত করিয়া কেবল তৈল মর্দ্দন করিতে থাকিলে, অন্যান্য চক্রগুলি তৈলাভাবে মরিচাযুক্ত ও জীর্ণ হইয়া পড়িবে। ইহার পরিণাম সমগ্র যন্ত্রটারই অচলতা ও বিকলতা। ভারত-হিন্দু-সমাজ-যন্ত্রের অধঃপতন সুরু হইয়াছে, সেই কুক্ষণ হইতে, সেই 'কাল বেলা' হইতে যখন অভিজাত ব্রাহ্মণেরা বিধিনিষেধের জটিল জালে মূর্খ কৈবর্ত্তের ন্যায় জলাশয়ের সমস্ত মৎস্যই শিকার করিয়া তাহাদিগকে স্মার্ত্ত গর্ত্তের পঙ্কিল ডোবায় 'জিয়াইয়া' রাখিয়াছেন। নবীন তৃণের তৃষাহরা বর্ষাভাবের বিপুল ধারা যখন অজস্র নামিয়াছে তখন এই নিখিল বন্যায়, হে মূর্খ ব্রাহ্মণ জালিক, উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। বর্ষাশেষে উহারা আপনিই তোমার জলাশয় পূর্ণ করিয়া বিরাজমান থাকিবে। কিছুকাল শাস্ত্রমতেও মৎস্য ভক্ষণে বিরত থাকিলে (যথা কার্ত্তিক, মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ, আষাঢ় মাসে) পরিণামে মৎস্য বংশের বৃদ্ধিতে তাহাদিগেরও লাভ, তোমারও লোলুপ রসনার লাভ। মহামূর্খ ভোগীরা ভোগের মর্ম্ম জানে না। প্রচুর ভোগ করিতে হইলেও যে যোগের দরকার, অজস্র ব্যয় করিতে হইলেও যে প্রচুর সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহা অটুট সত্য সর্ব্বনৈতিক দিক্ দিয়াই। নিম্নস্তরের সুদৃঢ় শক্তির উপরই উচ্চস্তরের গঠিত গিরিশৃঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভ্রংলিহ হইবার স্পর্দ্ধা রাখে। দাম্ভিক গিরিশিখর যদি পর্ব্বত-কোলকে অবহেলা করিয়াই বাড়িতে থাকে তবে তাহার শেষ-শয্যা পর্ব্বতের সানুপ্রদেশেই রচিত হইবে। সমাজের এই স্তর বিভাগ রচনা গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচালিত না হইলে তাহা ভেদ

বিবাদ বৈষম্যের মৃত্যুলীলাই প্রকট করিবে। এই তথ্য বা রহস্য অবগত হইয়াই সমাজ-তান্ত্রিককে সমাজ-যন্ত্র রচনা করিতে হইবে। সমাজের নিম্নস্তরই দাবা খেলার 'ব'ড়ে' বা পদাতিক। যে রাজার পদাতিক বা সাধারণ সৈন্য যত শক্তিশালী, কৌশলী এবং বহুল, বিজয়লক্ষ্মী সেই রাজারই অঙ্কশায়িনী। প্রজাশক্তির উপরই রাজশক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। শূদ্র-শক্তির উপরই উচ্চবর্ণের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই পদাতিক বা প্রজাশক্তিই শূদ্রশক্তি। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে সমাজ হয় না। 'সমাজ' অর্থ সমূহ বা গণ। নিম্নবর্ণেরাই এই সমূহ বা গণ। এই বিশাল সমাজকে হীন, দুর্ব্বল, পদানত করিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণ-দিগের সম্মানও যে জগৎসভায় ক্ষুণ্ণ ও ক্ষীণ হইয়াছে তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না? পারিবারিক নাবালকত্ব, নিম্নত্ব আঠার বৎসরের গণ্ডী পার হইলেই শেষ হয় আর সাম্প্রদায়িক নাবালকত্ব বা নিম্নত্ব, রাজনৈতিক নাবালকত্ব বা দাসত্বের ন্যায় কি চিরকাল অখণ্ড, অব্যয়, অক্ষয় হইয়া থাকিবে কেবল লগুড় যুক্তির (Argumentum ad baculinum) বলেই? শূদ্র নাবালককে সাবালক না করিলে সাবালক অশূদ্র সংখ্যা যে শূন্যে বিলীন হইবে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে! তাই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানই তরুণ ভারতের সমাজ সংগঠন। শূদ্ররূপী অধিকাংশ জনগণের ব্রাহ্মণত্ব বিধানই সমাজের ব্রহ্মত্ব বা বৃহত্ব বিধান।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ যখন মহামূর্খ দুই জাতিই চালাইতেছে, তখন মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে হিন্দুর টিকিয়া থাকিতে হইলে এই নিম্নবর্ণের সাহায্যেই হইবে। উচ্চবর্ণেরা ভীরু, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হইয়া

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বীর্য্য ও ক্ষাত্র-শক্তির প্রকাশ নিম্নবর্ণের মধ্যেই যাহা কিছু দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে ইঁহারাই প্রকৃত গুণে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয়। নিম্নবর্ণের সহায়তা ব্যতিরেকে উচ্চবর্ণের বর্ত্তমানে এরূপ ক্ষমতা নাই যে, দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান গুণ্ডার (মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "bullies") নির্য্যাতন হইতে তাঁহাদিগের জননী, ভগিনী, পত্নী, কন্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করেন। নিম্নবর্ণকে এই ক্ষাত্র মর্য্যাদা এখন না দিলে পরে দায়ে ঠেকিয়া দিতে হইবে। সামাজিক এই প্রয়োজনেও শূদ্রশক্তিকে পাদ্য-অর্ঘ দিবার আহ্বান আসিয়াছে।

(ঘ) ধর্ম্মনৈতিক প্রয়োজন।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ধর্ম্মনৈতিক প্রয়োজনেও এই অচলায়তনের পাথুরে গণ্ডী ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইয়াছে।

অনার্য্য-কন্যা উলূকীর গর্ভজাত মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে বলিয়াছেন:—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম।" অর্থাৎ:—যাহা হইতে উন্নতি এবং মোক্ষলাভ সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই উন্নতি এবং দুঃখ হইতে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি * ব্রাহ্মণদিগের যে এক চেটিয়া ব্যবসা বা monopoly হইতে পারে না—ইহা ব্রাহ্মণেরাও স্বীকার করিবেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক্ দিয়াই যখন এই উন্নতি এবং দুঃখ নিবৃত্তি জাতিকে আশ্রয় করে তখনই জাতির প্রকৃত কল্যাণ। ভারতের বহু ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যের খুব উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত

---

* "নিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিঃ"—মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্রকৃত উপস্কারটীকা।

হইলেও তাহার জন-সমষ্টির অবস্থা অতীব শোচনীয়। ভারতের ধর্ম্ম "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" আজকাল কোথায়? উপনিষদ্ ও বৌদ্ধযুগেই কেবল ভারতের ধর্ম্ম বহুজন সুখ ও হিতসাধন করিয়াছিল। তাহার পরে শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যদেব ভারতবাসীর ধর্ম্মকে জনগণ কল্যাণ নিয়োজিত করিলেও তাহা সমগ্র ভারত কল্যাণসাধন তত দীর্ঘকাল করিতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য্যদেব তাঁহার শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যের ১ অধ্যায় ৩য় পাদে বলিয়াছেন—"প্রাণিনাঞ্চ সুখ প্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে।" অর্থাৎ:—সমস্ত প্রাণীর সুখ-প্রাপ্তির জন্যই ধর্ম্মের বিধান। এত বড় বিরাট্ মানব সমষ্টির সুখবিধান যে ধর্ম্ম করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ভূমার ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম অল্প ধর্ম্ম। "যো বৈভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই সুখ তো অল্পের ভিতর নাই, তাহা ভূমা বা বৃহতের মধ্যেই। বৃহৎ ভারতের কল্যাণ সাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও যে বলিয়া থাকেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) সেই সর্ব্বের মধ্যে কি নিম্নবর্ণের, অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির স্থান নাই? এই সর্ব্বের বেশীর ভাগটা যে উঁহারাই। ঈশোপনিষদ্ বলিতেছেন—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে॥"—৬। অর্থাৎ:—যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত দেখেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। এই সর্ব্বভূতের মধ্যে কেবল কি ব্রাহ্মণাদি ভূতেরাই আছেন? শূদ্রকে সহস্র বিধি নিষেধের জঞ্জাল জালে নাগ পাশে বান্ধিয়াছেন যে মনু বা ভৃগুমুনি, অথবা তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়া যে ব্রাহ্মণ সেই তিনিই বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্ব-

ভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥ এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতং কৃতকৃত্যো হি দ্বিজ ভবতি নান্যথা ॥"—মনুসংহিতা ১২।৯১-৯৩। অর্থাৎ :—আত্ম-যাজী সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া স্বরাজ্য লাভ করেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জয় এবং বেদাভ্যাসের জন্য যত্ন করিবেন। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মত্যাগ করা ভাল, তবু আত্মজ্ঞানাদিতে অযত্ন করা ভাল নয়। আত্মজ্ঞানাদিই মুক্তির প্রধান উপায়। এই সকলই দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্ম-সাফল্যের মূলীভূত ; অন্য লাভে দ্বিজের কৃতকৃত্যতা নাই। পরন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভেই তিনি কৃতকৃত্য হন। প্রতি মানবে, সর্ব্বভূতেই আত্মা আছেন, ইহা যিনি সত্যসত্যই দেখেন, তিনিই ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বরাজও লাভ করিবার যোগ্য হন। এই স্বরাজ বা ব্রহ্মত্ব লাভের পথে, শাস্ত্রের সমস্ত বিধি নিষেধ অন্তরায় হইলে তাহা দূর করিতে মনুমহারাজই উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ! দ্বিজ! নিম্ন-বর্ণের প্রতি ব্যক্তিতে যদি তুমি ব্রহ্ম বা আত্মাকে দেখিতে না পার, তবে তুমি ব্রাহ্মণ, দ্বিজ নহ। ব্রাহ্মণ! নিম্নবর্ণের প্রতিব্যক্তিতে, সর্ব্বভূতে এই আত্মদর্শন ভুলিয়াই আজ তোমার এত শোক, এত দুঃখ, এত দুর্গতি বাহ্জগতের দিক্ দিয়াও। গীতাও বলিতেছেন :—"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"-৫।১৮ ; ব্রহ্মপুরাণম্, ২৩৬।২৯। পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী। যাঁহারা উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্যে

সমদর্শন করিতে না পারেন, তাঁহারা যেন পণ্ডিত বলিয়া বড়াই করেন না; তাঁহারা যেন মূর্খতালিকা ভুক্ত হন।* কঠোপনিষদ ষষ্ঠী বল্লীতে বলিতেছেন —"ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮। অর্থাৎ:—ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে অহঙ্কার শ্রেষ্ঠ, অহঙ্কার হইতে মহদাদি বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব পায়। এই ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও পুরুষ বা আত্মাসম্পন্ন জন্তু কি কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরা? বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি শাস্ত্র মুক্তির এই মহামন্ত্র উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকেই দিয়াছেন। বহুজনের, জনগণের সুখ শান্তি বিধান এই মহাধর্ম্মসাধনাতেই। 'ধর্ম্মযুগে,' সত্যযুগে, উপনিষদ্যুগে, বৌদ্ধযুগে ইহা ভারতে সাধিত হইয়াছিল। বহুজন সুখকর, বহুজন হিতকর এই 'letilitarianism' বা 'The greatest happiness of the greatest number,' হে ভারতবাসী! তোমাদেরই নিজস্ব ধন! যীশুখৃষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বেও আর্য্যগৌতম বুদ্ধদেব বলিতেছেন:—"চরথ ভিক্ষবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন-মুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনু-স্নানম্।" —সংযুক্ত নিকায়, ৪।১।৫। অর্থাৎ:—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবমনুষ্যদিগের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত বহুজন হিতার্থে বহুজন সুখার্থে, লোকানুকম্পার জন্য চর্য্যায় চরণ কর। ইটালীয় দার্শনিক বেকারিয়া (Beccaria) পাশ্চাত্যে ইহার পরিকল্পনা করিলে পর বেন্থাম ও মিল (Jeremy

Bentham ও John Stuart Mill) তাহাকে বিগ্রহবান্ করেন এবং হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তাহাতে উচ্চভাবের ব্যঞ্জনা দান করেন। পাশ্চাত্য জগতে যে ধর্ম্মনৈতিক তত্ত্ব রাজনৈতিক আসরে আনিয়া জনগণের বা mass এর কল্যাণসাধন করিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ, হে উচ্চবর্ণ, তোমরা সেই তত্ত্বকে 'অচলায়তনের' গণ্ডীর মধ্যে, অব্যবহৃত পুঁথির পাতার মধ্যে না রাখিয়া বিশ্বের উদার আসরে নামাইয়া দাও। তাহাতে ভারতেরও কল্যাণ, জগতেরও কল্যাণ। বিশ্বহিতে বিশ্বহোতারই প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ, সমস্ত জাতির ব্রহ্মত্ববিধানে তুমি যদি সেই বিশ্বহোতা ব্রহ্মযাজক স্বরাজী ব্রাহ্মণ হইতে না পার তবে তোমার আসন অন্যে দখল করিবে। তোমরা যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাক সেই শাস্ত্রই নিম্নবর্ণের স্বপক্ষে জাতিভেদের সংকীর্ণ মতের বিপক্ষে বহু 'ভোট' দিয়াছেন। ধর্ম্মবস্তুটী কতকগুলি মতবাদরূপ খোসাভূষার জঞ্জাল নহে। ধর্ম্ম চিরদিন সারবস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী ব্যবস্থাবেশে সজ্জিত করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মদেবতাকেও 'নবকলেবর' ধারণ করিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনও এই নববেশ চাহে। এক সময়ে যে বেশ উজ্জ্বল, মনোহারী ও প্রয়োজনীয় ছিল, তাহাই কালে মলিন, অশোভন, ও নিষ্প্রয়োজনীয় হয়। তখনই নববেশের প্রয়োজন। আমাদিগের সারগর্ভ ন্যায় যুক্তি ও তাহাই উপপাদন করে।

(৫) যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রমতই গ্রহণীয়।

এখন দেখা যাউক শাস্ত্রীয় বচন এই জাতিভেদের সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে কিরূপ আদেশ ও নির্দ্দেশ করেন। অবশ্য এই শাস্ত্র সম্বন্ধেও

নানা মুনির নানা মত। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১২।১১৭। অর্থাৎ:—তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; শ্রুতিসকল বিভিন্ন; ঋষি একজন নহেন যে তাঁহার মতই প্রমাণ; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত অর্থাৎ নিগূঢ়: অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। আমরা শাস্ত্রের মধ্যে যে সব শাস্ত্র মহাজন, তাঁহাদের মতই গ্রহণ করিব এবং ধর্ম্মরূপ আচরণে যাঁহারা মহাজন তাঁহাদের মতও গ্রহণ করিব। কুটিল তর্কের স্থিরতা না থাকিলেও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বিচার দ্বারাই আমাদিগকে শাস্ত্র-মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইবে। শাস্ত্রের মধ্যে যাহা যুক্তিপূর্ণ তাহাই গ্রাহ্য। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"—(মনুসংহিতা: ১২।১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্টধৃত বৃহস্পতি বচন।) কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিবে না। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং। দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥"—যোগবাশিষ্ঠ, মুঃ ১৪।২। অর্থাৎ:—বিচার দ্বারা তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়া বুদ্ধি পরম পদ দর্শন করে। বিচারই দীর্ঘসংসার রোগের মহৌষধ। যোগবাশিষ্ঠ আরও বলিতেছেন—"বরং কর্দ্দম ভেকত্বং মলকীটতা বরং বরমন্ধগুহাহিতত্বং ন নরস্যাবিচারতা॥"—যোঃ বাঃ, মুঃ ১৪ ৪৬। অর্থাৎ:—কর্দ্দমভেকত্ব, মলকীটতা, এবং অন্ধগুহায় থাকা বরং ভাল তথাপি নরের বিচার-শূন্যতা ভাল নহে। সুতরাং আমরা যুক্তিপূর্ণ বিখ্যাত সৎশাস্ত্রই গ্রহণ করিব এবং মহাজনের পথ অনুসরণ করিব।

(৬) শাস্ত্রের সাম্যবাদ।

যাঁহারা চরিত্রে ও ধর্ম্মে সমুন্নত, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার, আত্মজ্ঞানের অধিকারী, যাঁহারা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত, তাঁহাদিগের ভিতর যে জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার বন্ধন নাই, তাহা প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্রই এবং সাধুমহাপুরুষরা প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাই নিম্নবর্ণে বা নীচকুলে জন্মিয়াও অনেকে ব্রাহ্মণ, ঋষি, সাধু, মহাপুরুষ, ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট বিধি দিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ছিল না; সকলেই ব্রাহ্মণ বা সমবর্ণের ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে একই পিতামাতা সম্ভূত তাহা রামায়ণও বলিতেছেন। "মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী মনু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন।"—বাল্মীকি রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ১৪ সর্গ। মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে আছে :—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগত। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ১৮৮।১০ ও পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২৫। অর্থাৎ :—ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগত ব্রাহ্মণময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিতেছেন :—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥ পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ইদৃশীয়ো ভবেদ্দ্বিজঃ। ভমহং ব্রাহ্মণং ক্রয়াম্ শেষা শূদ্রাঃ যুধিষ্ঠির॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১১।৩৫-৩৬। অর্থাৎ :—কোন বর্ণ-বিশেষের লক্ষণাদি যদি অন্য বর্ণের ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে সেই বর্ণেরই নির্দ্দেশ

করিবে। হে যুধিষ্ঠির, এইরূপ পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, অন্য সকলে শূদ্র। এই বচন অনুসারে অনেক ব্রাহ্মণকেই শূদ্র হইতে হয়, অনেক শূদ্রই ব্রাহ্মণ হন। মোক্ষমূলার (Max Mullar) বলেন বৃবু নামক এক সূত্রধর বংশ কার্য্য বা ধর্ম্মগুণে ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। [Vide Chips from a German workshop, vol. II (1867), p. 128.] ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ৩য় ঋকে স্তোত্রকারের (ব্রাহ্মণের) পুত্রকে ভিষক বা চিকিৎসকরূপে পাওয়া যায় এবং কন্যাকে ময়দাওয়ালীর নিম্নকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। 'কারুরহং ততো ভিষগুপল প্রক্ষিণী ননা। নানা ধিয়ো……" ইত্যাদি। "দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।"—৺রমেশ দত্তের অনুবাদ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৭১ সূক্তে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মক্রিয়াদি সাধনে অসমর্থ ব্যক্তিরা কৃষক বা তন্তুবায় হইতেন। যথাঃ—ইমে যে নার্বাঙ ন পরশ্চরংতি ন ব্রাহ্মণা সো ন সুতে করাসঃ। ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরী স্তংত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥"—ঋগ্বেদ ১০।৭১।৯ অর্থাৎ "এই যে সকল ব্যক্তি যাহারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করেনা, যাহারা স্তুতি-প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।"—৺রমেশ দত্তের অনুবাদ। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের ভূমিকায় (on Board the Nuddea

London, 26th May' 1886) লিখিয়াছেন—"সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে "জাতি" বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই। ঋগ্বেদ সংহিতার অন্যতম প্রকাশক জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার সাহেবও বলিয়াছেনঃ—"If then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No. There is no authority whatever in the hymns of the the Veda for the Complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmin, no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together; no law to prohibit the marriage of people belonging to different castes; no law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma.—Max Muller's Chips from a German workshop, vol. II (1867), pp 307, 308. অর্থাৎ :— আমরা যে সমস্ত দলিল পাইয়াছি তাহাতে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, মনুতে এবং বর্ত্তমান কালে যে জাতি আছে, তাহা কি বেদের অতি প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষার অন্তর্গত? ইহার উত্তরে আমরা

নিশ্চিত 'না' বলিতে পারি। বেদের স্তোত্র সমূহে জটিল জাতিভেদ প্রথার কোন রূপই প্রমাণ নাই; ব্রাহ্মণদিগের দাবীকৃত অসন্তুষ্টিকর অধিকারের কোনও বিধান নাই; শূদ্রদিগের হীন অবস্থার কোন প্রমাণ নাই; ভিন্ন ভিন্ন জাতির একত্র বাস, আহার ও পানাদির নিষেধক কোনও নিয়ম নাই। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকদিগের মধ্যে বিবাহ নিষেধক কোনও আইন নাই। এইরূপ বিবাহের সন্ততিবর্গকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবার কোনও বিধান নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্যতম প্রকাশক মিঃ ওয়েবারও (Mr. Weber) বেদের সময়ের জাতি সম্বন্ধে বলেন:—"There are no castes as yet; the people is still one united whole, and bears but one name, that of Visas." Indian Literature (Translation), P. 38. অর্থাৎ:—তখনও জাতি সমূহ হয় নাই; লোক সমূহ তখন পর্য্যন্তও এক একত্রিত সমষ্টি এবং কেবল এক 'বিশ' নামেই ছিল। যজুর্ব্বেদ বলেন যে, বেদে ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শূদ্রেরও সমান অধিকার। যথা:—"যথেমাং বাচং কল্যাণীমবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বীয় চারণায়॥" শুক্ল যজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয় শাখা, ২৬ অ, ২য় মন্ত্র। অর্থাৎ:—আমি যেরূপ এই কল্যাণ দায়িনী বেদবাণী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য সকলকেই প্রদান করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ প্রদান কর। শূদ্রের কেবল যে বেদে অধিকার আছে তাহা নহে, যে শূদ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিতেও শাস্ত্র কুণ্ঠিত হন নাই। জন্ম, জাতি, বর্ণ, দেহাদি যে ব্রাহ্মণ নহে তাহাও শাস্ত্র বহুস্থলে বলিয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তাহা বজ্র স্থচিকোপনিষদ্ জ্বলন্ত ভাষায়

পরিষ্কার ব্যক্ত করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত শ্রুতিবাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া ইহার সমগ্রটাই উদ্ধৃত করিলাম। এই ব্রাহ্মণত্বের মাপকাঠিতে 'জাতিভেদ' 'বর্ণভেদ' তিরোহিত হইয়াছে। "যজজ্ঞানাদ্ যান্তি মুনয়ো ব্রাহ্মণ্যং পরমাদ্ভুতম্। তৎত্রৈপদ ব্রহ্মতত্ত্বমহমস্মীতি চিন্তয়ে॥ ১। ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ। চিৎসদানন্দ রূপায় সর্ব্বধী বৃত্তিসাক্ষিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিনে॥ ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্॥ দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুযাম্॥ ১॥ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধানা ইতি বেদ বচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্॥ তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানম্ কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমোজীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন অতীতানাগতানেক দেহানাং জীবস্যৈকরূপ ত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেক দেহসং ভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচাণ্ডালাদি পর্য্যন্তাণাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদি শরীর দহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসংভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন তত্র জাত্যন্তর জন্তুষনেক জাতি সংভবা মহর্ষয়ো বহবঃসন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গোমৃগাঃ কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলশেজাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞান প্রতিপাদিতা ঋষয়োবহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতি ব্রাহ্মণ

ইতি॥ তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনো-ঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসংচিতাগামি কর্ম্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভি-প্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নামঃ। যঃ কশ্চি-দাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষ কল্পাধারমশেষ ভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশ বদনুস্যূতম-খণ্ডানন্দস্বভাবম্ প্রমেয়মনুর্ভবেকবেদ্যম্ পরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষী কৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি দোষ রহিতঃ শম দমাদি সংপন্নো ভাব মাৎসর্য্য তৃষ্ণাশা মোহাদি রহিতো দম্ভাহংকারাদিভি-রসংস্পৃষ্ঠচেতা বর্ত্ততে॥ এবমুক্তলক্ষণো চঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ॥ অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি র্না স্তেব॥ সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়ে দিত্যুপনিষৎ॥ ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ॥" অর্থাৎ—মুনিরা যাঁহার জ্ঞান হইতে পরমাদ্ভূত ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন সেই ত্রিপদ (সত্য জ্ঞান অনন্ত) ব্রহ্ম তত্ত্বই 'আমি' ইহা চিন্তা করি। চিদ্রূপ, সদানন্দরূপ, সর্ব্বজ্ঞানবৃত্তির সাক্ষী, বেদান্তবেদ্য অনন্ত-রূপ ব্রহ্মকে নমস্কার। জ্ঞানহীনদিগের দূষণ স্বরূপ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভূষণ স্বরূপ এবং অজ্ঞান-ভেদক বজ্রসূচী নামক শাস্ত্র বলিতেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান ইহা বেদোক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্মৃতিতেও উক্ত

হইয়াছে। ইহাতে এই প্রশ্ন উঠে যে কে ব্রাহ্মণ? জীব কি ব্রাহ্মণ? অথবা দেহ? বা জাতি বা জন্ম? বা জ্ঞান? কিংবা কর্ম্ম? কিংবা ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ॥ তন্মধ্যে প্রথমতঃ যদি বল যে জীবই (অন্তরাত্মা) ব্রাহ্মণ; না তাহা নহে, কারণ অতীত এবং অনাগত বহু দেহাশ্রিত জীব একই থাকে এবং সেই এক জীবেরই কর্ম্ম হেতু অনেক প্রকার (ব্রাহ্মণেতর) দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই নানা বিধ শরীরস্থ জীব একই থাকে; অতএব জীব ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি দেহই ব্রাহ্মণ? না, কারণ (ব্রাহ্মণ হইতে) চণ্ডালাদি জাতি পর্য্যন্ত সমস্ত মনুষ্য দেহই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া তাহারা এক জাতীয় বলিয়া এবং সকলেরই জরা মরণাদি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমধর্ম্মক বলিয়া এবং ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এরূপ কোন (দৈহিক ভেদজ্ঞাপক) নিয়ম নাই বলিয়া। পরন্তু (ব্রাহ্মণ) পিত্রাদির শরীর দাহন করার জন্য পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপও সম্ভব হয়; অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? না, কারণ পশু আদি অন্য অনেক জাতি হইতে সম্ভূত বহু মহর্ষি আদি হইয়াছেন, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক শৃগাল হইতে, বাল্মীকি বল্মীক হইতে, ব্যাস কৈবর্ত্ত কুমারী হইতে, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে, অগস্ত্য কলসে জাত। ইহাদের জাতি না থাকিলেও অগ্রে জ্ঞানযুক্ত বহু ঋষি হইয়া গিয়াছেন; অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে। যদি বল জ্ঞানই ব্রাহ্মণ, না কারণ পরমার্থ জ্ঞান সম্পন্ন বহু ক্ষত্রিয়াদি আছেন; অতএব জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ? না, কারণ সমস্ত প্রাণীদেরই প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য (এই সাধারণ নিয়ম) দেখা যায় এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত

হইয়াই (কর্ম্ম সংস্কার বশেই) সকলে কর্ম্ম করিতে থাকে (অর্থাৎ কর্ম্মের এমন ভেদ দেখা যায় না যদ্দারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহাকেও পৃথক্ করা যায়); অতএব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে, কারণ ক্ষত্রিয়াদি বহু ধনদাতা ধার্ম্মিক আছেন; অতএব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে ব্রাহ্মণ কে? যিনি আত্মাকে বা গ্রহীতাকে (সর্ব্বেশ্বররূপ সত্ত্বপ্রধান বিশ্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্মের মত) অদ্বিতীয়, জাতিগুণ ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু) ষড়্‌ভাব বিকার ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত: সত্য জ্ঞান-আনন্দ-অনন্ত-স্বরূপ স্বয়ং বিকল্পহীন কিন্তু অশেষ বিকল্প আদির আধার (বা গ্রহীতা) সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান, অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র আকাশবৎ অনুস্যূত, অখণ্ডানন্দস্বভাব, অপ্রমেয়, অনুভবের দ্বারাই, (যাঁহার অস্তিত্ব) বেদ্য। করতলামলকবৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ করিয়া সেই আত্মাকে অপরোক্ষরূপে ভাসমান করিয়াছেন, যিনি কৃতার্থত্ব হেতু কামরাগাদি দোষহীন, শমদমাদি সম্পন্ন, যিনি ভাব (চিত্ত-বিকার) মাৎসর্য্য তৃষ্ণা, আশা, মোহ আদি রহিত, যিনি দম্ভ, অহংকারাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট চিত্তযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ-ইতিহাসের অভিপ্রেত ব্রাহ্মণ; অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাবনা করিবে, নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম) ভাবনা করিবে। ইতি উপনিষৎ। ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি ইত্যাদি শান্তিপাঠ। এইরূপ বিশিষ্ট গুণ এবং বিশিষ্ট কর্ম্ম ও ধর্ম্ম দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ব্রহ্মজ্ঞকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—৪।১৩। গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগবশতঃই চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-

পর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিতেছেন—"ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥"—১৮৮।১০। অর্থাৎ :—মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। মহাভারত আরও বলিতেছেন :—"ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥"—ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮।১৪। অর্থাৎ :—ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে।"—কালীসিংহ। মৎস্য পুরাণও ১৪২ অধ্যায়ে বলিতেছেন :— "ততঃ সমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মশালিনঃ।" অর্থাৎ :—তাহার পরে ত্রেতাযুগে ধর্ম্মশালী চতুর্ব্বর্ণ সমুদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৭। ১০-১১) আছে, "আদিতে সত্যযুগে মনুষ্যগণের একমাত্র বর্ণ ছিল।" এই সমস্ত হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যে কোন জাতি হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমুদিত হইতে পারেন এবং পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরাই গুণকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছেন। মহাভারতে হনূমান ভীমকে বলিতেছেন :—"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চকৃতলক্ষণাঃ। কৃতেযুগে সমভবন্ স্বকর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮। সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্। তদাহি সমকর্ম্মাণো বর্ণা ধর্ম্মা নবা প্নুবন্ ॥ ১৯। এক দেব সমাযুক্তা এক মন্ত্র বিধিক্রিয়াঃ। পৃথগ্-ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ ॥ ২০ ॥ চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্ম্মণা কাল যোগিনা। অকাম ফলসং যোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥ ২১।"—মহাভারত, বনপর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব), ১৪৮।১৮-২১। অর্থাৎ :—তৎকালে সত্যযুগে স্বতঃসিদ্ধ শমদম প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র ইঁহারাই প্রজা ছিলেন। সমান কর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণ চতুষ্টয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রণবরূপ মন্ত্র, এক বেদান্ত শ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদিস্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও এক প্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কাম-ফলবর্জ্জিত হইয়া আশ্রম চতুষ্টয় সমুচিত, কালোপযোগী কর্ম্ম দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ম্মযুগ ও সত্যযুগের এই মহা সাম্যবাণী যে-দিন ব্রাহ্মণ ভুলিয়াছেন সেই দিন হইতেই সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ আরম্ভ হইয়াছে। শূদ্রেরও ব্রাহ্মণের তুল্য প্রণব জপে, পরমাত্মা ধ্যানে, বেদ-বেদান্ত পাঠে পূর্ণ অধিকার যে প্রাচীন যুগে ছিল, তাহা ভুলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। আদি পুরাণ ব্রহ্মপুরাণও বলেন :—"দত্ত প্রেতোদপিণ্ডাশ্চ সর্ব্বে বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ॥ কুর্য্যুঃ সমগ্রাঃ শুচয়ঃ পরত্রেহ চ ভূতয়ে। অধ্যেতব্যাত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা॥ ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ।"—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২১।১২৬-১৬৪। অর্থাৎ :—সমস্ত বর্ণের সকলেই শুচি হইয়া প্রেতের তর্পণ ও পিণ্ড দানাদি করিয়া ইহ ও পরলোকের হিতজনক কার্য্য করিবে। তাঁহাদের নিত্যত্রয়ী (তিন বেদ) অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য পরিণামদর্শী হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মতঃ ধন উপার্জ্জন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিবেন। বিষ্ণুপুরাণও বলেন :—

"ঋগ্ যজুঃ সাম সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতি দ্বিজ।
এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ॥

ত্রয়ী সমস্ত বর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভব ত্যুজ্‌ঝিতায়ামতস্তস্যাম সংশয়ম্‌ ॥"

—বিষ্ণুপুরাণম্‌, ৩।১৭।৬

অর্থাৎ :—(পরাশর কহিলেন মৈত্রেয়কে)—"দ্বিজ! বর্ণের আবরণ স্বরূপ, ঋগ্‌, যজুঃ, সামসংজ্ঞক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে দ্বিজ! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ; অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শূদ্রদিগকেও পুনরায় এই বেদে, যজ্ঞে, প্রণবে অধিকার দিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব বা ব্রাহ্মণত্বকে জাগরিত করিতে হইবে। জাতিভেদের তিরোভাবে সমগ্র বর্ণ বা জাতির এই ব্রহ্মভাবে পুনরানয়নই ধর্ম্মযুগ ও সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা। সত্যযুগ-তুল্য সকলের ব্রাহ্মণত্ব বিধানেই জাতি-সমস্যা পূরণ হইবে।

(৭) গুণ কর্ম্ম ধর্ম্মের দ্বারা জাতি নির্দ্দেশ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইবেন এরূপ বিধান প্রাচীন শাস্ত্র-সম্মত নহে। বংশ এবং কুলেরই কেবল প্রাধান্য না দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রকার এবং আর্য্য সাধু মহাপুরুষেরা বহুস্থলেই মহোচ্চ গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ জাতিত্বের বিধান দিয়াছেন। নিম্নতম বর্ণে বা জাতিতে জন্মিয়াও যে কেহ গুণে কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন তাহার সাক্ষ্যও নিম্নে দিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—
"বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণ যুতাদর বিন্দনাভ পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌ ॥"—৭,৯।১০ অর্থাৎ :—শ্রীভগবান বিমুখ দ্বাদশ গুণযুক্ত বিপ্র হইতে চণ্ডাল

(কুকুর ভক্ষণকারী) বরিষ্ঠ। গরুড় পুরাণ বলিতেছেন :—"অষ্ট বিধাহ্যেষা ভক্তি যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। ৯। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈদেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ ১০।—গরুড় পুরাণ, ২৩১।৯।১০। অর্থাৎ :—এই অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বর্ত্তমান তিনিই বিপ্রেন্দ্র, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত। তাঁহাকেই দান করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে (দান ও প্রতিগ্রহণ ব্রাহ্মণ-কর্ম্ম) এরূপ ম্লেচ্ছ হরির ন্যায় পূজ্য। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন :—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

অর্থাৎ :—হরিভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজেরাও চণ্ডালাধম। পাদ্মে আরও আছে :—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" অর্থাৎ :—তাহারা কেবল ভগবদ্ভক্ত, শূদ্রগণ নহে, তাহারাই ভাগবত বলিয়া মান্য। সর্ব্ববর্ণে তাহারাই শূদ্র যাহারা জনার্দ্দন ভক্ত নহে। ইতিহাস সমুচ্চয় বলিতেছেন :—"ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥" অর্থাৎ :—চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নহে কিন্তু মদ্ভক্ত চণ্ডালও আমার প্রিয়। এইরূপ চণ্ডালকেই দান করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রতি গ্রহণ করিবে (যেমন ব্রাহ্মণ-গণের নিকট হইতে করা হয়): আমি যেরূপ পূজ্য তিনিও তদ্রূপ পূজ্য। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিক শততম সর্গে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন :—"বৈদিক সদাচার অবলম্বনে অনার্য্যও আর্য্য সদৃশ, অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং দুঃশীলও শীলবান হয়।" জাতি পূজনীয় নহে; কল্যাণকারক গুণই পূজনীয়; দেবগণ গুণবান্

চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন—ইহা যে হিন্দু শাস্ত্রই বলিয়াছেন। যথা :—"ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ কারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"—গৌতম সংহিতা। কদাচারী ব্রাহ্মণ আর সদাচারী চণ্ডাল—এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র সদাচারী চণ্ডালকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন ; আর হিন্দু সমাজ তুমি তাহা দিবে না ? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাসে ১৪২ শ্লোকে ব্রহ্ম-সাধনায় সকলেরই সমান অধিকার দিয়াছেন। যথা :—"শাক্তাঃ শৈবা-বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা। বিপ্রা বিপ্রেতরা-শ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥" অধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা উচ্চবর্ণ যেমন নীচ হন তদ্রূপ ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা নিম্নবর্ণও উচ্চবর্ণ হন—ইহা আপস্তম্বসূত্র (শ্রৌত সূত্র) বলিতেছেন :—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যায়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥" শুক্রনীতিতে শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন যে জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ হয় না। গুণ এবং কর্ম্মের ভেদ বশতঃই হইয়া থাকে। যথা :—"নজাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব ন। ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতঃ গুণ কর্ম্মভিঃ॥"—শুক্রনীতি, ৩৮।১ শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—"জন্মনা জায়তে শূদ্রো সংস্কারাদ্দ্বিজোচ্যতে।" জন্ম দ্বারা যখন সকলেই শূদ্র হইলেন তখন প্রকৃত সংস্কার কয়জন দ্বিজের হইয়া থাকে ? গলায় সূতার badge বা চিহ্ন ধারণ করিলেই যদি দ্বিজ হওয়া যায় তবে গলায় সূতা বাঁধা শূদ্রের হুকাটাও ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ। অত্রিসংহিতার বচন অনুসারে আজি কালিকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই নিষাদ, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি হইতে হয়। অত্রিসংহিতা বলিতেছেন :—"চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব শূচকো দংশকস্তথা। মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥৩৭০

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭১। বাপী কূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ। নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭২। ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ। নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৭৩। অর্থাৎ:—"চৌর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা), দংশকু (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংস লোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। যে ব্রহ্ম (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে (তত্তৎস্থলের ব্যবহার বন্ধ করে) সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য। শাস্ত্রের এই বিধান অনুযায়ী বিচার করিতে গেলে পুলিশ কর্ম্মচারী, জমিদার কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ঘুষ-খোর, বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারীরা এবং সুদ-খোর ব্রাহ্মণ মহাজনেরা "চৌর তস্কর" পর্য্যায়ভুক্ত হন। ব্রাহ্মণ উকীল, মোক্তার, মুহুরী, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি প্রভৃতি "সূচক" (কু-পরামর্শ দাতা) পর্য্যায়ভুক্ত হন। বাঙ্গালার "মছলি-খোর" এবং বলি দিয়া বা বিনা বলিতেই মহামায়ার "মহাপ্রসাদ-খোর" পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় শতকরা ৯৯জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই "নিষাদ" হন। ব্রহ্মতত্ত্ব আদৌ জানেন না, অথচ ব্রহ্ম-সূত্রের গর্ব্ব প্রায় সকল ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। অত্রি

মুনি তাঁহাদিগকে "পশু" বলিতেছেন। আর মান্দ্রাজ অঞ্চলে এবং আমাদের দেশেও যে সব ব্রাহ্মণেরা 'পঞ্চম'দিগকে বা নিম্নবর্ণকে কূপ, তড়াগ, আরামাদির ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, অত্রি মুনি তাঁহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" বলিতেছেন। আর যে সব ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্ম করেন না, মূর্খ, মিথ্যাবাদী এবং শূদ্রাদি মানুষের প্রতিও নির্দ্দয় তাঁহারা "চণ্ডাল" বা চাঁড়াল। আজিকালিকার এই সব "ম্লেচ্ছ" "চণ্ডাল" "নিষাদ" "পশু" ব্রাহ্মণেরা কি অত্রি মুনির নামে 'Defamation case' বা মানহানির মোকর্দ্দমা করিবেন ?

(৮) মহাজন মত

অতঃপর এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকজন অবতার ও মহাপুরুষের মত উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৪, ১০।৪০।২২), গরুড়পুরাণ (৮৬।১০), মৎস্যপুরাণ (৪৭।২৪৭), বরাহপুরাণ (৪।৩, ১১৩।২৭), বায়ুপুরাণ (একলিঙ্গ মাহাত্ম্য ১২।৪৩, ১৪।৩৯), নৃসিংহপুরাণ (৩৬।২৯), কল্কিপুরাণ (২।৩।২৯), শ্রীগীতগোবিন্দ (১ম সর্গ) প্রভৃতি যাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়াছেন, সেই গৌতম বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদে বলিয়াছেন :— "ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো, যম্হি সচ্চঞ্চ ধর্ম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।"—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১১। অর্থাৎ :—জটা দ্বারা, গোত্রের দ্বারা বা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না ; যাঁহাতে সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব উদানেও (সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ে) বলিয়াছেন—"যম্হি সচ্চঞ্চ ধর্ম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো' তি।"—উদান, ১।৯ (৬পৃঃ) (cf. মহাবগগো ১।১০।২৫)।

ঐ উদানে বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন :—"বাহেত্বা পাপকে ধর্ম্মে যে চরন্তি সদা সতা খীণ সংযোজনা বুদ্ধা তেবে লোকস্মিং ব্রাহ্মণা' তি ॥" —উদান, ১।৫ (৪পৃঃ) অর্থাৎ :—যাঁহারা পাপকর্ম্ম অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বদা বিচরণ করেন, সেই ক্ষীণ বন্ধন শান্ত বুদ্ধগণই ইহলোকে ব্রাহ্মণ। জাতি বা জন্ম, পাপ যদি রহিয়াই গেল, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব কি করিয়া সম্ভব? তাই বুদ্ধদেব বলিতেছেন :—পূর্ব্বে নিবাসং যো বেদী সগ্গাপয়ঞ্চ পস্সতি। অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞা বোসিতো মুনি। এতাহি তীহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণো ॥"—অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩।৫৮।৬। (১।১৬৫ পৃঃ), সংযুক্তনিকায়, ৬।১।৮।৫। অর্থাৎ :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যিনি জানেন, সৃষ্টি ও লয় বা জন্ম ও মৃত্যু, যিনি দেখেন বা জানেন, যিনি জাতিক্ষয়-প্রাপ্ত এবং যিনি অভিজ্ঞা-ভাবিত মুনি তিনিই এই ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা ত্রয়ী বিৎ ব্রাহ্মণ হন। ত্রিবেদী ব্রাহ্মণেরা জাতির বড়াই করিলে আর যেন ত্রিবিদ্যার বড়াই না করেন। শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া খ্যাত, ব্রাহ্মণ শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিতেছেন :— "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কোন নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন :—"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥" শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে লোচনদাস ঠাকুর বলিতেছেন :— "কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত। পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥" বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন :—"জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ত্তিবিনে না পাই কৃষ্ণেরে ॥ যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥"

ভালবাসার রাজ্যে, প্রেম কাননে, ভক্তি নিকেতনে জাতিভেদাদি কোথায়? পিরীতির কথায় পাড়াগাঁয়ে সকলে বলিয়া থাকে—"যা'র সঙ্গে যা'র মজে মন, কিবা হাড়ি কি বা ডোম।" কথাগুলি সাধারণতঃ কদর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার ভিতর মূল্যবান্ উপদেশ আছে। কবিকঙ্কনও বলেন—"যে যারে মনে ভায় সেজন ভজে তায়।" ভক্তি-প্রীতির রাজ্যে কোন ভেদই নাই—অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদাদি ত দূরের কথা। এই ভক্তি-প্রীতির প্রকৃত ভাব যদি আমরা বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবে সর্ব্বসমস্যারই সমাধান সহজে হইবে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মে জাতিভেদ বড় একটা নাই। বৈষ্ণব-শাস্ত্র হইতে আরও বলিতেছি। চৈতন্য ভাগবতে হরিদাস ঠাকুর (যিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ-পূজ্য 'ঠাকুর' হইয়াছেন) বলিতেছেন:—"নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥" শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি, ১১। প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তের কাছে অতীব হীন জাতীয় বৈষ্ণবও বন্দনীয় পূজার্হ। সাধক কণ্ঠহার শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় বলিতেছেন:—"পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে। আভীর কঙ্ক আদি করি সকলে সমানে॥ সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত। ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥ যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব। সবারে বন্দিব সবে জগত দুর্লভ॥ ২৩ পৃঃ। বৈষ্ণবশাস্ত্র আরও বলিতেছেন:—"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥" শ্রীনরোত্তম ঠাকুর (দাস) 'পাষণ্ডদলন' গ্রন্থে

বলিয়াছেন ঃ—"শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে। সেইজন ভাগবত জানিহ সংসারে॥ সর্ব্ববর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি। সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥ নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে। নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥ বিপ্রদ্বিষড়্গুণযুত শ্রীচরণে বিমুখ। শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র অনুরূপ॥ বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতিবুদ্ধি করে। তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে।" জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠিল। ঠাকুর (শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া খ্যাত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব) বলিলেন ঃ—এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তে জাতি নাই। ভক্তি হইলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌরনিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম) ৫ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ। মহাত্মা তুলসীদাস, কবীরদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও বলিয়াছেন ঃ—"জাত্ পাত্ ন পুচ্ছত কোই। জো হরিকো ভজে সোই হরিকো হই॥" জাতিপাতি কেহই জিজ্ঞাসা করে না। যে হরিকে ভজনা করে সেই হরির ভক্ত হয়। "হরিজন, হিজড়া, হুরকনা, সতী, শূরমাদি জোই। ন যহ সব জাঁতোমে উপজে ইন্‌কে জাতন কোই॥" হরিজন, নপুংসক, পলাতকা কন্যা, সতী, শূর ইহাদের কোন বিভিন্ন জাতি নাই। সব জাতি বা বর্ণেই ইহারা জন্মলাভ করিয়া থাকে।

(৯) শাস্ত্রীয় উদাহরণ।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে জাতির কোনও কোনও নাগবন্ধন না থাকিলেও, অপ্রাচীন স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণাদিতে

একদিকে যেমন অনেক স্থানে জাতির নাগবন্ধন রচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তদ্রূপ বহুস্থলে এই বন্ধন পাশ কাটিয়া মুক্তির মহামন্ত্রও উচ্চারিত হইয়াছে। আমরা এখন তাহার প্রাচীন ও অপ্রাচীন উদাহরণ দিব। পূর্ব্বযুগে আমরা দেখিতে পাই, নিম্নবর্ণে নীচকুলে জন্মিয়াও অনেকে ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ঋষি প্রভৃতি হইয়া অনেক উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণাদিরও পূজণীয় হইয়াছেন। বৈদিকযুগে দাসী-পুত্র কক্ষীবান্, পরাশর শূদ্র, শূদ্র ওলন্দ্য, বন্দ্য এবং সংকৃতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন।—মৎস্য পুরাণ, ১৩২ অধ্যায়। মহাভারতের, মৎস্য পুরাণে ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানের গল্প আছে। দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে দাসী উষিজের গর্ভে কক্ষীবান জন্মগ্রহণ করেন। কক্ষীবান ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬-১২১ সূক্তের রচয়িতা ঋষি। কবজ ঐলুষ ঋষি শূদ্র; তিনি ঋগ্বেদের ১০।৩০-৩৪ সূক্তের রচয়িতা। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৪।৫) আছে—শূদ্রসত্যকাম জাবাল জারজ ও দাসীপুত্র হইলেও মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। শূদ্র জানশ্রুতি পৌত্রায়ণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার শ্রুতি প্রমাণ—"অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈচসহ গোভিরস্তু" ইত্যাদি। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গে আছে যে ব্যাধ-রমণী "তপঃ সিদ্ধা" শবরী মতঙ্গাশ্রমের পরমর্ষিগণকে পরিচর্য্যা করিতেন এবং তাঁহাদিগের পরিচারিকা ও শিষ্যা ছিলেন। রামচন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্য তিনি অনেক অরণ্যখাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। রামায়ণে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এক সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশ ক্রমে এক সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে পরিণত হয়। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষাকু,

ইনিই অযোধ্যার আদিম নৃপতি। এই ইক্ষাকুর বংশেই পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে রঘু, অজ, দশরথ এবং রামের জন্ম। (বাল্মকী-রামায়ণ, আদিকাণ্ড সপ্ততিতমসর্গ।) ইক্ষাকুর পিতা, পিতামহাদি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহা হইতে অধস্তন পুরুষগণ ক্ষত্রিয়, ঐরূপ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণেরও মূল ব্রাহ্মণ বংশ। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধ মনুর কন্যা ইলার গর্ভে পুরুরাজাকে জন্ম দেন; ইঁহাদের হইতেই ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশের উৎপত্তি। (বিষ্ণুপুরাণম্, ৪।৬।২০; ব্রহ্ম পুরাণম্, ৯।১০ অধ্যায়।) বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গাথায় পাওয়া যায় যে এই চন্দ্রবংশে বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছেন। "ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষি সংকৃতঃ।"—বিষ্ণু পুরাণ, ৪।২১।৪; ভাগবত, ৯ ২২ অর্থাৎ:—রাজর্ষি সংকৃত এই (চন্দ্র) বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থান নিষাদপতি গুহক রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা ছিলেন। গুহক "চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নব্যঞ্জনাদি" রামচন্দ্রকে প্রদান করেন, এবং রামচন্দ্র তাহা "স্বীকার" করেন; কিন্তু তিনি তখন ফল-মূল ভোজী, তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া উহা "প্রতিগ্রহ" করিতে পারিলেন না।—(বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০ সর্গ।) গুহক-চণ্ডালের হাতে দেওয়া ভাত, ডা'ল, তরকারী, প্রভৃতি যে রামচন্দ্র খাইতেন তাহা ইহা হইতে পরিষ্কার অনুমান করা যায়। তির্য্যগজাতি গৃধ্ররাজ শূদ্র জটায়ুর মৃতদেহের অগ্নি-সংকার করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার পিণ্ডদান এবং তর্পণ পর্য্যন্ত করেন। (ঐ, অরণ্যকাণ্ড, ৬৮ সর্গ।) বিদুর ও যুযুৎসু শূদ্র ছিলেন। সূতজাতীয় শূদ্র লোহর্ষণ, সৌতি, সঞ্জয়, বণিক তুলাধার এবং অতীব নীচজাতীয় ধর্ম্মব্যাধ ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। "রোমহর্ষণিকা

সংহিতা” প্রণেতা ঐ শূদ্র রোমহর্ষণের বা লোমহর্ষণের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৮-১৯। লোমহর্ষণ “বেদাদি মোক্ষশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন।” ব্রহ্মপুরাণ, ১।১৭ সূতজাতীয় ঐ রোমহর্ষণ ব্যাসশিষ্য ছিলেন। সূতপ্রণীত ঐ রোমহর্ষণিকা সংহিতা এবং রোমহর্ষণের অপর তিন ব্রাহ্মণ শিষ্য কাশ্যপ বংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়নকৃত তিন সংহিতা লইয়া বিষ্ণু-পুরাণ সংহিতা রচিত হয়।—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৮-২০। হিন্দুর সুবিখ্যাত ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের বক্তা বা রচয়িতা যে নিম্নবর্ণের সঞ্জয় তাহা কি উচ্চবর্ণের চোখে পড়ে? (গীতা, ১৮।৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।) কাশীতে বৈশ্য বণিক তুলাধার, জাজলি ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও মোক্ষোপদেশ প্রদান করেন।—(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ২৬০-২৬৩ অধ্যায়।) ধর্ম্মব্যাধ তপোবন কৌশিক ব্রাহ্মণকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।—(ঐ, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপর্ব্ব, ২০৫-২১৫ অধ্যায়।) এই কৌশিক ব্রাহ্মণই ধর্ম্মব্যাধকে বলিতেছেন—সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু॥ দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ। যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ॥ তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ। কর্ম্মদোষেণ বিষমাং গতিমাপ্নোতি দারুণাম্॥”—মহাভারত বনপর্ব্ব, ২১৫ অধ্যায়, ১৩।১৫ শ্লোক। অর্থাৎ :—“সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়। আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্ম-

দোষ বশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে।"—৺কালী সিংহের অনুবাদ। হায় আধুনিক ব্রাহ্মণগণ, তোমরা যদি কৌশিক ব্রাহ্মণের মত, চরিত্রবান ও ধর্ম্মশীল ব্যাধকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব ও গুরুত্ব দিতে পারিতে, তবে সমগ্র হিন্দুসমাজের এই জাতিগত দুর্দ্দশা হইত না। বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে আছে—"তখন পবনকুমার সেই শেষ রাত্রিতে ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ উৎকৃষ্ট অগ্নিহোত্রযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।" রাক্ষসেরাও ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে, আর শূদ্রেরা হইলে দোষ হইবে? কখনই নয়। রাক্ষসেশ্বর রাবণও "বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্মের অধীন হইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন।"—(বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৯৩, সর্গ)। ক্ষত্রিয় অরিষ্ট সেন, রাজর্ষি সিন্ধু দ্বীপ, দেবাপী এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।—(মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ৪০অ)। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—(বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৬৫ সর্গ)। বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের বহু সূক্তের রচয়িতা। তাঁহার পুত্র ঋষভ ঋষি, কত ঋষি, প্রজাপতি ঋষি, মধুচ্ছন্দা ঋষি, মধুছন্দার পুত্র জেতৃঋষি ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের রচয়িতা। এখানে ক্ষত্রিয় বংশ ব্রাহ্মণ ঋষি বংশে পরিণত হইয়াছে। বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋজ্রাশ্ব রাজর্ষি অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহারা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০০ সূক্তের ঋষি। রাজা ভাবয়ব্যও ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ঋষি। ক্ষত্রিয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু ৪র্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ঋষি। ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ রাজর্ষি, ভরতের অপত্য অশ্বমেধ রাজর্ষি ও পুরুকুৎসের অপত্য রাজর্ষি ত্রসদস্যু ৫ম মণ্ডল, ২৭ সূক্তের ঋষি। বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুগে ক্ষত্রিয়েরা

কেবল যে ঋষি হইতেন তাহা নহে, তাঁহারা যথাবিধি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান পর্য্যন্ত করেন। সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহার পরিষ্কার উদাহরণ আছে। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১ম ব্রাহ্মণের ১।১৪ ও ১৫ বচনে আছে যে, কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট বালাকি (বলাকার পুত্র) গার্গ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন—আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। "স হোবাচ গার্গ্য উপত্বায়ানীতি॥" অজাতশত্রু বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে 'ব্রহ্ম উপদেশ করুন' বলেন তাহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত আচার। "স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি।" বৃহদারণ্যক, ২।১।১৫। ঐ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, ২য় ব্রাহ্মণে আছে যে, আরুণের (অরুণতনয়) শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-রাজ জৈবলি (জীবল পুত্র) প্রবাহণের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার পিতা গৌতমকে তাহা জানান। গৌতমও তাহা না জানায়, ঐ রাজার নিকট ব্রহ্মচর্য্য লইয়া ঐ বিদ্যার প্রার্থী হন। রাজা বলিলেন—"গৌতম, আপনি তীর্থমত অর্থাৎ "শাস্ত্রবিহিত ন্যায়ে" (—শঙ্করাচার্য্য) আমার নিকট বিদ্যাগ্রহণে ইচ্ছা করুন।" "হাঁ, আমি যথাবিধি আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি"—এই বলিয়া উপগমন কীর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্বে যেরূপ ব্রাহ্মণেরা যাইতেন, তদ্রূপ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। "স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ স্ম বৈ পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যো বাস॥" বৃহদারণ্যক, ৬।২।৭। পাঞ্চাল-রাজ প্রবাহণ অতঃপর গৌতমকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক, গৃৎসমদ এবং বীতহব্যও

ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।—(শতপথ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৮।৫৫, মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়।) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে আছে যে, গৃৎসমদ হৈহয়দিগের রাজা বীতিহব্যের পুত্র। বীতিহব্য ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ হন। তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ ঋষি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম তিন সূক্তের রচয়িতা। ত্রয্যারুণি পুষ্করিণি এবং কবি, বা কপিল পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগবত, ৯।২১, বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৯।১০) ধার্ষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি অবনী-মণ্ডলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ভাগবত, ৯।২।) শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সন্নতিমানের পুত্র কৃতী ক্ষত্রিয় হইয়াও হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। ক্ষত্রিয় হর্য্যশ্ব পুত্র মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। —বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৯।১৩। ক্ষত্রিয় ভর্ম্ম্যাশ্ব পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌগদল্য গোত্র সম্ভূত হয় (ভাগবত, ৯।২১) নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য ছিলেন, পরে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (ব্রহ্মপুরাণম্, ৭।৪২, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ১১।৯)। হরিবংশের ৩১ অধ্যায়ে ৩৩।৩৫ শ্লোকে আছে যে, যযাতিপুত্র পুরু হইতে অধঃস্থ দ্বাবিংশতি পুরুষ মহারাজ বলির, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, এবং কলিঙ্গ নামক পাঁচজন ক্ষত্রিয় পুত্র পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিমেন।—ব্রহ্মপুরাণ, ১৩।৩০।৩১ শ্লোকেও ঐরূপ আছে। অন্ধমুনি বৈশ্য ছিলেন, তাঁহার শূদ্রানী স্ত্রীর পুত্র সিন্ধুমুনি ব্রহ্মবাদী মুনি হইয়াছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৩ সর্গ, ৫১ ও ৬৪ সর্গ ২৪।৫৫)। জীবন্মুক্ত পক্ষিরাজ ভুষুণ্ড কাক শূদ্র ছিলেন। তিনি বিদ্যাধরকে

ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠকেও মোক্ষোপদেশ দান করেন, (যোগবাশিষ্ঠ, রামায়ণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ, ১৬সর্গ এবং পূর্ব্বভাগ ১৮।২৭ সর্গ)। ঐ যোগবাশিষ্ঠে আরও আছে যে, "ব্রহ্মার রথবাহী হংসগণ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বদাই বেদমন্ত্র প্রণব উচ্চারণ করে এবং সামগান করে" (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত ঐ বঙ্গানুবাদ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ১৫ সর্গ)। ব্রহ্মার রথ বহিয়া পক্ষীরা পর্য্যন্ত বেদে এবং প্রণবে অধিকার পাইতে পারে, আর ব্রাহ্মণদিগকে এত রকমেও বহিয়া বহিয়া যদি শূদ্রেরা বেদে এবং প্রণবে অধিকার না পায়, তবে ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এবং মর্য্যাদা কোথায় থাকে? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নিশাচর বেতাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমাধিস্থ হন (ঐ নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ৭২সর্গ)। আর শূদ্রের বেলায় যত অপরাধ? স্কন্দ পুরাণে আছে :—"অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ। স্বপক্ষং প্রবলং কর্ত্তুং যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥ স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্। জামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥" অর্থাৎ :—ভার্গব ব্রাহ্মণহীন সেই (ম্লেচ্ছ) দেশে কৈবর্ত্ত সকলকে দেখিয়া স্বপক্ষ প্রবল করিবার জন্য যজ্ঞসূত্র সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সমস্ত প্রকল্পিত বিপ্রদিগকে স্বকীয় ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সুপ্রীত অন্তরাত্মা জামদগ্ন্য তখন বলিলেন। পরশুরামের কৃপায় কৈবর্ত্তেরা ব্রাহ্মণ হইলেন। আবার কণ্বের কৃপায় ম্লেচ্ছেরা শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইলেন। যথা :—সরস্বত্যাজ্ঞয়া কণ্বো মিশ্রদেশমুপাযযৌ। ম্লেচ্ছান্ সংস্কৃতমাভাষ্য তদা দশ সহস্রকান্॥ বশীকৃত্য স্বয়ং প্রাপ্তো ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে। তে সর্ব্বে তপসা দেবীং তুষ্টবুশ্চ সরস্বতীম্॥ সপত্নীকাংশ্চতান্ ম্লেচ্ছান্ শূদ্রবর্ণায় চাকরোৎ। কারুবৃত্তিকারাঃ সর্ব্বেবভূবুর্বহু-

পুত্রকাঃ॥ দ্বিসহস্রাস্তদা তেষাং মধ্যে বৈশ্যা বভূবিরে। তদা প্রবসন্নো ভগবান্ কণ্বো বেদবিদাং বরঃ॥ তেষাং চকার রাজানং রাজপুত্র পুরং দদৌ॥"—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ, পূর্ব্বখণ্ড, ৪।২১। অর্থাৎ :—সরস্বতীর আজ্ঞায়, কণ্ব মিশ্রদেশে (মিশরে) গিয়াছিলেন। তথায় দশ সহস্র ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিখাইয়া বশীভূত করিয়া মহোত্তম ব্রহ্মাবর্ত্তে স্বয়ং তাহাদিগকে আনেন। তাহারা সকলে তপস্যা দ্বারা দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করে। তিনি সপত্নীক সেই ম্লেচ্ছগণকে শূদ্রবর্ণ করিয়াছিলেন। কারুবৃত্তি সম্পন্ন তাহাদের বহুপুত্র হইলে তাহাদের মধ্যে দ্বিসহস্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর বেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ কণ্ব প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজার পুত্র করিয়া পুরী দান করিয়াছিলেন। আজকালও অনেক শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের ব্যক্তিগণ সরস্বতীদেবীকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কণ্বের ন্যায় এমন ব্রাহ্মণ কি নাই যিনি ইঁহাদিগকে উন্নত বর্ণে স্থাপিত করিতে পারেন? আজ আবার ব্রাহ্মণদিগকে তাহাই করিতে হইবে ম্লেচ্ছকেও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া। ঐ ভবিষ্যপুরাণেই আছে যে, মহর্ষি কাশ্যপ তাহাও করিয়াছিলেন। যথা :—"মিশ্রদেশোদ্ভবাঃ ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেন সুশাসিতাঃ। সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ। শিখাসূত্রং সমাধায়ঃ পঠিত্বা বেদমন্ত্রম্॥"—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পূর্ব্বখণ্ড, ৪।২১। অর্থাৎ :—কাশ্যপের প্রচেষ্টায় মিশ্রদেশের (মিশরের, ইজিপ্টের) অনেক ম্লেচ্ছ শিখাসূত্রধারণ ও বেদ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ হন। প্রাচীনকালেও এইরূপ অনেকে শূদ্রজাত হইয়াও মহাব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যথা :—"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ। শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ। মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ। মন্দপালো

মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥ মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্ত মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ। বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥"—ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ৪২ অ; মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ৫।২৭-২৮। অর্থাৎ:—কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে ব্যাস, শ্বপাক (ব্যাধ বা কুকুর ভক্ষণকারী চণ্ডাল) গর্ভে পরাশর, ম্লেচ্ছকন্যা শুকীর গর্ভে শুকদেব, অনার্য্যাকন্যা উলূকীর গর্ভে কণাদ (বৈশেষিকদর্শণ প্রণেতা), শূদ্রকন্যা মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ, গণিকা গর্ভে বশিষ্ঠ, নাবিককন্যার গর্ভে মন্দপাল, এবং হীনজাতীয়া মণ্ডুকীর গর্ভে মুনিরাজ মাণ্ডব্য জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ আরও অনেকে শূদ্রাণী গর্ভজাত হইলেও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে, এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরগণের, আর্য্য অনার্য্য এমন কি ম্লেচ্ছগণের পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।"—ভারতে বিবেকানন্দ ২৫৩ পৃঃ। বাৎস্যায়ন আরও বলেন যে, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাতকৃতধর্ম্মা তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন।—ভারতে বিবেকানন্দ, ৮৪৪ পৃঃ।

(১০) বুদ্ধধর্ম্মের আর্য্যত্ব

নারায়ণের অবতার বলিয়া প্রখ্যাত (পূর্ব্বে লিখিত শ্রীমদ্ভগবতাদিতে) আর্য্য বা হিন্দু গৌতম বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানিতেন না। অনেকে বুদ্ধদেবকে অহিন্দু বলিয়া থাকেন। এই জন্য এ স্থলে সংক্ষেপে বুদ্ধদেব যে সম্পূর্ণ হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম তাহা একটু বলিয়া লই।* আর্য্য বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০।৬০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় ৫।৬ শত

* যাঁহারা বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আর্য্যত্ব বা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও তথ্যগবেষণা জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার লিখিত "বুদ্ধ চরিতের আভাস" পড়িবেন।—লেখক।

বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রধান ধর্ম্মরূপেই বিরাজমান ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বস্থলেই মিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ আর্য্যধর্ম্ম: পালি ত্রিপিটকে ইহাকে বহু-বহুস্থলেই "অরিয়ো ধর্ম্মো" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মেরই রূপান্তর। বিদেশী জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলারও বলিয়াছেন—"it has been rightly said, without Brahmanism no Buddhism"—The six systems of Indian Philosophy by Max Muller, P. 237. অর্থাৎ:— ইহা সত্য সত্যই বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম ছাড়া বুদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্য্যদেব (তাঁহার মায়া বাদে) ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদ আচার্য্য ('মাণ্ডুক্য কারিকা'তে) বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের পরমোদার বিপুল-কোলে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। নাগার্জ্জুনের 'মাধ্যমিক কারিকা'তে এবং গৌড়পাদ আচার্য্যের 'মাণ্ডুক্য কারিকা'তে বহুস্থলে ভাবসাম্য ও ও ভাষা-সাম্য দেখা যায়। বৌদ্ধ মাধ্যমিক এবং শাঙ্কর বৈদান্তিকদের মায়ার লক্ষণ প্রায় একরূপ। বুদ্ধদেব নিজেও যোগে (যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে) অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং তাঁহার এক গুরু ছিলেন সাংখ্য আরাড় কালাম আর এক গুরু ছিলেন যোগী রুদ্রক রামপুত্র। [মজ্‌ঝিমনিকায়ের অরিয়-পরিয়েসনা সুত্ত (১।১৬৩ ১৬৬ পৃঃ); অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মহাকাব্য (১২শ সর্গে) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য] এই বৌদ্ধধর্ম্ম শৈব বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের ন্যায়। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত থাকিলে আজ হিন্দুধর্ম্ম প্রায় জগদ্ব্যাপী হইত। এই আর্য্য বৌদ্ধধর্ম্মে আমরা জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা পাই না। এই আর্য্য-বৌদ্ধযুগেও (প্রায় সহস্রাধিক বৎসর) আমরা ভারতে

বর্ত্তমানের জাতিভেদ প্রথা বা অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা প্রথা পাই না।

(১১) বুদ্ধদেব জাতিবাদ মানিতেন না:—

(ক) ক্ষত্রিয়ের 'গুরুত্ব'।

ব্রাহ্মণেরা যে 'গুরুত্ব' দাবী করেন তাহা বুদ্ধযুগে পাই না। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইলেও তাঁহার প্রধান তিন শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ও মহাকাশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা ছাড়া তদানীন্তন কালের বহু প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ, সমাজস্থরূপেই বুদ্ধদেবের 'উপাসক' বা গৃহীশিষ্য হন। যথা:—"জানুস্‌সোণি ব্রাহ্মণ" (মজ্‌ঝিমনিকায়, ১।৩।৭ বা ১।১৮৪ পৃ:); "পিঙ্গলকোচ্ছ ব্রাহ্মণ" (মজ্‌, ১।৩।১০ বা ১।২০৫পৃ:); "সালেয্যক ব্রাহ্মণ" গৃহপতিগণ (মজ্‌, ১।৫।১ বা ১।২৯০ পৃ:); "দোণ" (দ্রোণ) "সঙ্গারবো" "কারণপালী" ও "পিঙ্গিয়ানি" ব্রাহ্মণগণ (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫।১৯২-১৯৪ নং); "সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ" (দীঘনিকায়, সোণদণ্ড সুত্ত, ৪।২৪ বা ১।১২৫ পৃ:); "কূটদণ্ড ব্রাহ্মণ" (দীঘ, কূটদণ্ড সুত্ত, ৫।২৮ বা ১।১৪০ পৃ:); "বাশেট্‌ঠ (বশিষ্ঠ) ব্রাহ্মণ" (দীঘ, তেবিজ্জ-সুত্ত, ১৩।৮২ বা ১।১৫২ পৃ:); সপরিবারে সপরিষদে অমাত্যগণসহ বিখ্যাত "পোক্‌খরসাদি ব্রাহ্মণ" বুদ্ধশিষ্য হন (দীঘ, অম্বট্‌ঠসুত্ত, ৩।১।২২ বা ১।১১০ পৃ:); বিখ্যাত মৈথিলী ব্রাহ্মণ গৃহপতি "ব্রহ্মায়ু" ব্রাহ্মণও বুদ্ধ-শিষ্য হন (দীঘ, ব্রহ্মায়ুসুত্ত, ২।৫।১ বা ২।১৪৫ পৃ:); "অগ্‌গিক (অগ্নিক) ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ"ও বুদ্ধের উপাসক (গৃহীশিষ্য) হন (সুত্তনিপাত, ১।৭ বা ২০ পৃ:)। ইঁহারা সকলেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণরূপে সমাজে থাকিয়াই

ক্ষত্রিয়কুলজাত বুদ্ধদেবের গৃহীশিষ্য হন। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(খ) ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে নহে।

সুত্তনিপাতে জাতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার উপদেশ আছে ঃ—"ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো। কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো॥"—সুত্তনিপাত, ১।৭।২১, ১৩৬ বা ১৯২ পৃঃ। অর্থাৎ ঃ—জাতির দ্বারা কেহ বৃষল (পতিত জাতি) বা ব্রাহ্মণ হয় না; কর্ম্ম দ্বারাই বৃষল বা ব্রাহ্মণ হয়। কার্য্যতঃও বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছেন।

(গ) বৌদ্ধযুগে বর্ত্তমান জাতিভেদ ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে ঔপনিষদিক যুগের পরেই বুদ্ধদেবের সময়ে আমরা যে 'বর্ণভেদ' পাই তাহাতে বর্ত্তমান 'জাতিভেদ' ছিল না। পালিত্রিপিটক হইতে আমরা ইহার অনেক সাক্ষ্য পাই। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (১।১৬২) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ছাড়া চণ্ডাল ও পুক্কশ নামক দুইটি পৃথক্ বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুত্তবিভঙ্গে নলকার, কুম্ভকার, 'পেসকার' (তন্তুবায়), চর্ম্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কশ এই অন্ত্যজ জাতিগুলির নাম আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি হীন শিল্পী ও শেষের পাঁচটি হীন জাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহারা শূদ্র হইতে পৃথক্। কিন্তু মন্বাদির মতে যাহারা বর্ণসঙ্কর তাহারাই এখন শূদ্র বলিয়া খ্যাত। জাতিতে শূদ্র যে প্রাচীন কালে ও অপ্রাচীন কালে কাহারা ছিল তাহা সম্যক্ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। মজ্ঝিম-

নিকায়ের অস্‌সলায়নসুত্তে (৯৩ সুত্তন্ত, ২।১৪৭-১৫৭ পৃঃ), অঙ্গুত্তর-নিকায়ে (২।৮৫), সংযুত্তনিকায়ে (১।৯৩), বিনয়ে (৪।৬-১০) প্রভৃতিতে বেণ, নিষাদ ও রথকার নামক তিনটি জাতি ও চণ্ডাল ও পুক্কশের সঙ্গে পাওয়া যায়। ইহারা হীনজাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। ইহারাই কি শূদ্র? তাহা হইলে নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতিকে তো আর শূদ্র বলা যায় না। ইহা ছাড়া 'দাস' বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ও ছিল। [দীঘনিকায়, ১।৫,৬০,৭২,৯৩,১৪১; অঙ্গুত্তরনিকায় ১।১৪৫,২০৬; ২।৬৭,৩।৩৬,১৩৩। ২১৭; বিনয় ১।১৯১, ৪।২২৪; জাতক ১।২০০; সুমঙ্গল বিলাসিনী (বুদ্ধঘোষের টীকা), ১।১৬৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]।

(ঘ) জাতিবাদ ত্যাগের উচ্চ আদর্শ বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পূর্ব্বেও ছিল।

অনেকে বলেন যে, বুদ্ধদেবই জাতিভেদ নিজ সম্প্রদায় হইতে তুলিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহার সময়ে বা তাঁহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান জাতিভেদ ছিল না। মজ্‌ঝিমনিকায়ের অস্‌সলায়নসুত্তে (৯৩ নং) আছে যে, ব্রাহ্মণেরা গৌতমকে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলেন কারণ তাঁহারা ব্রহ্মার মুখজাত। তাহাতে উত্তরে বুদ্ধদেব যে অতীব চমৎকার যুক্তিযুক্ত বিবরণ দেন তাহা সংক্ষেপে দিলাম। বুদ্ধদেব বলেনঃ—(১) ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সব ব্রাহ্মণেরা জাত হন তাঁহারাই ঐরূপ বলেন। (২) "যোন কম্বোজেসু অঞ্ঞেসু চ পচ্চন্তিমেসু জনপদেসু দেব বণ্ণা অয্যো চ' এব দাসো চ; অয্যো হুত্বা দাসো হোতি; দাসো হুত্বা অয্যো হোতীতি।"—(ঐ, ২।১৪৯ পৃঃ)

অর্থাৎ ঃ—যবন কম্বোজদেশে এবং অন্য পশ্চিম জনপদে আর্য্য ও দাস এই দুই বর্ণ মাত্র আছে; আর্য্য হইয়া দাস হয় ও দাস হইয়া আর্য্য হয়। ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ণও ঐরূপ শুনিয়াছিলেন বলেন। (সুতরাং বুদ্ধদেবের সময়েও অনেক স্থলে, যেমন কম্বোজে বা নেপালে, আর্য্য ও দাস এই দুইটি মাত্র বর্ণ ছিল। এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের মূল্য অনেক বেশী।)। (৩) প্রাণহত্যাদি মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা চারি বর্ণই নরকে যায়। (৪) প্রাণহত্যাদি হইতে বিরত সম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা চারি বর্ণই স্বর্গে যায়। (৫) কোশলদেশে (বর্ত্তমানে সংযুক্তপ্রদেশ) চারি বর্ণই বৈরহীন মৈত্রীভাবাপন্ন। (এই কোশলদেশ আবার কবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে?)। (৬) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই নদীতে স্নান করিয়া স্বস্তিবোধ করে। (৭) ক্ষত্রিয়কুলের, ব্রাহ্মণকুলের, রাজন্যকুলের, চণ্ডালকুলের, নিষাদকুলের, বেণকুলের, রথকারকুলের, পুক্কশকুলের যে কেহ অগ্নি জ্বালিলে তাহার অর্চি (শিখা) বর্ণ ও প্রভাযুক্ত হয়। (৮) ক্ষত্রিয়-কুমার এবং ব্রাহ্মণ কন্যা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতার সদৃশ বা পিতার সদৃশ হইলে তাহাকে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বলা হয়। (এখানে পিতামাতার সাদৃশ্যানুযায়ী একই বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পাইতেছি)। (৯) অশ্ব ও গর্দ্দভের শাবক মাতা বা পিতার সাদৃশ্যানুসারে অশ্ব বা গর্দ্দভ বক্তব্য হয়। (১০) সহোদর দুই ভাইয়ের মধ্যে যে অধ্যাপকের নিকট শিক্ষিত সেই শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদিতে আদৃত (অপরটি শিক্ষিত নহে)। (১১) এই অশিক্ষিত সহোদর যদি শীলবান্ কল্যাণ-ধর্ম্মযুক্ত হয় তবে সে দুঃশীল পাপধর্ম্মযুক্ত শিক্ষিত সহোদর অপেক্ষা শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদিতে আদৃত। (এইরূপে গৌতম বুদ্ধদেব চারি বর্ণেরই শুদ্ধি জ্ঞাপন করেন)।—(মজ্-

ঝিমনিকায়, অস্‌সলায়নসুত্ত, ২।৫।৩ (৯৩) বা ২।১৪৮-১৫৪ পৃঃ)। ইহার পরে বুদ্ধদেব এক প্রাচীন কাহিনী উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঋষি অসিতদেবল সপ্তব্রহ্মর্ষিকে গর্ভস্থ ভ্রূণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব জানা যায় না বলিয়া তাঁহাদের "জাতিবাদ" দূর করেন (ঐ, ২।১৫৭ পৃঃ)। সুতরাং ঐরূপ উদার ও যুক্তিযুক্ত গুণকর্ম্মচরিত্র ধর্ম্মানুযায়ী উচ্চ জাতিবাদ বুদ্ধদেবের নিজস্ব সৃষ্টি নহে। বুদ্ধদেবের ন্যায় অনেক ঋষিও তৎকালে ঐরূপ উদার মত পোষণ করিতেন এবং সমাজেও ইহার প্রাধান্য ছিল। বুদ্ধদেব দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠসুত্তে বলিতেছেন:—"পহায় খো অম্বট্‌ঠ জাতিবাদ বিনিবন্ধঞ্চ গোত্তবাদ বিনিবন্ধঞ্চ"। (অর্থাৎ:—হে অম্বষ্ঠ, জাতিবাদ বন্ধন ও গোত্রবাদ বন্ধন ত্যাগ করিয়াই) অনুত্তর বিদ্যাচরণসম্পদ সাক্ষাৎ করা যায়। (দীঘ, অম্বট্‌ঠ-সুত্ত, ৩।২।১ বা ১।১০০ পৃঃ)। নির্ব্বাণ বা মোক্ষসাধনা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ পথে জাতিবাদ বন্ধন ও গোত্রবাদ বন্ধন অন্যান্য সমস্ত বন্ধনের ন্যায় যে ত্যাগ করিতে হয়, ইহা ভারতের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের নির্ব্বাণ বা মোক্ষ সাধকদিগের উপলব্ধ মত। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-আশ্রমে জাতিভেদ ভারতে কোন দিনই নাই।

(৬) সন্ন্যাসে জাতিবাদ তিরোহিত

দীঘনিকায়ের অগ্‌গঞ্‌ঞসুত্তে (২৭।৭ বা ৩।৮৩ পৃঃ) এবং মজ্‌ঝিম নিকায়ের মধুরসুত্তে (৮৪ বা ২।৮৪-৮৯ পৃঃ) বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, বৈশ্যের এবং শূদ্রেরও শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হইবার পরিষ্কার উল্লেখ পাই। "স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের ভৈক্ষ্যধর্ম্ম

গ্রহণে অধিকার আছে।"—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়। অগ্‌গঞ্ঞ-সুত্তে (দীঘ, ২৭ ৭ বা ৩।৮৩ পৃঃ) আমরা আরও পাই "ইমেসং হি বাসেট্‌ঠ চতুন্নং ণ্নানং যো হোতি ভিক্‌খু অরহং খীণাসবো······সো তেসং অগ্‌গং অকৃখরতি ধর্ম্মেন'এব নো অধর্ম্মেন।" (২৭।৭ বা ৩।৮৩ পৃঃ)। অর্থাৎ :—হে বাশিষ্ঠ (জনৈক বশিষ্ঠবংশজ ব্রাহ্মণ,) এই চারিবর্ণ হইতেই যিনি ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব···হন তিনিই সকলের অগ্র বা শ্রেষ্ঠ আখ্যাত হন, ধর্ম্মের দ্বারাই, অধর্ম্মের দ্বারা নহে। দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্তে (৬০।৬১) আছে যে একজন দাসও যদি শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হন, তবে তিনি ক্ষত্রিয় রাজা অজাত শত্রুরও সম্মানার্হ ও পূজ্য। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মধুরসুত্তে (২।৪।৪ (৮৪) বা ২।৮৯ পৃঃ) পরিষ্কার আছে যে, যে কোনও বর্ণের ব্যক্তি শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হইলে তিনি সর্ব্বলোকের তুল্যভাবে সম্মানার্হ এবং পূজ্য। দীঘ, অম্বট্‌ঠসুত্তে (৩।১।২৮ বা ১।৯৯ পৃঃ) বুদ্ধদেব আরও বলিতেছেন যে, যেমন রাজার সেবক (শূদ্র) বা তাঁহার দাস আসিয়া যদি কোনও রাজবাক্য নিবেদন করে বা বলে, তবে সে যেমন রাজা বা রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ বামদেব, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষির মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ঋষি হয় না। ব্রহ্ম বা আত্মার "দর্শনাদৃষিঃ" সুপ্রাচীন ভারতীয় মত বর্ণজাতির গণ্ডী পার হইয়াই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে।

(চ) ত্রিপিটকে উদাহরণ।

দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠ-সুত্তে (৩।১।২৮ বা ১।৯৯ পৃঃ,) মজ্‌ (১।৩৩৮) সংযুক্ত (১।১৫৩,২।২৮৪) দীঘ (৩।৯২-৯৩) (মহাভারতঃ ৩।১৮৪ ও দ্রষ্টব্য)।

ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রথমোৎপন্ন বলা হইয়াছে। মহাভারত বলেন :—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। —ঐ শান্তিপর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব,) ৬৪ অধ্যায়। জাতকে (৫।২৫৭) এক রাজা এক ব্রাহ্মণকে আপনাপেক্ষা "হীন জচ্চো" (হীনজাতীয়) বলিয়াছেন। দীঘ, অম্বট্ঠসুত্তে (৩।১।২৩ বা ১।৯৬-৯৭) আরও আছে যে, রাজা ইক্ষাকুর 'দিসা' নামক একদাসী কন্যার গর্ভে কৃষ্ণবর্ণ ঋষি কন্‌হ (কণ্ব বা কৃষ্ণ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ইক্ষাকুতনয়া খুদ্দরূপী বা মুদ্দরূপীর পাণিগ্রহণ করেন। এই 'কন্‌হ' হইতে ব্রাহ্মণ কন্‌হায়ণ (কণ্বায়ণ বা কৃষ্ণায়ণ) গোত্র সমুদ্ভূত হয়। অম্বট্ঠসুত্তের ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ এই কন্‌হায়ণ গোত্র সম্ভূত। আমরা দেখিতে পাই কপিলবাস্তুর রাজকুলের নাপিত 'উপালি' বিনয়ধরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "বিনয়ধরানং উপালি"—(অঙ্গুত্তর, ১।১৪।৪ বা ১।২৫ পৃঃ)। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণীগুহায় প্রথম ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে এই নাপিত উপালির সাহায্যেই বিনয় পিটকের সঙ্কলন হয়।—(বিনয়, চুল্লবগ্‌গ, ৬।১৩।১,১২; ৭।১।৪ ইত্যাদি)। খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত থেরগাথা ও থেরীগাথার 'স্থবির' 'স্থবিরা' ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে অনেকেই নিম্নকুলোদ্ভূত বা নীচজাতিতে ছিলেন ; কিন্তু চরিত্র, তপস্যা ও ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা বহু ব্রাহ্মণাদিরও পূজ্য বা পূজনীয়া হইয়াছিলেন। থেরগাথার কয়েকটী গাথার রচয়িতা সুনীতা পুক্কশ ছিলেন ; নন্দগোপাল ছিলেন ; মহাপন্থক ও চুল্ল (ছোট) পন্থক শ্রেষ্ঠিকন্যার গর্ভে এক দাসের ঔরসে জন্মলাভ করেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল (যিনি নরহত্যা করিয়া তাহাদের অঙ্গুলি দিয়া মালা

ধারণ করিতেন) ভিক্ষু অর্হৎ হন। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহাতন্‌হসংখয় সুত্তে আছে যে অন্য এক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তয়িতা শ্রমণ সাতি ধীবর পুত্র ছিলেন। কেবল পুরুষের নহে, নিকৃষ্ট জাতীয় নারীরও যে 'থেরী' বা উচ্চতমা সন্ন্যাসিনী হইবার অধিকার ছিল, ইহাতে জাতি-ভেদের অস্তিত্বই কি বিড়ম্বিত হয় নাই? যে দিন যে কুক্ষণে ভারতে নারীর মর্য্যাদা শূদ্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃতপন সুরু হইয়াছে। তাই আমরা গৌরবময় বৌদ্ধযুগে ভারতের নারীগণকে সন্ন্যাস সজ্জায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোক-কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। থেরী গাথার ৭১জন 'থেরী' বা 'স্থবিরা' নারী সকলেই বিখ্যাতা সন্ন্যাসিনী। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নিকৃষ্ট জাতীয়া ছিলেন। থেরী অম্বপালী পূর্ব্বে বেশ্যা ছিলেন; ইনি থেরী গাথার ২৫২।২৭০ নিপাতের বা শ্লোকের রচয়িত্রী। থেরী উপ্পল বণ্ণা (উৎপল বর্ণা) শ্রেষ্ঠী দুহিতা ছিলেন। প্রথম স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইনি পরে না জানিয়া আপন জামাতার সহিত বিবাহিতা হন। ইনি ঐ ২২৪ শ্লোকের রচয়িত্রী। থেরী অনোপমা শ্রেষ্ঠী কন্যা (থেরী গাথা ১৫১ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। থেরী সুজাতা বণিককুমারী ছিলেন। (ঐ ১৪৫ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। থেরী পটাচারা কুলত্যাগিনী শ্রেষ্ঠী কন্যা ছিলেন (ঐ ২১২ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। এই পটাচারার উপদেশে ৫০০ থেরী এক সময়ে দীক্ষিতা হন (ঐ ১২৭ ইত্যাদি)। থেরী বিমলা গণিকা ছিলেন (ঐ ৭২ ইত্যাদি) বণিকদুহিতা শুক্‌কা (শুক্লা) ৫০০ ভিক্ষুণীর গুরু ছিলেন (ঐ ৫৪ ইত্যাদি) থেরী উত্তমা দাসী ছিলেন (ঐ, ৪২)। থেরী উচ্চরি বণিক কন্যা ছিলেন (ঐ, ৫১); থেরী অভয়মাতা উজ্জয়িনী নগরে পতিতা

রমণী ছিলেন (ঐ, ৩৩।৩৪)। থেরী অড্ঢকাসী (অর্দ্ধকাশী) কাশীর (প্রায় অর্দ্ধকাশীর) মহাধন শালিনী বেশ্যা ছিলেন (ঐ, ২৫, ২৬) থেরী সুমঙ্গলের মা নলকার বা ছাতা নির্ম্মাতার পত্নী ছিলেন (ঐ, ২৩।২৪)। থেরী পুণ্ণা বণিকদুহিতা (ঐ, ৩) এবং পুন্নিকা অনাথ পিণ্ডকের গৃহদাসী তনয়া ছিলেন। (ঐ, ২৩৬)। চাপা ব্যাধের কন্যা ছিলেন (ঐ, ২৯১।৩১১ নিপাতের রচয়িত্রী)। "সুভা কম্মার ধীতা থেরী" (শুভা কর্ম্মকারকন্যা স্থবিরা) থেরী গাথার ৩৩৮।৩৬৫ শ্লোকের রচয়িত্রী।

খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'জাতক' হইতেও আমরা জানিতে পারি যে অনেকে নিম্নজাতীয় হইয়াও উচ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন। জাতকের ৩।৩৮১তে একজন কুম্ভকারের এবং ৪।৩৯২তে একজন চণ্ডালের শ্রমণ (বৌদ্ধ নহে) বা সন্ন্যাসী হওয়ার উল্লেখ আছে। কৈবর্ত্ত্য কুলজাত লোসক (লোশকজাতক ৪১ নং) ও দাসের ঔরসে শ্রেষ্ঠিকন্যা পুত্র মহাপন্থক ও চুল্লপন্থক অর্হত্ব লাভ করেন (চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতক, ৪নং)। ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকাগর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন (উদ্দালক জাতক, ৪৮৭নং)। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মালাকর কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করেন, (কুল্মাষপিণ্ডজাতক্ ৪১৫ নং)। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের এক কাষ্ঠহারিণী মহিষী ছিলেন, (কাষ্ঠহারিজাতক, ৭ নং)। মহানামা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে কোশলরাজ প্রসেনজিৎপত্নী বাসবক্ষত্রিয়া জন্ম ল'ন। তাঁহার পুত্র বিরূঢক পরে কোশলরাজা হন, (কাষ্ঠহারি-জাতক, ৭২)। পর্ণিক (পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো শাকসবজীর উৎপাদক) কুদ্দাল পণ্ডিত সন্ন্যাসী হন, (কুদ্দালজাতক, ৭০ নং)। সন্ন্যাসী মাতঙ্গ (৪৯৭ নং), চিত্ত ও সম্ভূত (৪৯৮ নং) চণ্ডাল ছিলেন। সন্ন্যাসী তুকুলক

(শ্যাম, ৫৪০ নং) নিষাদ ছিলেন। জাতকে নারীরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, জানা যায় [ন্যগ্রোধ মৃগজাতক (১২ নং), অনুশোচনীয় (৩২৮ নং) কুম্ভকার (৪০৮ নং), চুল্লবোধি (৪৪৩), হস্তিপাল, (৫০৯), শোননন্দ (৫৩২), শ্যান (৫৪০), ইত্যাদি জাতক।]

"গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ ও মহীনদী যেমন সমুদ্রে পতিত হইয়া নামজাতি ত্যাগ করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই এই চারিবর্ণ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হইয়া তথাগতধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া নাম জাতি ত্যাগ করেন।"—বিনয়, চুল্লবগ্গ, ৯।১।৪ আমরা বলি :—গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রাদি নদনদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া নাম জাতি ত্যাগ করে তদ্রূপ সমস্ত বর্ণ, সমস্ত জাতি, সমস্ত সম্প্রদায় সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে পতিত হইয়া নাম জাতিবর্ণ গোত্র ত্যাগ করিয়াছে, করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

(১২) শঙ্করাচার্য্য দেবও বর্ত্তমান জাতিভেদ মানিতেন না।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির উপরে কুমারিল ভট্ট, গৌড়পাদ আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ যখন আবার বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া 'নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ('Neo Brahmanism) পুনরভ্যুত্থান (Renaissance) আনয়ন করিলেন, তখনই বর্ত্তমান জাতিবাদের অঙ্কুরোদ্গম হইতে লাগিল। ইহারই পরে ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার খর্ব্ব করিয়া তাঁহাদের গলায় নাগপাশ বাঁধিলেন এবং এই কার্য্য হাসিল করিবার জন্য অনেক পুরাণ সংহিতাদি নূতন রচনা করিলেন বা পুরাতনগুলির মধ্যে

অনেক নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত করিলেন। পালি সাহিত্য হইতে আমরা বেশ পরিষ্কারই বুঝিতে পারি যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নিম্নবর্ণ বা নীচ জাতীয়েরও চরিত্র ও সাধন বলে উন্নত হওয়ার প্রথা ছিল। নীচবর্ণ বা জাতির স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উচ্চতম শাস্ত্র ও উচ্চতম সাধনায় অধিকার ছিল। বৌদ্ধ জাতকাদি গ্রন্থ রচিত হইবার শেষ কাল পর্য্যন্তও (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং কুমারিল ভট্ট, গৌড়পাদ আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য-দেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্তও বর্ত্তমান জাতিভেদের গোঁড়ামী ছিল না। অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মগত জাতিভেদও অস্পৃশ্যতাদি ১৩ বা ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বেকার। যাঁহারা ইহাকে "স্মরণাতীত কাল (হিন্দুর নব জাগরণ, শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত, ৬ পৃঃ; জাতিভেদ, ঐ কৃত, ২৩৬, ২৪৭ পৃঃ ইত্যাদি); "শত শত বৎসরের" (হিন্দুর নবজাগরণ, ৬ পৃঃ), "শত শত শতাব্দীর" (ঐ, ১০২ পৃঃ; জাতিভেদ, ঐ কৃত, ২৪৪ পৃঃ); "যুগযুগান্তরের" (ঐ, ১০৯ পৃঃ: জাতি ভেদ, ২৩৬ পৃঃ), "সহস্র সহস্র বৎসর" (জাতিভেদ, ২৪৭ পৃঃ); "যুগ যুগ হইতে" (মহাত্মা গান্ধী—হরিজন (বাঙ্গলা), ১৬।১১।১৩৩৯ (১ম ও ২য় সংখ্যা), ১২ পৃঃ], "সহস্র সহস্র বৎসর'—(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক, ৫১ পৃঃ)—বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাঁহারা ঐতিহাসিক ভ্রমবশতঃ না জানিয়া অতিরঞ্জন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যদেবের উক্তি বলিয়া খ্যাত কিন্তু যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয় সেই সমস্ত বাদ দিলে, শঙ্করাচার্য্যদেব নিজে যে বড় একটা জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা মানিতেন তাহা মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্য ও দলকে দল জেলে লইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।—(ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৩৩ পৃঃ)। শঙ্করাচার্য্যদেবও তাঁহার শিষ্যগণ বহু বৌদ্ধকে শুদ্ধ করিয়া

যে ব্রাহ্মণাদিতে পরিণত করেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীশঙ্কর দিগ্বিজয় এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু মঠাম্নার গ্রন্থে আছে যে, পুরীর জগন্নাথ মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল। শঙ্করাচার্য্য দেবই বৌদ্ধ দেবতা ও তাঁহার সেবাইতদিগকে পরিষ্কার হিন্দু করিয়া বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করেন। ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে (The Pilgrimage of Fahian. PP. 19—20.) ফাহিয়েন তাতারের অন্তর্গত খোটান (Khotan) প্রদেশে এক রথযাত্রা উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন। রথস্থ প্রধান মূর্ত্তির (বুদ্ধদেবের) দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং চারি পার্শ্বে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল—ফাহিয়েন এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বৌদ্ধ রথযাত্রাও আষাঢ় মাসে হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খোটানের বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের এই বৌদ্ধ রথযাত্রাই কি বিখ্যাত জগন্নাথের রথযাত্রায় পরিণত হয় নাই? অথবা বৌদ্ধ রথযাত্রা বা মূর্ত্তিযাত্রা, হিন্দু রথযাত্রা বা মূর্ত্তিযাত্রা হইতে বিভিন্ন বিবেচিত হয় নাই। ইহাতে তখনকার গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা কোনও আপত্তি করেন নাই এবং এখনকার গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও কোনওরূপ আপত্তি করেন না। জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার গণ্ডী যে শঙ্করাচার্য্যদেব ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ মানিতেন না, এই পুরীমন্দিরই তাহার বিপুল উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু মঠাম্নায় বলেন (৯-১০ পৃঃ) যে, পুরীর এই জগন্নাথ মন্দির এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও উৎকল পুরীর গোবর্দ্ধনমঠ ও তাহার প্রথমাচার্য্য শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদ আচার্য্যের অধীন ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও উৎকলবাসীরা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্যদেব ও পদ্মপাদ

আচার্য্যদেবাদির সময়ে তাহা হিন্দু তুমি, বাঙ্গালী উড়িয়া তুমি, ভুলিলে কোন্ পাপে, কোন্ মহাপরাধে ?

(১৩) গৌরাঙ্গদেবও বর্ত্তমান জাতিভেদ মানিতেন না।

শঙ্করাচার্য্যদেবের তিরোভাবের অনেক পরে তাঁহার দিগ্বিজয়কে সাধন-হীন ব্রাহ্মণেরা জাতিবাদের জয়ে পরিণত করিয়া গোঁড়ামী আরম্ভ করিলেন। জীবনবেদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন পুঁথির পাতায় আটকাইয়া গেল। এই পাপ, মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ শিরোমণি গৌরাঙ্গদেব আসিয়া আবার সংস্কার করিলেন। চৈতন্য-প্রেমে গলিয়া সমস্ত জাতিবর্ণ একাকার হইল। জাতি-ভেদের তিরোভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ও বলেন—"বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নূতন সম্প্রদায় (শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত—লেখক) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ইহার কারণ এই সম্প্রদায়ে সকল জাতির সমান অধিকার এবং দুর্ব্বোধ্য জটিল দার্শনিকতার অভাব।"—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ২৮৯-২৯০ পৃঃ। গৌরাঙ্গদেব বহু নীচ জাতি ও বৌদ্ধকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। গৌরাঙ্গদেব "বগুলা নামক অরণ্যে পন্থভীল নামক একজন দস্যুকে দীক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন।"—ঐ ৩০১ পৃঃ; গোবিন্দদাসের কড়চা, ৬৮-৭০ পৃঃ। জিজুরী নগরে "খাণ্ডবাদেবের মন্দিরে দেবদাসী মুরারীগণকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য চোরা নন্দীবনে গমন করিয়াছিলেন।"—ঐ, ৩০৪ পৃঃ; গোবিন্দদাসের কড়চা, ১৪২-১৪৩ পৃঃ। "তথায় নারোজী নামক একজন দস্যু সদলে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।"—ঐ, ৩০৪ পৃঃ; গোবিন্দদাসের কড়চা, ১৪৪-১৪৮ পৃঃ। "ঘোঘাগ্রামে গমন করিয়া চৈতন্যদেব

বারমুখীনাম্নী এক বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।',—ঐ, ৩০৫ পৃঃ ; ঐ কড়চা, ১৬৫-৭০ পৃঃ, রাখালবাবু আরও বলিতেছেন :—"নব প্রচলিত ধর্ম্মে (চৈতন্যদেবের—লেখক) বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্ব্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গলাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ৩১৫-৩১৬ পৃঃ ; Dinesh Sen's History of the Bengali Language and Literature P. P. 566-567 ও দ্রষ্টব্য। গৌরাঙ্গদেবের মহোৎসবে সর্ব্বজাতির একত্রে বসিয়া প্রসাদ ভোজনে জাতিভেদেরই কি শ্রাদ্ধোৎসব যজ্ঞ পূর্ণ হয় নাই? চৈতন্যদেবের জাতিভেদবাদ তিরোভাবের প্রভাব বাঙ্গলায় প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর ছিল। তাহার পরই আসল হিন্দুর, বাঙ্গলার জাতিভেদের বিপুল বৈষম্য, উচ্চতা নীচতার সংকীর্ণ দলাদলি, সমাজ ধ্বংসলীলা, যাহার সুযোগ ও সুবিধা লইয়া বাঙ্গলায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তন হইল। মাদ্রাজ হইতে অস্পৃশ্য প্যারিয়াকে সেপাই করিয়া ক্লাইভ দাসত্বের শেল উচ্চবর্ণের বুকেও বসাইলেন। "The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's Sepoys."—The Encyclopædia Britanica, vol. 20. p. 802. অর্থাৎ :—পারিয়াগণ ক্লাইভের সেপাইগণের বিশিষ্ট অংশই ছিল। উচ্চবর্ণ, তুমি যাহাকে নীচবর্ণ বলিয়া পাড়িয়া রাখিলে

সেই 'পারিয়াই' তোমাকে 'শূদ্র' বা 'দাস' করিল রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া। কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির প্রতিশোধ।

(১৪) বিখ্যাত মহাপুরুষেরাও জাতিবাদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী।

বিখ্যাত বিখ্যাত অবতার, মহাপুরুষ, সাধু, মহাত্মা, আচার্য্য, গুরু প্রভৃতির মধ্যে আমরা এই জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা পাই না। জনক, পরশুরাম, রাম, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, গৌতমবুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, জাহ্নবাদেবী, মীরাবাঈ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু, নবদ্বীপের রাধারমণ দাস বাবাজী প্রভৃতি শত শত সাধু মহাপুরুষেরা যাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে বর্জ্জন করিয়া হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সে পথ হইতে হিন্দু তুমি পরিভ্রষ্ট হইবে? সে পথকে কণ্টকাকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া সনাতনী তুমি ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীবদ্ধ হইবে? চামার রুইদাস, যবন হরিদাস, কামার গোবিন্দ, ধুনরী দাদু, ডোম নাভাজী, জোলা কবীর প্রভৃতি সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বহু বহু ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। রুইদাস বা রৈদাস বা রবিদাস জাতিতে চামার ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ রামানন্দের শিষ্য এবং জোলা কবীরের গুরুভাই ছিলেন। রুইদাস চিতোরের মহারাণা কুম্ভের ক্ষত্রিয়া রাণী, পরে পরমা বৈষ্ণবী মীরাবাঈয়ের দীক্ষা গুরু ছিলেন। গুজরাট প্রদেশে রুইদাসের লক্ষ লক্ষ শিষ্যপ্রশিষ্যাদির ধারা এখনও বর্ত্তমান।

তাঁহারা "রবিদাসী" বলিয়া খ্যাত। ভারতে "কবীর পন্থী" হিন্দুও বহু আছেন। মহারাষ্ট্র-তিলক ছত্রপতি শিবাজীর অন্য গুরু তুকারাম শূদ্র বণিক ছিলেন। অস্পৃশ্য তিরুমল্ল তামিল ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। অস্পৃশ্যা নারী আবেয়া তামিল ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও উপদেষ্টা ছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা ভারতে চিরদিনই একাকার হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে সেই ব্যতিক্রম জাতিবাদ বর্জ্জনের নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

(১৫) মিশ্রিত হিন্দুজাতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা আর্য্য, অনার্য্য বলিয়া কোনও খাঁটী অবিমিশ্রিত জাতি বা বর্ণ আজকাল ভারতবর্ষে নাই। হিন্দুরূপ মহাসাগর সঙ্গমে সর্ব্বদেশের প্রায় সর্ব্বজাতি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয়। গ্রীক, যবন, দ্রাবীড়, চীন, মঙ্গোলীয়, কিরাত, শক, হুণ, কুশন, পারদ, পহ্লব, তক্ষক, আভীর, গুর্জ্জর, তুরাণ, পারসীক, জাঠ, আহোম, তাতার, বেলুচী, আরব, গণ্ড, মণ্ড, কোল, ভীল, বিন্থা, চুটিয়া, কাছাড়ী, কোচ, পাহাড়ী, পালামোর, পাহয়া, সারগুজার, কিসান্, বুনো, বাগ্দী, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি শত শত জাতির সংমিশ্রণ ফলে এই হিন্দুজাতি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মীরাট প্রদেশের তাগা ও ভার্গবজাতি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস গণনায় তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন। (নব্য ভারত, ১৩২৮, ২৯৩ পৃঃ)। উড়িয্যার কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এখনও হিমালয় প্রদেশে

নীচবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতেছেন। (I. L. R. 33. Madras, p. 342)। ১৯৩১ এর আদমসুমারীতে (Census Reportsএ) অনেক নিম্নজাতি উচ্চজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। যথা:— বৈদ্যেরা "ব্রাহ্মণ বৈদ্য", বাগ্দীরা "ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়", ভুঁইমালিরা "বৈশ্যমালা", ঝালোমালোরা "মল্লক্ষত্রিয়" হাড়িরা "বীরবংশী" কাপালিরা "বৈশ্য" সাহা, বারুজীবী প্রভৃতিরা "বৈশ্য" চামারেরা 'রবিদাসী" প্রভৃতি হইয়াছেন। (Vide the Calcutta Gazette, July, 14, 1932, p. p. 1354-1370.)। নমঃশূদ্র এবং রাজবংশীরা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থেরা "শূদ্র" ছিলেন; এখন তাঁহারা "ক্ষত্রিয়" হইয়াছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল জেম্‌স্ টড্ (James Tod) বহু কারণ দর্শাইয়া বলিয়াছেন—হয় বা অশ্বজাতি, তক্ষক, জীত, চীন, তাতার, মোগল, শক ও হিন্দু সম্ভবতঃ একই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।— [The Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. 1. (1899), p. 60] টড্‌সাহেব আরও বলেন যে, রাজস্থানের ৩৬টী রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ হূণ, আভীর বা তক্ষকাদি ছিলেন (ঐ, ৬০-৮৫ পৃঃ)। টড্ আরও বলেন—"Hence the inference of a common origin between the Rajpoot and early races of Europe." (ঐ, ৬৩ পৃঃ) অর্থাৎ:—এইহেতু রাজপুত এবং ইউরোপের প্রাচীন জাতিগণের যে এক সাধারণ উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্তই আইসে। এখনও পঞ্জাবে হূণগোত্রের হিন্দু আছেন (*M*odern Review, 1917, Feb, p. 224.)। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪৪) এবং মহাভারতে (৩৩।২১-২৮) আছে যে যবন, শক, চীন, পারদ, দরদ, খশ, কিরাত প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু পরে

পতিত হইয়াছেন। "শনৈকস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ। পোরদা পহ্লবশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"—মনুসংহিতা, ১০।৪৩-৪৪। অর্থাৎ:—ক্রমশঃ ক্রিয়াদি লোপহেতু এবং উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে লোকে নিম্নজাতিগুলি বৃষল বা পতিত জাতি হইয়াছে। যথা—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ। মহাভারতে আরও আছে যে, "মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"—ঐ, অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৫ অধ্যায়। শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার-বিহীন করায় তাঁহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন।—(বিষ্ণুপুরাণম্, ৪।৩-১৮-২১; ব্রহ্ম-পুরাণম্ ৮।৩৫-৪৯। ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী স্ত্রীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্র হয় এবং অসুরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র জন্মলাভ করেন। যদুর বংশে যাদবগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ, পুরুর বংশে পৌরবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছগণ জন্মগ্রহণ করেন।—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৫।১৩; ৮৫।৩৪-৩৫। ম্লেচ্ছ যবনগণও যে হিন্দুর খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইভগ্নী। রিজলী সাহেবের মতে বাঙ্গালীর মধ্যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত আছে। (Tribes and castes, Ancient India, p. 21.)। "নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।······বঙ্গবাসি-

গণকে জাতিনির্ব্বিশেষে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা বলা যাইতে পারে।—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ (১ম সং) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২৩ পৃঃ। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও নানা জাতির রক্ত আছে। (Early History of India by Vincent Smith, p. 408, footnote)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ৭ম পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন :—"প্রথমে কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবীড়বংশীয় অনার্য্য তারপর আর্য্য এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।" বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের ১ম ভাগের ৪১ পৃষ্ঠে আছে, "বাঙ্গালীজাতি আর্য্য এবং অনার্য্যজাতির বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বঙ্গসমাজে নানাবিধ সঙ্করবর্ণও বিদ্যমান রহিয়াছে।" ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গলার অধিকাংশ অস্পৃশ্যজাতিই বিস্মৃত বৌদ্ধগণের বংশাবলী। (Modern Review, 1912, August. p. 129. footnote.)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে যাদের অনাচরণীয় জাত মনে করি, তারা বোধহয় এককালে বৌদ্ধ ছিল। সেইজন্য অনাচরণীয় হ'য়েছে; তখন তারা আমাদের সঙ্গে মিল্‌তে চেষ্টা করেনি, তারা প্রবল ছিল; পাল রাজগণের সময় (একাদশ শতাব্দী) তারা প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের ঢুকতে দিতনা।"—(প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৩০)। হরপ্রসাদ আরও বলেন,—"পালবংশের রাজারা (১০ম-১১শ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের সময় জাতিবিচার ছিল না। (Sastri's History of India, p. 39. প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৩৩)। "প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হূণজাতি যখন আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ

স্থাপন করিল, হূণ বর্ব্বর যখন ম্লেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা অবলম্বন করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্য কিছুকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিল।—বাঙ্গলার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২য় ভাগ, ২ পৃঃ। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর গণনায় বাঙ্গলায় হিন্দুদের ১৩৯টী পৃথক্ জাতির জনসংখ্যা বাহির হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনায় প্রদত্ত ২৪টী হিন্দুজাতির পৃথক্ জনসংখ্যা ১৯৩১এর গণনায় দেওয়া হয় নাই। ঐ ২৪টী হিন্দুজাতির মধ্যে গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, ময়রা, তাম্বুলী, চাষাধোপা ইত্যাদি নাই। (১৯৩২এর ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেট, ১৩৫৪-১৩৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই ২৪টী জাতি কি হইলেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই সব সমাজে লুপ্ত হন নাই; লুপ্ত অকার ('ঽ') রূপে সন্ধিতে তাঁহারা অন্য জাতিতে ঢুকিয়াছেন, অথবা গণক-কর্ত্তাদের ভুলেই জাতিহীন, নামহীন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ বা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়াই "ঊর্দ্ধগ লঘুকরণ" বা "নিম্নগ লঘুকরণ" দ্বারাই কি ঐ ১৩৯টী জাতিতে পরিণত হয় নাই? ১৯২১এর গণনায় হিন্দুজাতির সংখ্যা ছিল ১০২। দশ বৎসরে ৩৭টী জাতি বাড়িল কি করিয়া? এই ১৩৯টী জাতির মধ্যে কাহারা 'নির্জ্জলা' খাঁটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? এই "হোমিওপ্যাথিক ডাইলুশনে" বা ক্ষীনীকরণে আসল বর্ণ বা জাতি তো খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। বাঙ্গলায় কালসাগরে নিত্য নূতন জাতি বুদ্বুদের মতো ফুটিতেছে ও মিশিতেছে। বাঙ্গালীর জাতিবাদের বড়াই যখন বুদ্বুদের মতোই ক্ষণিকস্থায়ী তখন তাহা লইয়া আর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ কেন?

(১৬) বিবাহে জাতিভেদ অন্তর্হিত।

ভারতে হিন্দু বা আর্য্যজাতির মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটী ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে, শূদ্র অশূদ্রে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যে, আচরণীয় অনাচরণীয়ে যে বৈবাহিক আদান-প্রদান হইয়াছে তাহাতে হিন্দুজাতির যদি 'জাত' না যাইয়া থাকে, তবে দেবমন্দিরে প্রবেশ বা অন্নজল আহারেই বা তাহা এখন কেন যাইবে? এই বৈবাহিক বা যৌনব্যাপারে হিন্দুজাতির মধ্যে যে কত জাতির রক্ত আসিয়া মিশিয়াছে তাহা খুব প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এইজন্য তাহাতে বিরত হইয়া আমরা কেবল বাঙ্গলার রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের কথাই একটু আলোচনা করিব।

(১৭) বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্যসম্ভূত।

বৌদ্ধপ্লাবনে বাঙ্গলার বর্ণ বা জাতি বিভাগ এরূপ বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, আদিশূরকে [৯৬৪ খৃষ্টাব্দে (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে (বাচস্পতিমিশ্রকৃত 'কুলরমার মতে) বা এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে বা পরে] কান্যকুব্জ হইতে পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের জন্য পাঁচ জন বেদজ্ঞ যজ্ঞকারক আনিতে হয়। আদিশূর যখন গৌড়াধিকার করেন, তখন গৌড়দেশে সাগ্নিক এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের অভাব ছিল, তাহাতেই আদিশূর কান্যকুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আনিয়া গৌড়ে বসতি করান।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫১ পৃঃ। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "কারিকায়" আছে যে, রাজা লিখিতেছেন—"বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞকারকঃ। পরাশরাণিকঃ

শান্তিঃ কথং যজ্ঞ ভবিষ্যতি॥" বাঙ্গলায় বেদজ্ঞ ও যজ্ঞকারক ব্রাহ্মণ নাই; আছে কেবল পরাশর ও অণিক নামক (পতিত) ব্রাহ্মণ। শান্তি ও যজ্ঞ হইবে কি করিয়া? আদিশূর কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক (কারণ তিনি পতিত বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অস্বীকার করেন) ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য সাতশত অস্পৃশ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ বানাইয়া গরুতে চড়াইয়া যুদ্ধযাত্রায় পাঠাইলেন; কারণ বীরসিংহ গো-ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন বলিয়া ইহাদের বধসাধন করিতে পারিবেন না। "ততঃ সপ্তশতাঃ গত্বা অস্পৃশ্যা হীন সম্ভবাঃ। বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ॥ নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জাসমন্বিতাঃ। আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈরণানিরে॥"—ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকা। অস্পৃশ্য ও হীন সম্ভব সেই সপ্তশত ধনুর্দ্ধর বিপ্র বেশ ধারণ করিয়া গরুতে চড়িয়া নানা সজ্জাতে সাজিয়া রাজাদেশে সিংহনাদ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে গেলেন। কান্যকুব্জরাজ গো-ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সন্ধি করেন, এবং এই সাতশত সৈন্যকে 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ করেন। "বরং সপ্তশতেভ্যোঽসৌ সৈনিকেভ্য দদৌমুদা। সপ্তশতীতি বিখ্যাতা স্তেঽনিকা প্রাভবন্ তদা॥"—ঐ, কারিকা। তিনি আনন্দে ঐ সপ্তশতী সৈনিকদিগকে বর দান করিলেন; এইরূপে ঐ সৈন্যগণ 'সপ্তশতী' বলিয়া বিখ্যাত হইল। অম্বষ্ঠ আদিশূরের কপটতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক লইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ এই 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণেরা সৃষ্ট হইলেন। বীরসিংহের আদেশে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সৌরভি ও সুধানিধি এই পাঁচজন 'সাগ্নিক' ব্রাহ্মণ (সম্বন্ধনির্ণয় শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধিকৃত, ২১২ পৃঃ; দেবীবর ঘটকও ইহাই বলেন) এবং তাঁহাদের সঙ্গে দাশরথি বসু,

মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন 'কায়স্থ' বা 'শূদ্র'ও (শব্দকল্পদ্রুম, কায়স্থশব্দ, ৭।২।১৩) আসেন *। তাঁহারা স্বদেশে 'পতিত' বলিয়া গণ্য হওয়ায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া সপ্তশতীদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া এ দেশে থাকিয়া যান। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৭৩ পৃঃ)। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের কালেও বাঙ্গালী অশুচি ও পতিত বলিয়া গণ্য ছিল। "বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (১।১।২-লেখক) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২৪ পৃঃ। সুতরাং ঐ কনোজীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যক্তিগণও যে 'পতিত' হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

বল্লাল চরিতকার লিখিয়াছেন, "তৈরূঢ়া নৃপতির্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতাত্মজাঃ। তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতাবনা। বরেন্দ্ররং গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥"—বল্লালচরিত, পূর্ব্বখণ্ড, ২২।২৩। রাজার বাক্যে ৭ জন ব্রাহ্মণ ৭টী সপ্তশতী-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ৭টী পুত্র দৈববশে জন্ম দেন। ইঁহাদের ৫ জন বরন্দ্র বা বরেন্দ্র দেশেও ২ জন রাঢ়দেশে থাকেন। আদিশূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভূশূর বৌদ্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণসহ রাঢ়দেশে বাস করেন। তাঁহাদিগের নাম ভট্ট নারায়ণ (ক্ষিতীশের পুত্র), দক্ষ (বীতরাগের বংশধর), ছান্দড় (সুধানিধির বংশধর) শ্রীহর্ষ (মের্ধাতিথির পুত্র) ও বেদগর্ভ সৌভরির অন্বয়ে জাত।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৬৯ পৃঃ। ইঁহাদের ৫৬ বা ৫৯ পুত্র হইতেই বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের

* ইঁহাদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

উৎপত্তি। বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে যাঁহারা বরেন্দ্রে থাকিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলেন।—কুলতত্ত্বার্ণব, ৯৬।৯৭। "এক বাপের দুই বেটা দুই দেশেতে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করিল সর্ব্বনাশ॥ পৈতা ছিঁড়ি পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি। কর্ম্ম পাইয়া ধর্ম্ম খাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥"—দিগ্ শূল নিবাসী ৺আনন্দ চন্দ্র ঘটক রাজের সংগৃহীত "প্রাচীন কারিকা"—বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস। রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কেবল যে অস্পৃশ্য সাতশতী সম্ভূত তাহা নহে; তাঁহারা অস্পৃশ্য বৌদ্ধ সম্ভূতও। উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কানোজীয়া পত্নীগণের পুত্রেরা বরেন্দ্র দেশে আসিয়া ঐ সপ্তশতীদের কন্যাই বিবাহ করেন। ফলে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ঐ পতিত পঞ্চ ব্রাহ্মণাদিরই সন্তান। "আদিশূরের সময় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পশ্চিম দেশ হইতে আগমন করেন তাঁহাদের সন্তানগণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত।"—বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ৯৭ পৃঃ। এক পিতার দুই পুত্রের মধ্যে একজন রাঢ়ী, একজন বারেন্দ্র—ইহাও আমরা পাই। "ভবানন্দের দুই পুত্র গোবিন্দ এবং নারায়ণ, তন্মধ্যে গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ী।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫১ পৃঃ; লঘু ভাগবত, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ। 'সোমাচার্য্যের দুই পুত্র অনিরুদ্ধ এবং গুণার্ণব। অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫২ পৃঃ; সম্বন্ধ নির্ণয়, ২২১ পৃঃ। সম্বন্ধ নির্ণয় আরও বলেন (২০৪,২৯০, ৩৬৫,৪০৭ পৃঃ প্রভৃতিতে) যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উত্তর বারেন্দ্র, সাতশতী ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূর্ব্বে পরস্পরের বিবাহ ছিল; ইঁহারা সকলেই অস্পৃশ্য সাতশতীদের কন্যাদি বিবাহ করেন।

আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর প্রথমে রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত করেন। পরে বল্লাল সেন যখন বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কৌলীন্য

প্রথা স্থাপন করিতে উদ্যত হন তখন তিনি মাত্র ১৯ জন রাঢ়ীয় কুলীন পান।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৯৬ পৃঃ; বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরমা। চরিত্র ও গুণগত এই কৌলীন্য প্রথা শেষে লক্ষ্মণ সেনের পরে বংশগত ও বিবাহগত হইয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। 'কুলজ করণ' বা 'পরিবর্ত্ত' দ্বারা এবং অনেক সময় ধনবলে বা প্রভুত্ববলে অকুলীন কুলীন হইয়াছেন। "পূর্ব্বে কুশময় কুলীন বানাইয়া তাহাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করা হইত। সেই কন্যা অন্য পূর্ব্বা বলিয়া দুষ্ট হওয়াতে পরে জঘন্য কষ্ট শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যার বিবাহ হইত।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫৮ পৃঃ, ১। পাদটীকা। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় অধঃপতন যুগে কেবল যে এইরূপ জঘন্য কুলপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে; বারেন্দ্র কুলে 'পঠী' (শাখা) বন্ধন এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীতে 'মেল' বন্ধন তখনকার ব্রাহ্মণ মহলে নানা জঘন্য দোষের পরিচয়ও প্রদান করে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে "চাঁতালী অবসাদ" "ভূষণা পঠী" "কুতুবখানী পঠী" "বেণী পঠী" "আলিয়া খানি পঠী" নীচজাতি সংশ্রব ও ব্যভিচার দুষ্ট। বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা "পাঁচুড়িয়া অবসাদ" দুষ্ট (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমন, এই পঞ্চ মহাপাতক দুষ্ট) তাঁহাদের "বংশধরেরা স্বচ্ছন্দে সমাজে চলন আছেন।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৩৬ পৃঃ। তাহার পরে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক করিলেন রাঢ়ীয় কুলীনের মধ্যে মেল বন্ধন, তাঁহাদের কুল দোষ, জাতি দোষ ৩৬ ভাগের উদ্‌ঘাটন করিয়া। "দোষান্মেলয়তীতি মেলঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা দোষে মিলিত তাঁহারাই মেলবদ্ধ কুলীন। "দেবীবর কৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষ যুক্ত।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২০৭ পৃঃ। শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত ব্রাহ্মণ ইতিহাস ৭৩ পৃঃ ও দ্রষ্টব্য। যবন সংসর্গ, বলাৎকার, অগম্যাগমন, বেশ্যাগমন,

ব্রহ্মহত্যা, কুলত্যাগ, মদ্যপান, কোচ-পোদ-রজক-কলু-হাড়ী যবন-অন্ত্যজ প্রভৃতি নীচ জাতিতে বিবাহাদি কদর্য্য দোষের জঘন্য কলঙ্ক লইয়া মেল বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল।—ব্রাহ্মণ ইতিহাস শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত, ৭৩—১০১ পৃঃ; গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২১১—২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। রাঢ়ী বারেন্দ্রের মেলপঠী বন্ধন চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার জঘন্য জাতীয় ও সামাজিক অধঃপতনই তারস্বরে ঘোষণা করে। আজ আমাদের নিজের এই সব কলঙ্ক কালিমা ঢাকিয়া ভণ্ডামির কুজ্ঝটিকা রচিবার চেষ্টা ব্যর্থ। আমাদের নিজেদের কলঙ্ক নিজেরাই সংশোধন করিব, অকপটে সরল সত্য স্বীকার করিয়া। ব্রাহ্মণের এই ঘৃণ্য কলঙ্ক ব্রাহ্মণেরাই দূর করিবেন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, সাধনা বলেই। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের এই কুল কলঙ্ক লইয়া উচ্চবর্ণে আর নিম্নবর্ণে তফাৎ কি? উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে প্রভেদ হইবে পুণ্য চরিত্র, সদাচার, প্রকৃত বিদ্যা লইয়া। তথাকথিত ব্রাহ্মণকে আজ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইবে শূদ্রান্ত সকলকেই ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রাহ্মীস্থিতিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া।

পূর্ব্বোক্ত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সঙ্গী পাঁচজন কায়স্থ বাঙ্গালী কায়স্থের আদি পুরুষ। ঐ পঞ্চ 'কায়স্থ'গণ অনেক স্থলে আবার 'শূদ্র' বলিয়া উল্লিখিত। শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা, শব্দকল্পদ্রুম ৭১১ পৃঃ ধৃত অগ্নি পুরাণীয় জাতিমালা, শব্দকল্পদ্রুম ৭১৩ পৃঃ (২য় সং), রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলদীপিকা, কাশীদাস কৃত বারেন্দ্র কায়স্থগণের 'ঢাকুর' নামা কুলগ্রন্থ ঐ পঞ্চ 'কায়স্থ'দিগকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' বলেন (২৪৩ পৃঃ)—"কায়স্থগণের ৪টী শ্রেণীতেই এ দেশীয় আদিম শূদ্র প্রবেশ করিয়াছেন।" বাঙ্গলায় নানাপ্রকার জাতিবর্ণ লইয়া যে

'পাঁচ মিশালী' বা 'ছত্রিশ' মিশাল খিচুড়ী পাক করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, আর কে শূদ্র তাহা নির্ণয় করিবার কোনই পথ নাই। খাঁটি কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলায় এখন কেবল মাত্র একজাতি; তাহার নাম 'বাঙ্গালী জাতি'। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অবস্থিতি স্থান ৫৬ বা ৫৯ গ্রামের নাম হইতে তাঁহাদের গোত্রীয় ৫৬ 'গাঞি'র নাম বা উপাধি সমূহ সৃষ্টি হইয়াছে; যথাঃ—চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, গড়গড়ী, বড়াল ইত্যাদি *; আর দেশের নাম হইতে 'বাঙ্গালী-জাতি' বা 'ভারতী-জাতি' কেন হইতে পারিবে না?

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা যেন আর জাতির বড়াই করেন না, অস্পৃশ্যতাকে যেন আর পাপ বা দোষ বলেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব, কায়স্থত্ব মূলে অস্পৃশ্যতাসম্ভূত ইহা তাঁহারা কোন্ প্রাণে, কোন্ মুখে ভোলেন? বিক্রমপুর, ঢাকা আদি অঞ্চল হইতে অনেক সময় নমঃশূদ্র, জেলে, মুচি, প্রভৃতির কন্যা আসিয়া ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ বধূ হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে 'ভড়ের মেয়ে' বলিত। নৈকষ্য বা ভঙ্গকুলীনের গৃহে অনেক স্থলেই কুলীন প্রবরের পিতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়ও আছেন। আমি অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে জানি যাঁহারা কায়স্থ, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, যুগী প্রভৃতির ঔরস জাত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া

* 'চাটুতি'. (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান চাটুতি গ্রাম) গাঞির 'চট্টোপাধ্যায়' মুখটী (বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মুখটা) গাঞির 'মুখোপাধ্যায়' গাঙ্গুল (বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বর্ত্তমান গাঙ্গুল গ্রাম) গাঞির গঙ্গোপাধ্যায়' বন্দ্য (বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান গ্রাম বাড়ুর) গাঞির 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ঘোষ (বীরভূমের বর্ত্তমান ঘোর গ্রাম) গাঞির 'ঘোষাল' গড়গড় গ্রাম) গাঞির 'গড়গড়ী', বড়া (বাঁকুড়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান (বাড়া) গাঞির 'বড়াল' ইত্যাদি।

সমাজে বেশ স্পৃশ্য ও আচরণীয় আছেন ও নিশ্চয়ই তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজে বিবাহও করিয়াছেন। স্বয়ং বল্লাল সেন ডোমকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার দ্বারা পাকস্পর্শ করাইয়া বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থকে আহার করাইয়া ছিলেন।—Tribes and castes, I. pp. 47 153, 154; বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৩৫পৃঃ; সম্বন্ধ নির্ণয় ২১৭ পৃঃ; বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ২৬৮ পৃঃ ইত্যাদি)।

কম্বলের লোম বাছিলে আর থাকে কি? শালগ্রামের আর শোয়া, বসা দাঁড়ান কি? তাই হিন্দুজাতি লোমবস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বত্রই শুচিশুদ্ধ; শালগ্রামের ন্যায় ক্ষুদ্রেরও অধিগত; গোবর্দ্ধন শিলার ন্যায় সর্ব্বজাতিরই আরাধ্য।

(১৮) মরণ-পারে শূদ্র জলচল; আর এ পারে?

সমস্ত তথাকথিত শূদ্র যে চিরকাল হইতে জলচল তাহার একটা প্রমাণ প্রাচীনতার কঙ্কালমাত্রে আজও দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুতর্পণে বৈদিক বিধি অনুসারে শূদ্রের জলাঞ্জলি সমস্ত উচ্চবর্ণ-ই "তৃপ্তি"র সঙ্গে বরাবর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বৈদিকতর্পণে প্রদত্ত শূদ্রের জলাঞ্জলি "মনুষ্যতর্পণে" সনক সনন্দাদি গ্রহণ করিতেছেন। "ঋষিতর্পণে" "ওঁমরীচি স্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি বলিয়া শূদ্র যে অঞ্জলি ভরা তর্পণ-জল প্রদান করেন, তাহা মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। স্বয়ং যমরাজ এবং ক্ষত্রিয় প্রবর ভীষ্ম ও শূদ্রের জলাঞ্জলি পাইয়া তৃপ্ত। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তথাকথিত উচ্চবর্ণেরাই কেবল মরণের এ-পারে অতৃপ্ত থাকিবেন? তাঁহারা যখন ভবলীলা সাঙ্গ করিবেন, তখন ওই শূদ্রই যে দিব্যোদারকণ্ঠে তাঁহাদিগকে

জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বলিবেন, ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্। ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥" অর্থাৎ:—ব্রহ্মলোক হইতে ভুবনের সমস্ত লোক, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, মানবগণ, পিতৃকুল, মাতৃকুল, মাতামহকুল এবং সপ্তদ্বীপ নিবাসী অতীত কোটী কোটী কুলের সকলে, ত্রিভুবনের সকলেই আমার দত্ত জলের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তৃণ-গুচ্ছ পর্য্যন্ত জগত তৃপ্ত হউক। বিষ্ণুপুরাণও (৩।১১। ৩২-৩৬) অনুরূপ তর্পণের বিধান দিয়াছেন। এই সমস্ত পিত্র্যাদি কর্ম্ম যে শূদ্রেরাও করিতে পারেন, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন,—"পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ।"—বিষ্ণুপুরাণম্ ৩।৮ ৩৩; ব্রহ্মপুরাণম্, ২২২।১৪। অর্থাৎ:—শূদ্র তাহার দ্বারা পিত্র্যাদি সমস্ত যজ্ঞ করিবেন। বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিয়াছেন:—"যত্র ক্বচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্। ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্॥"—ঐ, ৩।১১।৩৬। অর্থাৎ:—যে কোনও স্থানে সংস্থিত ক্ষুধাতৃষ্ণা পীড়িত আত্মাদিগকে আমাকর্তৃক প্রদত্ত এই তিলোদক অক্ষয় হউক। চারিবর্ণেরই পিতৃগণ উদ্দেশ্যে, শূদ্রও চারিবর্ণই শ্রাদ্ধান্ন দান পর্য্যন্ত করিতে পারেন। —(মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯৬।১৯-২৩; ৯৬।৩৪-৩৮)। মনুও বলেন, "কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।"—মনুসংহিতা, ৩।৮২। অর্থাৎ:—অন্নাদি বা জলের দ্বারা অহরহ শ্রাদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের পরস্পরের হিতার্থে তৃপ্তির নিমিত্ত এই তিলোদকদান, শ্রাদ্ধান্ন দান কি সকল বর্ণেরই প্রেমময় প্রাণবন্ধনের মিলনগ্রন্থি রচনা করে না?

বিশ্বমানবতার এইরূপ দেবভাব লইয়া হিন্দু যে 'জলচল' মহাব্রত করিয়াছিলেন "তর্পণ" নাম দিয়া, সে কি কেবল মরণ-পারের ওই পরলোকের জন্যই ? কিন্তু তর্পণ তো ইহলোকের লোকই করিতেছে, ইহলোকের হিতার্থেই। মরণের ওপারে যে শূদ্র জলচল, আজ মরণের এপারে তাহাকে জল অচল করিয়া, হে হিন্দু, তোমার তর্পণের পথ, তৃপ্তির পথটাকেই কি সংকীর্ণ, নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ না ? দেব মানব ঋষি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের সকলকেই তাঁহারা পুত্রের ন্যায় অঞ্জলি ভরা জলদান করিয়া তৃপ্ত করিতে পারিতেছেন, আর জীবনে মৃত যাঁহারা, তাঁহারাই কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না ? ব্রাহ্মণ, তোমার আসল আত্মার জন্য শূদ্রদিগকে যে জলচল অধিকার দিয়াছ, আজ তোমার নকল আত্মার জন্য সে অধিকার দিবে না ? শূদ্রকে দিলে তোমার "মনোময় প্রাণ শরীর নেতা" কে জলদান করিতে প্রাণভরা প্রীতি ঢালিয়া, আর দুর্ম্মুখের ন্যায় বদনবিবরটা চাপিয়াই তাহা রুদ্ধ করিবে চাতকের হাহাকারে ?

(১৯) আহারে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

যে আর্য্য বা হিন্দু জাতির ভিতর সমস্ত বর্ণের ও জাতির এত বহুভাবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহার ভিতর এত অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি কেন ? ইহা কি আমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে ? হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অস্পৃশ্যতার উপরে উঠিয়া বহু স্থলেই বিভিন্ন বর্ণের পরস্পরের সহিত অন্নাহারের বিধান পর্য্যন্ত দিয়াছেন। অথর্ববেদ ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩০ সূক্তে বলিতেছেন :—"ও সমানী প্রপা সহবোহন্ন-

ভাগঃ সমানে যোক্তে্ সহবো যুনজ্মি।" "একতার জন্য তোমরা সকলে" একস্থান বা জলাশয় (প্রপা) হইতে জলপান করিবে। পরস্পরের সহিত একত্রে অন্ন ভোজন করিবে।" সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :— "সহবোঽন্নভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহ এব ভবতু পরস্পরানুরাগ বশেন একত্রা-বস্থিতমন্নপানাদিকং যুষ্মাভিরূপভুজ্যতামিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ :—তোমাদের অন্নভোজন একসঙ্গে হউক অর্থাৎ পরস্পর অনুরাগ বশতঃ একত্র অবস্থিত অন্নপানাদি তোমরা ভোজন কর। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে, ১০৪ ও ১০৫ সর্গে আছে যে নিষাদপতি গুহ, রাক্ষস বিভীষণ, বানর সুগ্রীব হনুমান, ভালুক জাম্বুবানাদি নিম্নবর্ণের সকলে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে পরিচর্য্যা এবং অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন পর্যান্ত করিয়াছিলেন। নিন্দিত গোপাল বংশীয় * শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসী গোপগণ "গিরিযজ্ঞ" নূতন প্রবর্ত্তিত করিয়া "দধি পায়স ও মাংসাদি" দ্বারা "শৈলবলি" দিয়া নিজেরাই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণকে ভোজন করান। (ব্রহ্ম পুরাণম্, ১৮৭। ৫১—৫৮; বিষ্ণু পুরাণম্, ৫।১০।৩৮—৪৯। (শ্রীমদ্ভাগবতেও ১০।২৪। ২৩—৩৩) অনুরূপ বৃত্তান্ত আছে। ব্রহ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া শালগ্রাম পূজার পাল্টা জবাবে গোপাদি নিম্ন বর্ণ পূজিত গোবর্দ্ধন শিলা পূজার জন্ম কথাই কি পাই না? আপস্তম্ব (১ম প্রশ্ন, ১৯ কাণ্ড) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়?" কণ্ব কহিতেছেন, "যিনি আপন ইচ্ছায় অন্ন দেন তাঁহারই অন্ন আহার করা যায়। আপস্তম্ব নিজ মতও দিতেছেন—"যে কোন ব্যক্তি অযাচিত ভাবে অন্ন দেয় তাহারই অন্ন ভক্ষণ করা যায়।" বার্ষায়ণি

* "গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্"—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।৩।

বলিয়াছেন—"যে কোন ব্যক্তি অন্ন দিতে চায় তাহার অন্নই ভোজন করা যায়।" বশিষ্ঠ, গৌতম ও বৌধায়ণেরও এই মত। (Modern Review March 1909, p. 263 দ্রষ্টব্য) অত্রিসংহিতাও বলিতেছেন:—আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধি শক্তবঃ। স্নেহপকঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দূষ্যতি॥"—১।২৪৬। অর্থাৎ:—আরনাল (কাঁজি, মণ্ড বা ভাতের ফেন) ক্ষীর (উত্তর পশ্চিম ভারতে পায়সান্নকে ক্ষীর বলে) ও কড়াই বা তাওয়ায় প্রস্তুত দ্রব্য প্রভৃতি, দধি, শক্তু (ছাতু), তৈল বা ঘৃত পক্ব দ্রব্যাদি ও তক্র (ঘোল—দধিতে জল দিয়া তৈরী) শূদ্র কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির দোষ হইবে না। গরুড় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড, ৯৫।৬৬ এবং কূর্ম্ম পুরাণ উপরিভাগ ১৭।১৭তেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি পাই। কূর্ম্ম পুরাণে আছে:—"পায়সং স্নেহপকং যদ্ গোরসশ্চৈব শক্তবঃ। পিণ্যাকশ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ॥ কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্রবর্ম্মকঃ এব চ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ॥"—উপরিভাগ, ১৭।১৭। পায়স, পিষ্টক (পিণ্যাক), লুচি, পোলাউ (স্নেহপক্ব) খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ রহিল। শাক ভাত, ডাইল তরকারী ব্রাহ্মণী প্রায়ই রান্ধেন; সেগুলিতে অরুচি হওয়াতেই কি এই ব্যবস্থা হইল? কুমোর, কৃষক (নমঃশূদ্রাদি কৃষক ত আছেই; মুসলমান কৃষকদিগকেও ত ধরা যায়) এবং বাউতির (বাদ্যকার কুশীলব) উল্লেখে সব শূদ্রই কি বোঝায় না? মনুসংহিতা (৪।২৫৩), যমসংহিতা (১।২০), বিষ্ণুসংহিতা (৫৭।১৬), যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (১।১৬৮), ব্যাসসংহিতা (৩।৫১—৫২), পরাশরসংহিতা (১১।২০) প্রভৃতি সংহিতায় একটু অদল বদল করিয়া আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাই:—"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না

যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥”—মনুসংহিতা, ৪।২৫৩। অর্থাৎ :—“দ্বিজ, যে ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিয়া ফসল দেয়, কুলের মিত্র, গোয়ালা বা রাখাল, দাস (চাকর), নাপিত ও আত্মসমর্পণকারী শূদ্রজাতির প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন, “মনুর ন্যায় স্কন্দ পুরাণও বলিতেছেন :—“দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্ণেঽমী তথাত্মনিবেদকঃ ॥”—স্কন্দপুরাণম্, ব্রহ্ম খণ্ডে ধর্ম্মারণ্য খণ্ডম্, ৬।১০৩। অর্থাৎ :—দাস, নাপিত গোপাল, কুলমিত্র, বর্গাইত (যে কৃষক অর্দ্ধেক শস্য দেয়) এবং আত্ম-নিবেদক—শূদ্র জাতির মধ্যে ইহাদের ভোজ্যান্ন সমূহ গ্রহণ করা যায়। গৌতম সংহিতাও বলিতেছেন :—“প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণো ভুঞ্জীত।·········পশুপাল ক্ষেত্রকর্ষক কুলসঙ্গতকার পিতৃপরিচারকা ভোজ্যান্না।”—১৭। ‘নিজ কর্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে। পশুপালক, ক্ষেত্রকর্ষক, কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন এবং পিতৃপরিচারক, ইহারা শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। আর অন্যান্য শূদ্রদের অপরাধ কি? ব্রহ্মপুরাণ বলেন যে, উহাতে কোন অপরাধ ত নাইই, বরং ব্রাহ্মণাদিকে শূদ্রের অন্নদান পুণ্যজনক যথা :—“অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।” ব্রহ্মপুরাণম্, ২১৮।২১। অর্থাৎ :—দ্বিজাতিগণকে অন্নদান করিয়া শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হন। মনুও অন্যত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন যে জল ও অন্ন সর্ব্ববর্ণেরই নিকট হইতে প্রতি গ্রহণ করা যায়। “এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ। সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্মধ্বথাভয় দক্ষিণাম্ ॥”—মনুসংহিতা, ৪।২৪৭। অর্থাৎ :—কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন এবং যাহা কিছু অযাচিতভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হয় এই সকল, মধু, অভয় এবং দক্ষিণা সর্ব্বলোকের

নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা যায়। বৈদ্য বা কায়স্থ বল্লাল সেন ডোম কন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার দ্বারা পাকস্পর্শ করাইয়া যখন বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদিগকে আহার করাইয়াছিলেন, তখন শূদ্রের অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা কোথায় ছিল ?

(২০) উচ্চ বর্ণকে শূদ্রের অন্নদান।

চারি বর্ণের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীরা সনাতনকাল হইতে চিরদিনই পক্কান্ন ভিক্ষা করিয়া খাইয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকাল হইতেই নিয়ম ছিল এবং এখনও ভারতের অনেকস্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, চারি বর্ণের গৃহস্থেরাই প্রতিদিন কিছু বেশী অন্ন পাক করিবেন কারণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া ঐ রান্না অন্ন ভিক্ষা লইতেন। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন— "সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চ পক্কান্ন স্বামীনাবুভৌ।" অর্থাৎ :—সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উভয়েই পক্কান্ন গ্রহণ-কারী। মনুও বিধান দিয়াছেন যে ব্রহ্মচারীরা গ্রামে সর্ব্ব বর্ণের নিকটই অন্ন ভিক্ষা লইতে পারেন। "সর্ব্বং বাপি চরেৎ গ্রাম্যং"—মনুসংহিতা, ২।১৮৫। এই ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা "উপকুর্ব্বানক" তাঁহারা আবার সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দারপরিগ্রহ করিতেন। সর্ব্বজাতির পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জাতি যাইত না বা এখনও যায় না। এখনও বহুস্থানে তাঁহারা 'মাধুকরী' করিয়া মধুকরের ন্যায় নানা গৃহস্থের পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরা মাধুকরী করিয়া সর্ব্ববর্ণের রাঁধা অন্ন গ্রহণ করিয়া সংসারী হইলে তাঁহাদের কোন দিন জাতি দোষ বা অস্পৃশ্যতা দোষ বা অনাচরণীয়তা দোষ ঘটে নাই। বৈষ্ণব সাধু বৈরাগী মহলে এই

'মাধুকরী' বৃত্তি এখনও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মাধুকরীরূপ 'রাষ্ট্রপিণ্ডে' জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এখনও বহু স্থানে নাই। ভারতবাসী ওই শোন তোমার শাস্ত্র কি বলিতেছেন :— "ভিক্ষা-ভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্ ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্॥ ১১। বেদাহরণ কার্য্যেন তীর্থস্নানায় চ প্রভো। অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবী দর্শনায় চ॥ ১২। অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ং গৃহাশ্চ তে। তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ॥ ১৩। তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যঃ মধুরং নৃপ। গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসন ভোজনম্॥ ১৪। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ১৫।—বিষ্ণুপুরাণম্ ৩।৯।১১-১৫, ব্রহ্মপুরাণম্ ২২২।৩২-৩৬। অর্থাৎ :—যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। বিপ্রেরা বেদ সংগ্রহের জন্য, তীর্থ-স্নানের জন্য অথবা পৃথিবী দর্শনের জন্য বসুধাতে বিচরণ করেন। গৃহহীন, অনাহারী, তাঁহারা সায়ংকালে যে গৃহে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। এই সকল ব্যক্তির গৃহস্থই আশ্রয় কারণ। রাজন্! গৃহাগত ইঁহাদিগকে গৃহস্থ স্বাগতদানাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয্যা, আসন, ও আহার দান করিবেন। অতিথি হতাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃতি গ্রহণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের পুণ্য লইয়া যান। মনুও বলেন :—"যজ্ঞ শিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।"—মনুসংহিতা, ৩।১১৮; বিষ্ণুসংহিতা, ৬৭।৪৩। অর্থাৎ :—যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসী ভক্ত ভারত,

অতিথিবৎসল ভারত, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে সাধুপূজা অতিথি-পূজার বিধান দিয়াছে, তাহাতে জাতিবাদের, কুলবাদের, গোত্রবাদের সংকীর্ণতা নাই। ওই বিষ্ণুপুরাণই তাই বলিতেছেন—"স্বাধ্যায় গোত্রচরণম পৃষ্ঠা চ তথা কুলম্। হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যাতং মন্তেতাভ্যাগতং গৃহী।"—ঐ, ৩।১১।৬১। অর্থাৎ:— গৃহী অভ্যাগতের স্বাধ্যায় (বিদ্যা), গোত্র, চরণ ও কুল জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব) বিবেচনা করিবে। শূদ্রও যদি ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন, তবে ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে অন্নভোগাদি দ্বারা পূজা করিবেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও যদি শূদ্রের গৃহে অতিথি হন, তবে শূদ্রও তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে অন্নভোগাদি দ্বারা পূজা করিবেন। আর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর তো কথাই নাই; অন্নহীন তাঁহাদের অন্ন ত চারিবর্ণের গৃহীই যোগাইবেন। "ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিব্রাড় ব্রহ্মচারিণে। অকল্পিতান্নমুদ্ধৃত্য সব্যঞ্জন সমন্বিতাম্॥"—হারীতসংহিতা, ৪।৬০। অর্থাৎ:—পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ব্যঞ্জন সমন্বিতা অকল্পিত (অন্যের নিবেদিতা নহে) অন্ন ভিক্ষা দিবে। পাছে এই সব পূজ্য অতিথিদের জাতিকুল গোত্রাদি জানিলে মনে দ্বিধা বা সঙ্কোচ আসে, এই জন্য তাহা জানান বা জানাও নিষিদ্ধ হইল। চারিবর্ণের জন্যই যে "নিত্য-ক্রিয়া" "পঞ্চযজ্ঞের" বিধান আছে, তাহার মধ্যে একটী হইতেছে এই নৃ-যজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞ। ভারতবাসী, তোমরা এই "রাষ্ট্রপিণ্ডের" "পিণ্ডদান" করিবার যদি ব্যবস্থা কর, তবে ভারত সাধু বৈরাগী, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর "ধর্ম্মদান" হইতে বঞ্চিত হইবে। সনাতনী হিন্দু, এই সনাতন হিন্দুপ্রথারও কি মূলোচ্ছেদ করিতে চাও জাতিবাদের কুঠারে?

তাহার পরে হিন্দুর পঞ্চযজ্ঞের (মনু, ৩ ৮১ ; বিষ্ণুসংহিতা, ৫৯।২০-২৫ ; যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।১০২) মধ্যে "বিশ্বদেববলি" রূপ মহাযজ্ঞের বিধানের মধ্যেও আমরা অস্পৃশ্যতা, জল অনাচরণীয়তা বা অন্ন অনাচরণীয়তাও পাই না। আর্য্য-হিন্দুর বিশ্বমানবতা সমস্ত জাতি বা বর্ণের মধ্যে, নিখিল ভুবনের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তরতম কোনও ভেদবৈষম্য দর্শন করে নাই। 'বিশ্বদেববলি'তে বিশ্বমানবতার পূজারী আর্য্য হিন্দু সকলকেই পকান্ন ("অন্নস্য সিদ্ধস্য"—মনুসংহিতা, ৩।১২১ ; "পাকযজ্ঞৈঃ"—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২২।১৪) প্রদান করিয়া পূজা করিতে বলিয়াছেন। উচ্চবর্ণ-হিন্দু "বিশ্বদেব বলি" মহাযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া তাহার স্থলে তুমি যে "শূদ্রবলি" র শূদ্রমেধযজ্ঞ" সৃষ্টি করিয়াছ তাহা কি অজমাতা জগন্মাতার পূজায় 'ছাগ বলি'রই রূপান্তর নহে ? ছাগ বলির ছাগটাকেও তুমি মন্দিরে প্রবেশের এমন কি মন্দিরের গর্ভাগারে প্রবেশের অধিকার দিয়াছ, আর শূদ্রকে তুমি মন্দিরে পদার্পণ পর্যান্ত করিতে দাও না ! ওই শোন তোমার শাস্ত্র বিশ্বদেব বলির কি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ?—"যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু নৈর্বান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥ ৫১। ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোহন্যদস্তি। তস্মাদহং ভূত নিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥ ৫২। চতুর্দ্দশ ভূতগণো য এষ স্তত্রস্থিতো যেহখিল ভূতসঙ্ঘাঃ। তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥ ৫৩। ইত্যুচ্চার্য্য-নরোদদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ভুবিভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়োযতঃ॥ ৫৪। —বিষ্ণুপুরাণম্, ৩।১১।৫১-৫৪। অর্থাৎ :—যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি

তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম; তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করুন। সর্ব্বভূত, এই অন্ন এবং আমি সকলই বিষ্ণু; কারণ বিষ্ণু ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এই জন্য সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার ভূতগণের অন্তর্গত যে এবং যাহারা অখিল-ভূত-সঙ্ঘের, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমার প্রদত্ত এই অন্ন দিলাম; তাঁহারা আনন্দিত হউন। ইহা উচ্চারণ করিয়া নর পৃথিবীতে ভূতোপকারের নিমিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্নদান করিবেন; যেহেতু গৃহী সকলের আশ্রয়। সমস্ত গৃহী **নরেরই** এই যজ্ঞে অধিকার। ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণ বলিয়াছেন—"শূদ্রোঽপি-পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ। ব্রহ্মপুরাণম্ ২২২।১৪; বিষ্ণুপুরাণম্, ৩।৮।৩৩। অর্থাৎ:—শূদ্রও পাকযজ্ঞের দ্বারা বৈশ্যদেব যজ্ঞ করিবেন। নিখিল বিশ্বের নিখিল ভূতগণকে অন্নদানের এই মহাযজ্ঞে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। বিশ্বযজ্ঞের পূজারী শূদ্রও ব্রাহ্মণকে অন্নদান, বিশ্বদেব বলির এই রান্নাভাত দান করিতেন এবং করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, বিশ্বদেব বলিতে শূদ্রকে যে পকান্নদানের বিধি দিয়াছে, সমস্ত উচ্চবর্ণকে সে যে শ্রদ্ধান্ন, অন্নস্বরূপ বিষ্ণু। শূদ্রদত্ত এই "বিষ্ণু অন্ন" আজ যদি তুমি গ্রহণ না কর, তবে তোমার শাস্ত্রীয় বিধান কেবল কপটতা ও প্রবঞ্চনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে; অথবা তুমিই শাস্ত্রহন্তা হইবে। আজ যদি শূদ্রাদির কেহ যথার্থ ধর্ম্মপিতা, ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মবন্ধু, ব্রাহ্মণাদি না থাকেন, তবে ওই বিশ্বযজ্ঞের বিশ্বদেবতাকে অস্বীকার করা হইবে। আর উচ্চবর্ণ, তোমাদের প্রকৃত পিতা, মাতা, বন্ধু, অন্নসিদ্ধি-দাতা কে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? আজ ওই তথাকথিত

নিম্নবর্ণ শূদ্রকৃষক-কুলই তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নদান করিতেছেন, মন্ত্রে নহে, কর্ম্মে। ওই শূদ্রই তোমার অন্নদাতা পালক পিতা, মিষ্ট কথায় চিড়া ভিজাইয়া নহে, সত্য সত্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়া শূদ্র আজ তোমার সেবাপরায়ণা-মাতা কবি কল্পনায় নহে, জীবন নাটকের গরিমায়। বিপদে এই শূদ্রই তোমার একমাত্র বন্ধু. যুদ্ধ বিগ্রহে রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহার জীবন দিয়া তোমার জীবন বাঁচাইতে। আর তোমার অন্নসিদ্ধি? শূদ্রের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইয়া আজ তুমি তোমার নধরকান্তি পুষ্ট করিতেছ: তাহার কুঁড়ে ঘরের জীর্ণ কঙ্কালের উপর তুমি বিরাট সৌধ রচনা করিতেছ। বিশ্বদেবতার যথার্থ পূজারী, এই তথাকথিত শূদ্রকে আজ তুমি জীবনে-মরণে স্বীকার করিয়া আছ, কেবল তুচ্ছ লোকাচারে, দেশাচারে স্বীকার করিবে না?

শুধু বাংলার নহে, ভারতের নহে, নিখিল ভুবনের সকল প্রাণীকেই এমন করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে বিষ্ণুবোধে পক্কান্নদানের মহাযজ্ঞ যে ঋষি যে সাধক প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা অপ্রচলিত হইল, রুদ্ধ হইল, মৃত হইল, কোন্ দানবের কুলিশ প্রহারে? শূদ্রের পক্ষে উচ্চবর্ণকে পরোক্ষে অন্নদানের ব্যবস্থা যদি প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ হয়, তবে তাহার তুল্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণাদির পূত অন্তরাত্মা পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে যে শূদ্র প্রদত্ত পক্কান্ন গ্রহণ করিতেছেন, শুধু অস্থিমাংস লালাক্লেদময় মুখখানাই কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া?

বিশ্বনাথ, বিশ্বম্ভর, পরম পিতা বা জগদ্ধাত্রী জগন্মাতাকে যখন রূপ, রাগ, রস, মাধুরী দিয়া প্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারি না, তখনই তাঁহার প্রতীক, প্রতিমা পরিকল্পনা করি। আমাদের প্রাণের প্রাণদ ঠাকুরের

জন্যই এই 'দেহদান', মূর্ত্তি নির্ম্মাণ। সেই প্রাণের ঠাকুরকে অস্বীকার করিলে এই প্রতিমাটার মূল্য যে কাঠ, খড়, মাটি, ধাতুর বেশী কিছু নয়। সেইরূপ বিশ্বদেব পূজার ওই অন্নদানটাকে যদি সাক্ষাৎভাবে অস্বীকার করি, তবে প্রাণহীন সে মন্ত্রে, রাগিণীহীন সে যন্ত্রে, চৈতন্যহীন সে জড় প্রতিমার মূল্য কি? বিশ্বের নিখিল মানবকে, নিখিল প্রাণীকে আমরা সকলেই যদি নিত্য ষোড়শোপচারে ভোগ-নৈবেদ্য নিবেদন করিতে পারিতাম, তবে কতই না ধন্য হইতাম। তাহা পারি না প্রত্যক্ষভাবে স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নভোগ নিবেদনে; তাই অনুকল্প বিধানে স্বল্প অন্নে তাঁহাদিগকে অন্ন নিবেদন করি প্রাণের বিশালতা বিপুলতা লইয়া, অন্তরে পুষ্পপাত্রভরা কুসুমদাম লইয়া। ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডালেরও প্রাণঢালা প্রীতিরস মাখা পূত এই প্রত্যক্ষ অন্নভোগ ব্রাহ্মণাদি যদি আজ না নিতে পারেন, তবে যে এই বিশ্বদেবযজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্কর, ধর্ম্মের ব্যভিচার, কদাচার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, দেবত্বহীন ছেলে খেলার পুতুলের মত, অথবা রঙ্গমঞ্চে অপরিপক্ক বিদূষকের রসহীন ভাঁড়ামীর মত।

না, না ব্রাহ্মণ, দেবতার বরাভয়হস্তে, প্রাণভরা আশীর্ব্বাদে তুমি যে বিশ্বমঙ্গল রচনা করিয়াছ, সেই "বিশ্বদেব বলি"কে, সেই ভুবনমঙ্গল যজ্ঞকে আজ তুমি জাতিবাদের খড়্গাঘাতে জহ্লাদের ন্যায় বলি দিও না, কষাইয়ের ন্যায় হত্যা করিও না, রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিও না।

(২১) শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব।

এই সমস্ত হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, ভারতে প্রকৃত আর্য্য বা হিন্দুধর্ম্মে, শাস্ত্রে এবং সনাতন আচরণে দৃঢ়বদ্ধ তথাকথিত জাতিভেদ,

অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা নাই। ইহা ভুঁইফোড়ের ন্যায় হিন্দুর অবনতির যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ ও শ্রৌতসূত্রের পরে মনুসংহিতাদির যুগে বা খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীর পরে সৃষ্ট হয় এবং কালে লোকাচারে বা দেশাচারে পরিণত হয়। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ যুগে যখন বর্ত্তমানের তথাকথিত জাতিভেদাদি ছিল না তখন তাহা লইয়া এত মারামারি, কাটাকাটি কেন? সাময়িক দেশাচার বা লোকাচারে যাহার অল্প দিনের জন্ম ও বিকাশ তাহার পরিবর্ত্তন লোকাচার ও দেশাচার পরিবর্ত্তন দ্বারা সহজেই সাধ্য। বল্লাল সেন যেমন প্রথমে যে সমস্ত ব্যক্তিতে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা শান্তি (বা আবৃত্তি), তপ ও দান এই নয় লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কুলীন করিয়াছিলেন, * কিন্তু উত্তরকালে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে ঐ প্রথা গুণগত না হইয়া কুল বা বংশগত হওয়ায় † বর্ত্তমানে অধিকাংশ কুলীন কু-লীন (কু-তে লীন) হইয়াছেন, তদ্রূপ প্রথমে গুণ এবং ধর্ম্মকর্ম্মানুযায়ীই বর্ণভেদ, জাতিভেদ সৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র যখন ছুঁচো হয়, বিদ্যাসাগরের পুত্র যখন অবিদ্যা ডোবা হয় এবং পঙ্কে যেমন পদ্ম হয়, কয়লার খনিতে যখন হীরক জন্মে তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কে, কোথায় হয়? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ীই বলিব :—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।১০। অর্থাৎ :—হে গার্গি! যে ব্যক্তি সেই অক্ষর পুরুষ বা আত্মাকে না জানিয়া পরলোকে গমন করেন তিনি কৃপণ বা দাস বা

* "ভাদুড়িকুলের বংশাবলী"—'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'এর ১০৪ পৃঃ তে উদ্ধৃত।

† ব্রাহ্মণ ইতিহাস; শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত, ৭৩ পৃঃ।

শূদ্র ("পণক্রীত ইব দাসাদিঃ"—শঙ্করভাষ্য) হন; আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া পরলোক গমন করেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও শূদ্র হন; আর এইরূপ আত্মজ্ঞানযুক্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণ হন। বৃহদারণ্যকের এই পরমোদার দিব্যমত কি কেবল পুঁথিতেই নিবদ্ধ থাকিবে? আমাদের আচরণে জীবনে কি তাহার চর্য্যা পালন থাকিবে না? সমস্ত পুরাণের আদি * ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন :—"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্ভবঃ॥ ৫২। শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ। ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজন॥ ৫৩। স ব্রাহ্মণ্যং সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ। কর্ম্মভিঃশুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ শূদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্। স্বভাব কর্ম্মণা চৈব যশ্চ শূদ্রোহধিতিষ্ঠতি॥ ৫৫। বিশুদ্ধঃ স দ্বিজাতিভ্যো বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতির্ন চ সন্ততি॥ ৫৬। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে॥ বৃত্তেস্থিতশ্চ শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি। ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতঃ॥ ৫৮। নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ এতে চ বিমলা দেবি স্থানভাব নিদর্শকাঃ॥ ৫৯—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২৩।৫২-৫৯। মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪২ অধ্যায় শেষে। অর্থাৎ :—(মহাদেব উমা বা পার্ব্বতীকে বলেন) হে দেবি! নীচ কুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কার যুক্ত ও আগমজ্ঞান সম্পন্ন হইলে এই সকল কর্ম্মের ফলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্‌বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্য

---

* "আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।"—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।২১ অর্থাৎ :—সমস্ত পুরাণের আদিপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ।

ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে। দেবি! (উমা) শুচিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎ সেব্য—ব্রহ্মা স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত, সে সাধারণ দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ—এইরূপই আমার মত। **দ্বিজত্বের কারণ যোনি, সংস্কার শ্রুতি বা সন্ততি নহে; একমাত্র বৃত্ত বা চরিত্রই উহার কারণ।** জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায় সকলেই সদাচারের দ্বারা স্থিত। **সদাচারে স্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।** হে সুশ্রোণি! ব্রহ্মস্বভাব সর্ব্বত্রই (সকল বর্ণের পক্ষেই) সমান—ইহাই আমার মত। যাঁহাতে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান আছে তিনিই দ্বিজ। হে বিমলাদেবি! **এই বর্ণবিভাগ স্থানভাব নিদর্শক।** মহাভারত আরও বলেন:—"শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"—মহাভারত, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ১৮৯।৩। "জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোহর্থ্যার্থমেবচ। অহোরাত্রং চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ শৌচেন সততং যুক্ত সদাচার সমন্বিতঃ। সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্দ্বিজাতিষু লক্ষণম্॥" "সর্ব্বভক্ষ্য-রতির্নিতং সর্ব্বকর্ম্মকরোহশুচিঃ। ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥ শূদ্রেচৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে চৈতন্ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"—মহাভারত, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ১৮৯।৭-৮। অর্থাৎ:—যিনি শৌচাচারে স্থিত, সম্যক্ বিঘসাশী (গৃহের ভৃত্যাদি সমস্তকে আহার করাইয়া পরে যিনি আহার করেন), যিনি গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যাঁহার জীবন ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম ঈশ্বরের জন্য, অহোরাত্র যাঁহার পুণ্যাচরণের জন্য তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। সতত শৌচ

যুক্ততা, সদাচার সমন্বিতত্ব এবং সর্ব্বপ্রাণীতে দয়ালুতা ইহা দ্বিজাতির লক্ষণ। যাহারা নিত্য সর্ব্বভক্ষ্যনিরত, সর্ব্বকর্ম্মকর, অশুচি বেদত্যাগী ও অনাচারী এইরূপ মনুষ্যই শূদ্র। শূদ্রে এবং দ্বিজে যদি উপরোক্ত গুণের ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে শূদ্র শূদ্র হন না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হন না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের এই গুণ-কর্ম্ম-ধর্ম্মগত ভেদ আজকাল কোথায়? প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রত্ব এইরূপ উচ্চ ও দিব্য আদর্শে পরিচালিত না হইয়া কেবল বংশগত, জন্মগত হইয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। যাঁহারা এই বংশগত, জন্মগত অন্যায্য অধিকার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত বা বিচ্যুত করিবার প্রস্তাব আমরা করিতেছি না। তাঁহারাও গুণে শীলে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদ বাচ্য হউন এবং যাঁহারা ধর্ম্মে-কর্ম্মে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-বিচারে, গুণে-চরিত্রে শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যে বর্ণ বা জাতিরই হউন না কেন, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ও বর-মর্য্যাদা দান করুন, তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ অধিকার দান করুন—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

(২২) ব্রহ্মদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার ও প্রণব সাধনায় শূদ্রের অধিকার।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" —১।১।১। ওঁ এই উদ্গীথ অক্ষর স্বরূপকে উপাসনা করিবে। ছান্দোগ্য এই উপাসনা স্ত্রীলোকেরা ও শূদ্রেরা করিতে পারিবেন না—ইহা কোথায়ও বলেন নাই। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদে বাগাম্ভৃণী, বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গী

ও মৈত্রেয়ী, কেনোপনিষদে উমা হৈমবতী ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন ; বেদে শূদ্র কক্ষীবান, কবজঐলুষ, ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম জাবাল, পুরাণে সূত রোমহর্ষণ প্রভৃতি শূদ্রগণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন—"ও মিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্"—২।২।৬। শঙ্করাচার্য্য দেবও বলিলেন—"ও মিত্যাত্মনং যুঞ্জীত"—মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ১। অর্থাৎ :—আত্মাকে 'ওঁ' এইরূপে ধ্যান করিবে। শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের যে আত্মা নাই ইহা তো কোনও হিন্দুশাস্ত্র বলেন না। শঙ্করাচার্য্যদেবের পরম গুরু গৌড়পাদ আচার্য্যও বলিলেন—"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি-সংস্থিতম্।"—গৌড়পাদ কারিকা, আগম প্রকরণ, ২৬।২৮। অর্থাৎ :—প্রণবকেই সকলের হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। স্ত্রী-শূদ্রেরা যে হৃদয় নামক পদার্থহীন তাহা তো কোনো গোঁড়া ব্রাহ্মণও বলেন না। অথচ এই প্রণবরূপী 'ওঁ'এর সাধনা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" (তিব্বতে 'চর্টান' নামক মন্দির-প্রাচীরে লেখা।), "ওঁ নমো বুদ্ধায়" (প্রজ্ঞাকরমতি কৃত বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায়), "ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞায়" (অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের প্রারম্ভে) বলিয়া বৌদ্ধেরাও প্রণব উচ্চারণে অধিকারী হইলেন ; অথচ হিন্দু স্ত্রী-শূদ্রেরাই তাহাতে অনধিকারী হইলেন ? আত্মাতে, হৃদয়ে স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলেই তাঁহাকে অন্তরতমরূপে প্রাণনাথ প্রাণেশ্বররূপে পাইল, অথচ মন্দির নামধেয়, দেবালয় নামক ঐ ইট-পাথরের স্তূপের অন্তর হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হইলেন, সেখানে তাঁহাদের প্রবেশ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল ! দেহে, মনে, প্রাণে, জীবনে, মরণে যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আছি, স্পর্শ করিতেছি-ই, যাঁহার প্রেমময় স্পর্শ অন্তর্হিত হইলে

এই সজীব দেহ মৃত জড়পিণ্ড মাত্র হয়, সেই প্রাণের ঠাকুরের মূর্ত্তি বা প্রতিমাকে দেবালয়ে, মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করিতে পারিব না, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিব না! জগন্নাথের পূজাঞ্জলি হইতে এতগুলি মানুষকে অনাথ করার স্থায় আধ্যাত্মিক হত্যা জগতে আর কি আছে? প্রাণের ক্ষুধাকে অস্পৃশ্যতার 'শুচিবায়ু' দ্বারা কেবল ভরিয়া রাখা, ক্ষুধিতের মুখের গ্রাসটুকু কাড়িয়া লওয়ার চেয়েও কি জঘন্যতর পাপ নহে? গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ যজ্ঞের দারুণ হিংসা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল: কিন্তু মনমেধ, প্রাণমেধ, আত্মমেধ যজ্ঞের এই নৃশংস জল্হাদ লীলা ভারতের বুকে এখনও আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি তৈলপায়িকা, ইন্দুর, উচ্চিঙ্গে, পোকা-মাকড় প্রভৃতি হাজারে হাজারে যাইয়া দেবদেবীর অঙ্গ চাটিতেছে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের উপর মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে; তাহাতে দেবদেবীর জা'ত যায় নাই, অস্পৃশ্যের স্পর্শপাপে দেবদেবী অশুদ্ধ, দুষ্ট হন নাই; আর শ্রীভগবানের রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ সে অঙ্গ, সে চরণ স্পর্শ করিলে তাঁহাদের জা'ত যায়, তাঁহারা অশুদ্ধ, দুষ্ট হন! এতবড় আধ্যাত্মিক পাপ হিন্দুসমাজ যে সহিতেছে ইহাই হিন্দুসমাজের দুর্ব্বলতার, দুর্দশার এক প্রবল কারণ। মহাভারত বলিয়াছেন—"সর্ব্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।"—বনপর্ব্ব, ১৮৯।৩৭। অর্থাৎ সকল ভুবনেই আমার ভক্তসকল আমাকে পূজা করিতেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও চণ্ডীতে আমরা পাই যে, ক্ষত্রিয় সুরথ রাজা এবং বৈশ্য সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরাই পূজা করিয়াছিলেন। "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।

অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥" [মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৯৩।৭ ; শ্রীচণ্ডী, উত্তমচরিত্রে, ১৩শ মাহাত্ম্য, ১০-১১। অর্থাৎ:—বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বহস্তে স্বয়ং দেবীর পূজা করিতে পারেন ; আর শূদ্রই কি পারেন না ? নিশ্চয়ই পারেন। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ শূদ্র গোপালকগণ তাহাও করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্তেনৈবরূপেণ গোপৈঃ সহ গিরে শিরঃ। অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়মাত্মনস্তনুম্॥"—ব্রহ্মপুরাণম্, ১৮৭।৬০ ; বিষ্ণুপুরাণম্, ৫।১০।৪৮। অর্থাৎ:—কৃষ্ণ সেইরূপেই গোপগণসহ গিরিশিরে আরোহণ পূর্ব্বক স্বকীয় দ্বিতীয় তনুকে অর্চ্চনা করিলেন। এই যজ্ঞপূজার প্রথম ব্যবস্থাপক পণ্ডিত আবার শূদ্র গোপাল কৃষ্ণই। তিনি গোপগণকে এই বলিয়া 'পাতি' দিয়াছিলেন—"ভবদ্ভির্বিবিধার্হণৈঃ অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং" (ব্রহ্মপুরাণম্, ১৮৭।৫১ ; বিষ্ণুপুরাণম্, ৫।১০।৩৮। অর্থাৎ:—আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া অর্চ্চনা এবং পূজা করুন। এই "গিরিগোযজ্ঞ" পূজার প্রবর্ত্তন শূদ্রের পূজাধিকারের এক নব অধ্যায়, নব অভ্যুদয় (Renaissance) সূচনা করে।

কোন পাপে হিন্দু তুমি এই মহৎ উদার মত ভুলিলে ? ওই শোন তোমার হিন্দুশাস্ত্র উদার কণ্ঠে বলিতেছেন:—"যং শৈবাঃ সামপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো। বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পাটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥ অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ। সো ইয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥" অর্থাৎ:—শৈবেরা যাঁহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বেদান্তীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম

বলেন, বৌদ্ধেরা যাঁহাকে বুদ্ধ বলেন, নৈয়ায়িকেরা যাঁহাকে প্রমাণপাটব কর্ত্তা বলেন, জৈনেরা যাঁহাকে নিত্য অর্হৎ বলেন, মীমাংসকেরা যাঁহাকে কর্ম্ম বলেন সেই এই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। অস্পৃশ্যদের প্রাণমন ছাইয়া যে বাঞ্ছাফল ভাবরসে পূর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা স্পর্শ-মণির স্পর্শ। হরিজনগণের শ্রীহরি হরিজন-দিগকে সে বাঞ্ছা ফল প্রদান করিতেছেন; কেবল হরির দুয়ারের এই জয় বিজয়ই তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতেছে। না জানি তাঁহারা এই পাপে আবার কোন্ রাক্ষসের ঘরে যাইয়া জন্মিবেন! ব্রাহ্মণ! শ্রীহরির মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া জয় বিজয়ের ন্যায় বৈকুণ্ঠভ্রষ্ট হইও না। জাতিবাদের অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা দূর করিয়া আজ নিম্নতম শূদ্রকেও ডাকিয়া বল—"তোমার আধ্যাত্মিক অধিকার, ব্রহ্মরাজ্যে তোমার ব্রাহ্মণত্বের অধিকার গ্রহণ কর। বল বল উচ্চবর্ণ হিন্দু,—"খণ্ড খণ্ড হিন্দুজাতিকে এই অখণ্ড ব্রাহ্মণত্বের ভিতর দিয়া একমন একপ্রাণ করিব আমরা সকলেই জাতিবাদ দূর করিয়া।"

(২৩) মিশ্রিত হিন্দু দেবদেবী।

হিন্দু ব্রাহ্মণ, তোমার দেবদেবী শাস্ত্র অনুযায়ী তোমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। গায়ের জোরে, ধনের বলে, লাঠির চোটে তুমি তোমার দেবদেবীর মূর্ত্তি বিগ্রহগুলি তোমার এক চেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া যে ঘোষণা করিতেছ তাহা যে নানা জাতি দ্বারা স্পৃশ্য হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে তাহার খবর তুমি কি রাখ? সংক্ষেপে তোমাকে সেই কথা একটু বলি:— সুপ্রাচীন সাংখ্য যোগাদির মূলা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই সত্ত্ব, রজঃ ও

তমোগুণ প্রাধান্য লইয়া স্থিতি, সৃষ্টি এবং প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। কালক্রমে এই শক্তিই অধিষ্ঠাতা দেবতা বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবে পরিণত হইয়াছেন। বৈদিক যুগে আর্য্য অনার্য্যের, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ত্রিমূর্ত্তি ছিলেন, অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য্য। কালক্রমে ইঁহারা ওঁ মধ্যবর্ত্তী হইয়া অ, উ, ম অনুযায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে দাঁড়াইয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্রহ্মা, শিব এবং হরি বা ইন্দ্রকে পরমাত্মার সহিত এক বলা হইয়াছে, (১০।১৩।১২)। মৈত্রায়নী উপনিষদে একদিকে যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে পাইতেছি অন্যদিকে ইঁহাদিগকে তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপেও পাইতেছি। মৈত্রায়নী উপনিষদ্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে পরমাত্মার তনু বলিয়াছেন। (৪।৫।৬)। নৃসিংহোত্তর তাপনীয় ও রামোত্তর তাপনীয় উপনিষদেও এই ত্রিমূর্ত্তির একত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। "তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্ম বিষ্ণ্বীশকারিণী ॥১৬। ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি। বিষ্ণুত্বে বাপ্যুদাসীন স্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥১৭। রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বং জগৎপতিঃ। এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ ॥১৮। অন্যোন্য মিথুনাহ্যেতে, অন্যোন্যাশ্রয়িণ স্তথা। ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ॥১৯।—মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৪৬।১৭—১৯। অর্থাৎ :— সেই ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রহ্মত্বে যাবতীয় লোকের সৃজন, রুদ্রত্বে নিধন এবং বিষ্ণুত্বে উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ পালন করেন। স্বয়ম্ভূর এই তিন অবস্থা। ব্রহ্মা রজঃ রুদ্র তমঃ এবং জগৎপতি বিষ্ণু সত্ত্ব ; এই প্রকারে এই দেবতাত্রয় গুণত্রয়রূপে পরস্পর নিপুণভাবে পরস্পরকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। ক্ষণমাত্রও ইহাদের বিয়োগ নাই এবং মুহূর্ত্তমাত্রও পরস্পর কেহ কাহাকে

পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ একবাক্যে বলিতেছেন :—"নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ। বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্ত কারিণে॥"—ব্রহ্মপুরাণম্, ১।২২; বিষ্ণুপুরাণম্, ১।২।২ অর্থাৎ :—হরি, হিরণ্যগর্ভ ও শঙ্কর নামে অভিহিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী বাসুদেবকে নমস্কার। বিষ্ণুপুরাণ আরও বলেন "কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যে ত্বং ত্রয়ীময়ঃ।"—ঐ, ৫।৭।৩৫ অর্থাৎ :—এই ত্রৈলোক্যে তুমি কর্ত্তা অপহর্ত্তা ও পাতা এই ত্রয়ীময়। শ্রীমদ্ভাগবত, (৪।৭।৪৮), দেবী-ভাগবত (৯।৩) এবং সূতসংহিতাও (৩।৪৮) তাহাই বলেন। এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধদিগেরও। তাঁহারা ইহাকে ত্রিরত্ন বলেন। ইঁহাদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। মহাযান মতে বুদ্ধের ত্রিমূর্ত্তি হইলেন বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ এবং ধ্যানী বোধি সত্ত্ব অথবা ধর্ম্মকায়, নির্ম্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। এই ধর্ম্মকায়ের পরিকল্পনা সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর সহিত, নির্ম্মাণকায় রজোগুণময় ব্রহ্মার সহিত এবং সম্ভোগকায় তমোগুণময় রুদ্রের সহিত মিলিয়াছে। তিব্বতের অনেক মন্দিরে বুদ্ধ গৌতমের মূর্ত্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না এবং উহাতে প্রলয় কারক বেশে শিব, কালী, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির মূর্ত্তি সংরক্ষিত দেখা যায়। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রযোগিনী, আর্য্যতারা, বাগীশ্বরী, মঞ্জুশ্রী, হেবজ্র, হারীতি, মারীচি, অক্ষোভ্য, পর্ণশবরী প্রভৃতি অনেক স্থলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ভারতের বহু তীর্থে বহু মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধমূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া হিন্দু দেব-দেবীরূপে পূজিত হইতেছেন। গয়া, প্রয়াগ, কাশী, বৈদ্যনাথ, পুরী প্রভৃতি বহু তীর্থে বৌদ্ধ মূর্ত্তির কাঠামের উপর

হিন্দু তাহার দেবদেবীর 'নবকলেবর' সাধন করিয়াছে। ত্রিরত্নের ধর্ম্ম বাঙ্গলায় ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ মহাযান ভাবাপন্ন হইলেও লাউসেনের ধর্ম্মঠাকুর বেমালুম সূর্য্যে পরিণত হইয়াছেন। ত্রিপিটক ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, চারিদিকপাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তুদেবতা, বনদেবতা, এমন কি লক্ষ্মী অলক্ষ্মী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। *। চণ্ডীদাসের বাশুলী বৌদ্ধ বাগীশ্বরীরই রূপান্তর। চণ্ডীদাসের 'সহজিয়া' মতও কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজযান হইতে আসে নাই? অনেকেই মনে করেন মঙ্গলচণ্ডীতে ও শীতলাতে বৌদ্ধ সংশ্রব আছে। শীতলা হারীতির রূপান্তর। পুরীর জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অনেকেই বৌদ্ধ ত্রিরত্নের রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। সুদর্শনচক্র, বৌদ্ধধর্ম্মচক্র ইহাও অনেকে বলেন। পুরীর রথ-যাত্রাও কি বৌদ্ধ রথযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহে? এ সম্বন্ধে ফাহিয়েনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চৈত্র পূজায় শিবঠাকুরের আসন 'পাটবান' পূজা কি 'বুদ্ধাসন' পূজার হিন্দু সংস্করণ নহে? রামেশ্বরোক্ত সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় "সত্যপীরের সিন্নি" "নমঃ সত্যপীরায়" বলিয়া হিন্দুই নিবেদন করিতেছেন এবং হিন্দু সত্যনারায়ণের ন্যায় সত্যপীরের পূজাও করিতেছেন। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হইয়াছেন। মোটকথা হিন্দুদের দেবী বলিয়া যে সমস্ত মূর্ত্তি বিগ্রহাদি আজকাল খ্যাত তাঁহাদের জাতিগোত্র প্রভৃতির ঠিক নাই। অথচ এই

* এ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ত্রিপিটক মত যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার লিখিত "বুদ্ধচরিতের আভাষ" পড়িবেন।—লেখক।

সব দেবদেবীর মন্দিরেই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ। এই সব দেবমন্দিরের অধিকাংশ মন্দিরে তাঁহারা পূর্ব্বকালে প্রবেশ করিতেন, পূজা দিতেন, স্পর্শ করিতেন, এবং এখনও অনেক স্থলে করিয়া থাকেন। এখনই কি ইহা যত দোষের, যত পাপের হইল? হিন্দু, তোমার জাতির যেরূপ মিশ্রতা, তোমার দেবদেবীরও তদ্রূপ মিশ্রতা। এস এখন এই অস্পৃশ্যদিগকে এই মিশ্রণে আনন্দে মিশ্রিত হইতে দাও, মিশ্রপুত্র গৌরাঙ্গ-দেবেরই মিশ্র উদাহরণ।

(২৪) জাতিবাদের তিরোভাবে জাতীয় জীবন।

এত বড় একটা বিরাট্ জনসমষ্টিকে পায়ের তলায় উৎপীড়িত করিতে থাকিলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতি কিরূপে সম্ভব হইবে? পল্লীতে পল্লীতে যদি এই অস্পৃশ্য জাতিরা অজ্ঞ, নিরক্ষর, মূর্খ, চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, অবনত হইয়া থাকিল, তবে পল্লীমঙ্গল কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা এই মিলন সম্ভব হইবে না, হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা সম্ভব হইবে না; হইবে প্রকৃত মহানুভবতা, মহাপ্রাণতা এবং সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়। সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী আবার পল্লীতে পল্লীতে উড়াইতে হইবে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা আবার গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে গাহিতে হইবে। রামকৃষ্ণপরমহংসদেব নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা এই আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও আজ জীবণ-পণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের ভিতর ঐক্য ও সংহতির প্রচার করিতেছেন। ভাস্বানীও এই সাম্যের সামগান গাহিতেছেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে ভাস্বানী ১৯২৫ এর ডিসেম্বর মাসে কানপুরে ৩য় নিখিল ভারত আর্য্য স্বরাজ্য

কন্‌ফারেন্সে সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন :—"Historically 'caste' is not Aryan." অর্থাৎ :—ইতিহাসের দিক দিয়া আর্য্যদিগের জাতিভেদ নাই। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীর এই মহামিলন বাণী ছন্দ-বন্দনায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। জগদীশচন্দ্রও বিশ্বপ্রাণ ধারার এই স্পন্দন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় যন্ত্রপাতিতে প্রস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহাদের মহামিলনের এই chorus বা একতানের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদের তার স্বরও একতান গানে সুসঙ্গত হইয়া পড়ুক। সর্ব্ব বিচিত্রতার ভিতর দিয়া যে এক পরিপূর্ণ, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ব্যক্ত, বিকশিত ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিগ্রহবান্ হইয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, জাতিভেদ কোথায়?

(২৫) একটি উপায়।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, মহোৎসবাদির সাহায্যে অস্পৃশ্যতাদি দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা বাঙ্গালা দেশে এখনও আছে। এইগুলিকে জাগ্রত ও প্রাণবান্ করিতে হইবে। পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাতি বিচার নাই। বৃন্দাবনাদি বৈষ্ণবতীর্থে জাতিভেদ নামমাত্র। ফরিদপুরে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে, নবদ্বীপে রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীতে, বেলুড়ে রামকৃষ্ণমঠে, মধুপুরে কপিলমঠে সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বজাতি একত্র বসিয়া অন্নাহার করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন। সর্ব্বজাতির সম্মিলনীরূপ এইসব স্থানের মহোৎসবের ন্যায় মহোৎসবাদি দেশে যত বেশী প্রচলিত হইবে ততই সর্ব্ববর্ণ একসঙ্গে মিশিবার অধিকার পাইবে। সমস্ত হিন্দু যদি এইসব প্রকারে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন, তবে হিন্দু-মুসলমান মিলনও

খুব সহজসাধ্য হইবে। এই অস্পৃশ্যতা সমাধানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যারও সমাধান হইবে। জাতির মিলন কথায় জাতিবাদের ভেদ বিবাদ বিদূরিত হইবে।

(২৬) জাতি কোথায়?

তরুণ ভারতের নব্যতন্ত্রের শিক্ষিত মহলে প্রকারান্তরে জাতিভেদ ব্যক্তিগতভাবে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এই তিরোভাবকে এখন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বীকার করিলেই হইল। রেল, ষ্টীমার, 'মেস্', 'হোটেল', ভেজাল খাদ্যাদির কৃপায় জাতি এখন 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত'এ পরিণত হইয়াছেন। এই অকিঞ্চিৎকর যৎকিঞ্চিতের আর advertisement বা বিজ্ঞাপন বড়াই কেন?

(২৭) ব্রাহ্মণাদির প্রতি নিবেদন।

ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্ম বা মহৎ জাতি যদি লজ্জাবতী লতার ন্যায় 'ছুঁৎমার্গে' মৃতপ্রায় হন, অথবা কূপোদকের ন্যায় নষ্ট হন, তবে তাহাকে ক্ষুদ্রই বলিতে হইবে। বৃহৎ বনস্পতি কিছুতেই সঙ্কুচিত হয় না; গঙ্গোদক চণ্ডাল স্পৃষ্ট হইলেও পূর্ণ পবিত্র থাকে; শতদল পদ্মপুষ্প, বিল্বপত্র ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আহৃত হইলেও দেবপূজায় ব্রাহ্মণ তাহা সাদরেই গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণত্ব যদি মহৎ, বৃহৎ, পবিত্র ও মনোহর হয়, তবে তাহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। মহৎ দেবতা স্পর্শে শূদ্র যদি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তবে দেবতার ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণিত হয়। অমৃতের স্পর্শে বিষও অমৃতে পরিণত হয়। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহাও সোণা হয়। আর ভূদেব ব্রাহ্মণ! পূত, পবিত্র, হোমানলে শুভ্র,

শুচি ব্রাহ্মণ! যজ্ঞার্থে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন ব্রাহ্মণ! তোমার পূত স্পর্শে অশুচি শুচি না হইয়া, তুমিই অশুচি, অপবিত্র হইয়া যাইবে? তোমার আলিঙ্গনে শূদ্রের ক্ষুদ্রত্ব কাটিয়া না যাইয়া তুমিই হীন, ক্ষুদ্র হইবে? তোমার এই ভ্রান্তি, তোমার এই মায়া, তোমার এই অবিদ্যা দূর করিয়া এস প্রকৃত ব্রাহ্মণ! তোমার উদার ভাস্বর তেজঃপুঞ্জে নীচজাতিত্বের নীচতা, মলিনত্ব, পূতিময়ত্ব, বিদূরিত করিয়া দাও, মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যের বিশ্বপ্লাবী অজস্র ধারায়, গরলাভরণ নীলকণ্ঠের বিপুল মহিমায়, আর পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর করুণা বিগলিত মহাবন্যায়।

(২৮) মিলন মন্ত্র।

এস ভাই ভগিনী সব, আমরা সমস্ত তথাকথিত 'স্পৃশ্যতা', অস্পৃশ্যতা', আচরণীয়তা, অনাচরণীয়তা, ভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি ভেদবাদ এক অখণ্ড ব্রহ্মভাবের ব্রাহ্মণত্বে পরিণত করিয়া ঋষিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মহাসাম্যের সামগান গাই। এস আমরা মহামিলনের সাম্যমন্ত্র দিয়া জীবন মন প্রাণ অনুরঞ্জিত, অনুপ্রাণিত করি। বল ভাই, বল ভগিনী সব :—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বেসংজানানা উপাসতে॥ ২॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মংত্রমভিমংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩।
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥"

—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত, ২-৪ ঋক্।

তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। ২। ইঁহাদিগের মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, ইঁহাদিগের মনসহ চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্ব্বসাধারণ হবির দ্বারা হোম করিতেছি। ৩। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। ৪।

ওঁ

সমাপ্ত

জাতিকথা সম্বন্ধে কয়েকজন মহাপ্রাণ মনীষী ভক্তের অভিমত

I have just gone through the manuscript of the Bengali Pamphlet "Jati Katha" written by Sreemat Swami Samadhi Prakash Aranya. It is a remarkable production and a notable contribution to the mass untouchable literature. I am simply struck with wonder at the scholarship the author has evinced in every page of the pamphlet. He has surveyed the whole field of the Hindu Shastras from the Vedic times downwards and the skill with which he has marshalled his authorities and advanced his arguments is well calculated to elicit admiration from all lovers of learning. The pamphlet is a feat which would have done honour to a Ph. D. of any University of the world. Yet there is nothing dull or stodgy about it. It holds the reader spell-bound from start to finish and leaves him thoroughly convinced at the end. But great as is the author's learning, greater still is his quality of heart. He feels for the untouchables passionately and conclude with an

appeal that thrills our souls. The author is a young man, a Graduate of our University, who has renounced the world at the call of his country. I wish him every success and recommend his treatise to the reading public with all the earnestness I can command.

KAMAKHYA NATH MITRA,
M. A., B. L.
PRINCIPAL.
Rajendra College, Faridpur.
5. 2. 33.

(২)

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহাশয় অস্পৃশ্যতা দূর করার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অস্পৃশ্যতা যে পাপ, উহা যে শাস্ত্র বিরোধী, উহা যে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত সেকথা বুঝাইবার জন্য তিনি 'জাতি কথা' নামক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষ কাহারা, কি ভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন। মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ

হইতে তিনি এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সকল শাস্ত্র অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে না। তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতা বৌদ্ধযুগেও সমাজে প্রবেশ করে নাই। পরবর্ত্তী পতনের কালে অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমানরূপে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে এবং নানা অপ্রামাণ্য গ্রন্থে উহার সমর্থন লাভ করিয়াছে। যে জিনিষটা জাতির পতনের কারণ অথবা পতনের জন্যই দেখা দিয়াছে তাহা ক্লেদজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে গ্রন্থকারের হিন্দু সাহিত্য ও দর্শনের সহিত পরিচয়ের আভাষ পাওয়া যায়। যে সকল বিদেশী পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া উহার সমালোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সহিত সুপরিচিত এবং তাঁহাদের মতগুলির উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতা বা বর্ত্তমান আকারের জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

বর্ণ-ধর্ম্ম কি, তাহার স্বরূপ ও আদর্শ বিষয় আলোচনা জাতিবিচারে আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির শব্দের সংজ্ঞা স্বামীজী যে প্রকার দিয়াছেন আমি তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার বুঝি। আমার মতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মগত ও উহা জীবিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাহার কি বৃত্তি তাহাই সূচনা করিতেছে। শূদ্র অর্থে হীন, হেয় বা অজ্ঞান ইহা আমি বুঝি না। শূদ্রের প্রয়োজন সমাজে আছে। তাহাদের বৃত্তি সৎবৃত্তি ও ব্রাহ্মণের মতই শূদ্রও মান পাইবার যোগ্য। এই দিক্ দিয়া গ্রন্থকারের কি মত তাহা পরিষ্কারভাবে এই পুস্তিকাতে ব্যক্ত না হইলেও, আমার সহিত মতে মিলে না দেখিতেছি। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অস্পৃশ্যতা যে বর্জ্জনীয় একথা শাস্ত্রাদির দ্বারা প্রমাণিত হইলে যাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন এই

পুস্তিকাখানি তাহাদিগকে সন্তোষ দিবে এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণের সহায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ['শূদ্র' শব্দ সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে হীন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য আমি উহা তুলিয়া দিতে চাহি শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিয়া। আমার 'বর্ণবাদ' পুস্তকে সতীশবাবুর কথার যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 'বর্ণবাদ' এখনও প্রকাশিত হয় নাই।—সমাধি (গ্রন্থকার)।]

স্বামীজী আরো অনেক কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিয়া যশলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সন্ন্যাস জীবন লইয়া লোক শিক্ষার যোগ্যতা আরো বাড়াইয়াছেন এবং সমাজ হিতার্থে কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। পুস্তক বিক্রয় লব্ধ আয় হইতে তিনি যে সকল সেবার কাজ লইয়াছেন তাহার সাহায্য হইবে। তাঁহার পুস্তকগুলি জনসেবায় লাগিলে—অসত্য ও হিংসার পথ হইতে লোকের মন ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিতেছে দেখিলে, সুখী হইব।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ **সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত**

(৩)

শ্রীশ্রীহরিশরণং

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত জাতি কথা নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আজ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলাম। যদিও আমরা চিরদিনই উদার মত পোষণ করিয়া থাকি, তথাপি শাস্ত্রালোচনার অভাবে জানিতাম না প্রাচীন আর্য্যঋষিযুগের

হিন্দুশাস্ত্রে এমন সাম্প্রদায়িক গোড়ামী বর্জ্জিত গুণগ্রাহিতা জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল।

আজ জাতির বহু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বহু শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়া প্রাণে যে শান্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আশাকরি, প্রত্যেকে এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করতঃ জাতীয়ভাবে প্রভাবিত হইয়া ঋষিযুগের উদারভাবে জাতীয় জীবন গঠনের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন। এই জাতি কথা যে প্রত্যেকের কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া সাম্যমন্ত্রের দীক্ষায় উদার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতি

২৫শে পৌষ, ১৩৩৯ সন। **শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ**
রাজবাড়ী (ফরিদপুর)

(৪)

জয় জগদ্বন্ধু হরি

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন
ফরিদপুর
১৯শে মাঘ, ১৩৩৯

বান্ধব বরেণ্য,

প্রাণধন দাদু!

তোমার পূত লেখনী প্রসূত 'জাতি কথা' পড়িয়া মনে হল—এত শুধু জাতি কথা নয় এ যে মধুর প্রেমমৈত্রীগাঁথা! মরি! মরি!! এমন নন্দন পারিজাত মালা বঁধুর গলে দোলবার যোগ্যই বটে! আশাকরি এর মাধুরী গন্ধে অস্পৃশ্যতারূপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা দূর হয়ে তাপিত জগত শীতল করবে।

শ্রীশ্রীবন্ধুহরির কৃপায় ধ্যান মগ্ন গৌতমের বোধিসত্ত্ব ভাব সিদ্ধির ন্যায় তোমার সমাধিপ্রকাশ নাম আজ সার্থক। ভক্তি শাস্ত্রে প'ড়েছি মহা ভাগবতগণ

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥

এই পরম প্রেমের দিব্য নেত্র দিয়া যখন আপামর সকলকে বুকে করে ভালোবাস্‌তে শিখেছ ও নিতাই-নন্দন নীতি অবলম্বন করতঃ অবিচারে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ তখন তোমার ন্যায় পরম বন্ধুর জীবহিতাকাঙ্ক্ষী আর ক'জন মেলে? হে মহামিলন মন্দিরের মহাপূজারী! প্রভু বন্ধুসুন্দর তোমায় জয়যুক্ত করুন। ঐ যে :—

উপধর্ম্ম আসি যুগ ধর্ম্ম নাশি আঁধারে ডুবাল দেশ।
প্রলয়ের ভেরী বাজিয়া উঠিল সৃষ্টি বুঝি হয় শেষ॥
ভক্তি গন্ধহীন হেরিয়া সংসার আবার ভাবিলা হরি।
শপথ রয়েছে গৌরাঙ্গ লীলায় পুনরায় অবতরি॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব এবার যেয়ে।
অনুপরমাণু স্বরূপাস্বাদিবে মহা উদ্ধারণ পেয়ে॥
গৌরাঙ্গ বাঞ্ছা করিব পূরণ মহা সম্মিলনে মিলি।
মহা নাম রত্ন জগতে বিলাব ভাবের ভাণ্ডার খুলি॥
প্রলয় হইতে রক্ষিব সৃষ্টি গুরু তত্ত্ব প্রকাশিব।
এক বিশ্ব ধর্ম্মে নিখিল মানবে প্রেমে সবে মিলাইব॥
প্রকট করিব লীলার রহস্য ত্রিলোকী জানে না যাহা।
গৌরাঙ্গ রূপেতে যাহা প্রবর্ত্তিনু পূরণ করিব তাহা॥

হেন বাঞ্ছা লয়ে চন্দ্র পুত্র হয়ে পুষ্পবন্ত যোগে প্রভু।
মহা উদ্ধারণে আইলা গো হেন জগতে হয়নি কভু॥
চারি হস্ত দেহ হিমগিরি প্রায় জানু স্পর্শি ভুজ দেখি।
তিল ফুল নাশা শশধর ভাল আকর্ণ বিশ্রান্ত আঁখি॥
গৃধিনী গঞ্জিত কর্ণ সুললিত বাঁধুলী বাঞ্ছিত ওষ্ঠ।
পদতলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা অঙ্কিত রয়েছে স্পষ্ট॥
পাণি পদতল কমল কোমল কোকনদ আভা নিন্দে।
কুন্দকুসুম দশন সুষমা হেরিয়া বিষাদে কান্দে॥
চম্পক কলি চারু অঙ্গুলি ভুরু কামগুণ ভঙ্গ।
ঠাম সুবলিত গতি সুললিত নবনী কোমল অঙ্গ॥
অমিয় মধুর বচন বঁধুর বিভু আভা জিনি হাস।
পতিত পামর পাষণ্ডেরে কত ডাকিয়া করিল দাস॥
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু নাম লয়ে জগদুদ্ধারণ লাগি।
জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে বন্ধু করে উদ্ধারণ ভাগী॥
পতিত বলিয়া বঞ্চিত হইয়া সমাজে ছিল গো যাঁরা।
বন্ধু কৃপাগুণে মহাউদ্ধারণে মোহান্ত হইল তাঁরা॥
যবন খৃষ্টান সবে পেলে স্থান বন্ধুর চরণ তলে।
মহা অবতারী জগতের হরি অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে॥

(চক্ষুদান)

তোমার চির স্নেহের—

মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র

সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে সহায়তা করিয়া লোক-কল্যাণ সাধন করুন

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক আচার্য্য **শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য "জাতিকথা"** নামে একখানি বহুতথ্য সমন্বিত মূল্যবান্ পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলনের দিনে সকল শ্রেণীর হিন্দুকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রভূত সাহায্য করিবে। বাংলার বহু মনীষী ব্যক্তি পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠভক্ত বঙ্গ গৌরব **শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস-গুপ্ত মহোদয়** ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন তাঁহাদের আদি পুরুষ কাহারা, কি ভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন। মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সকল শাস্ত্র অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে না" ইত্যাদি। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম **শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**। তিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বহুদিন তিনি বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সম্মানের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহুবৎসর নির্জ্জনে সাধন ভজন করেন। এক্ষণে বহু সজ্জনের ঐকান্তিক আগ্রহে লোক কল্যাণব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। **"জাতিকথা"** ব্যতীত,

"পল্লীবোধন" "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" "বুদ্ধচরিতের আভাষ" "বিদ্যাশিক্ষা ও সাধনা" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐগুলিতে তিনি বর্ত্তমানের অনেক সমস্যার আলোচনা এবং তাহার সমাধান করিয়াছেন। পুস্তকগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বহু মনীষী ব্যক্তির অভিমত। আমাদেরও ঐরূপ বিশ্বাস। পুস্তকবিক্রয়লব্ধ আয় স্বামীজী যে সমস্ত লোক কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহার সাহায্য কল্পেই ব্যয়িত হইবে। আমরা সহৃদয় ভাই ভগিনীগণকে স্বামীজীর আরব্ধ এই কার্য্যে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহার ব্রতকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। যিনি যাহা দিতে পারেন নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—৬।৩।৩৩

বিনীত নিবেদক—

১। শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র, এম,এ, বি,এল, প্রিন্সিপ্যাল রাজেন্দ্র কলেজ (ফরিদপুর)।

২। শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, বি,এল, (ফরিদপুর)।

৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার, এম,বি, (ফরিদপুর)।

৪। শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী, এম,এ, ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল রাজেন্দ্র কলেজ (ফরিদপুর)।

৫। শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম্,বি, ডি, পি, এইচ্ ডিষ্ট্রিক হেলথ্ অফিসার (ফরিদপুর)।

৬। শ্রীইন্দুভূষণ সরকার, বি,এ, (ফরিদপুর)।

৭। শ্রীপ্রমোদলাল চৌধুরী, এল্, এম্, এস্, (ফরিদপুর)।

৮। ডাঃ শ্রীতারিণীচরণ রায়, (আরকান্দি)।

৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বি,এল, প্রেসিডেণ্ট, বার এসোসিয়েসন, (রাজবাড়ী)

১০। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন, (রাজবাড়ী)।

১১। ডাঃ শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, (রাজবাড়ী)।

১২। শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, (ডিষ্ট্রিক বোর্ড, ফরিদপুর)।

১৩। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র দে, ভিষগ্‌রত্ন, অয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী (বহরপুর)

১৪। শ্রীআদ্যনাথ সরকার, (শালবরাট)।

১৫। শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, সম্পাদক সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি।

১৬। শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সেরেস্তাদার (বালিয়াকান্দি কাছারী)।

অর্থসাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি সম্পাদক।

পোঃ ও গ্রাঃ বহরপুর,

জিলা ফরিদপুর।